Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০০৯

Contents

মাসিক
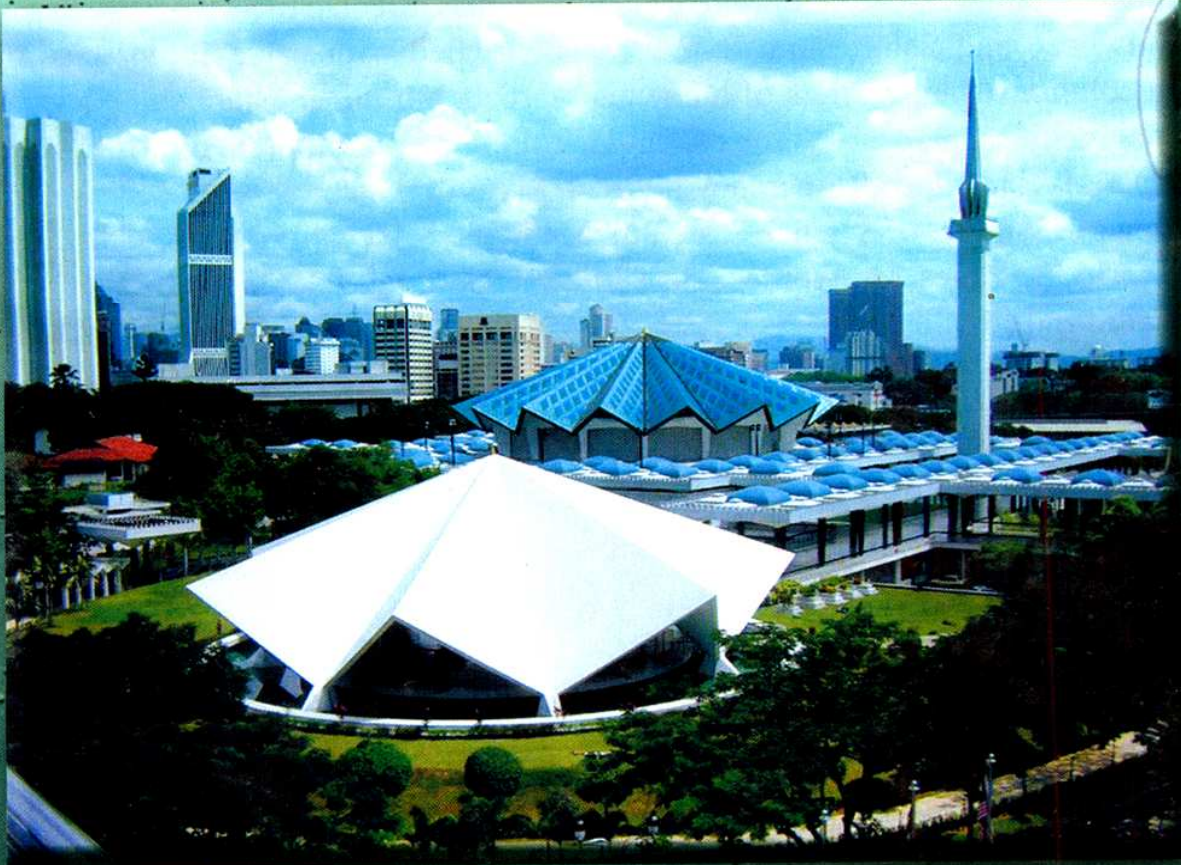
আত-তাহরীক

১২তম বর্ষ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং ১২ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক দর্শন

রাজা যে নীতির ভিত্তিতে রাজ্য চালান, তাকে রাজনীতি বলা হয়। বিগত দিনে অনেক রাজা অত্যাচারী ছিলেন বিধায় এখন আর কেউ 'রাজা' কথাটা মুখে আনেন না। কিন্তু 'রাজনীতি' পরিভাষাটা কেউ ছাড়তে চান না। পরিভাষা যেটাই হৌক না কেন রাজনীতির মূল দর্শন হ'ল সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি। সেটা কী হবে? এ বিষয়ে পৃথিবীতে সর্বযুগে দু'টি দর্শনের সংঘাত চলে আসছে। **এক-** সমাজভুক্ত লোকদের মতি-মর্যী অনুযায়ী সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। একে বলে জাতীয়তাবাদী সমাজ বা রাষ্ট্র দর্শন। এইরূপ সমাজ বা রাষ্ট্রে সাধারণতঃ শক্তিশালী দল, শ্রেণী বা ব্যক্তির স্বৈরাচারী শাসন কায়েম হয়। কখনো ব্যক্তির নামে, কখনো জনগণের নামে এই লোকগুলিই হয় সার্বভৌম ক্ষমতার দাবীদার। নেতার ইচ্ছা-অনিচ্ছাই এখানে নীতি হিসাবে গণ্য হয়, যা সর্বদা পরিবর্তনশীল। এই সমাজের রাজনীতি নিকৃষ্ট পর্যায়ের হয়ে থাকে। শাসক দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা ও শাসনযন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মূর্তিমান শোষক ও জাল্লাদের রূপ ধারণ করে ও পুরা সমাজকে নরকে পরিণত করে। নেতা অনেক সময় এটা না চাইলেও তার করণীয় কিছুই থাকে না। কারণ দলের নেতা-কর্মীরা নাখোশ হ'লে দল টিকবে না, নেতাও টিকবেন না। নামে-বেনামে পৃথিবীতে যুগে যুগে এই ধরনের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা চলে আসছে। মযলূম ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষ কখনোই এ নীতি সমর্থন করে না। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবতা এই যে, দুর্বল শ্রেণীর লোকদের সাহায্যে ও সমর্থনেই এক শ্রেণীর লোক ক্ষমতা দখল করে এবং এদের উপরে যুলুম করে থাকে। যা আজও চলছে নানা চটকদার নাম ও মোড়কের আড়ালে মুখ লুকিয়ে।

দুই- আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এই সমাজে শাসক-শাসিত সকলেই হয় আল্লাহ্র গোলাম। আর তাঁর দাসত্বের অধীনে সকল মানুষ হয় সমান

Contents

ও স্বাধীন। এখানে নেতা বা শাসক কেবল আল্লাহ্র বিধানের প্রয়োগকারী হয়ে থাকেন। জনগণ আল্লাহ্র বিধান সমূহকে হাসিমুখে বরণ করে নেয় দুনিয়াবী কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে। আল্লাহ্র দেওয়া আলো-বাতাস যেমন সবার প্রতি সমভাবে কল্যাণময় এবং অপরিবর্তনীয়, তেমনি আল্লাহ্র দেওয়া বিধানসমূহ হয় সকলের জন্য সমান ভাবে কল্যাণময় এবং অপরিবর্তনীয়। এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হন 'আল্লাহ'। আমীর বা খলীফা হন আল্লাহ্র প্রতিনিধি ও জনগণের প্রতিনিধি। আমীর কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্র বিধানকে এড়িয়ে যেতে পারেন না বা কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংযোজন-বিয়োজন করতে পারেন না। তিনি তাঁর নিয়োজিত পার্লামেন্ট ও বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করেন, যারা সর্বদা আল্লাহ্র বিধানের দাসত্ব করেন ও তাঁর বিধানের অনুকূলে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তার বাইরে যেতে পারেন না। কেননা আল্লাহ্র বিধানের বাইরে গেলেই তারা শয়তানের ফাঁদে আটকে যাবেন ও তাতে জনগণের ও সমাজের সমূহ ক্ষতি ও অকল্যাণ হবে। এমনকি বিশ্ব প্রকৃতিতেও তার বিরূপ প্রভাব পড়বে। আসমানী ও যমীনী গযব সমূহ নেমে আসবে। সাধারণ জনগণ সর্বদা আল্লাহ প্রেরিত ন্যায়ানুগ শাসন কামনা করেন। কিন্তু শয়তানের দাসত্বকারী কিছু মানুষ সর্বদা যুলুম, প্রলোভন ও প্রতারণার মাধ্যমে তাদেরকে বশীভূত করে নিজেদের শাসন ও শোষণ চালিয়ে থাকেন।

যুগে যুগে নবীগণ মানুষকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আর অবশ্যই আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি এই আহ্বান নিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর এবং ত্বাগূত (শয়তান) হ'তে দূরে থাক' *(নাহল ৩৬)*। কোন কোন নবী স্বয়ং রাষ্ট্রনেতা হিসাবে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন করেছেন। সে সময় পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস বয়ে গেছে। সমাজ চিরদিন তাঁদের স্মরণ করে থাকে। এভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবলমাত্র আল্লাহ্র বিধানের আনুগত্য করাকেই বলা হয় 'তাওহীদে ইবাদত'। এদিকেই শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ক্ষমতাগর্বী কুরায়েশ নেতাদের প্রতি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা বল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। 'নেই কেউ প্রভুত্বের ও সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ ব্যতীত'। তাহ'লেই তোমরা সফলকাম হবে'। এযুগেও আমাদের আহ্বান হ'ল 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'- তাহ'লেই হে পৃথিবীর মানুষ! তোমরা সফলকাম হবে। নতুবা যুগে যুগে কেবল নেতার বদল হবে, কিন্তু মানুষের অবস্থার কোন বদল হবে না। বরং দিন দিন অবনতি হবে।

প্রশ্ন হ'ল, সমাজে প্রচলিত জাহেলী বিধানের সাথে আপোষ করে কি আল্লাহ্র বিধান কায়েম করা সম্ভব? ত্বাগূতকে অস্বীকার করা ব্যতীত কি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? নবীগণ কি শিরকের সাথে আপোষ করে দ্বীন কায়েম করেছিলেন? কখনোই নয়। তাঁরা একা থেকেছেন। বছরের পর বছর সীমাহীন বাধা, অপবাদ ও অত্যাচারের তীব্র কষাঘাত সহ্য করেছেন। অনেকে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি যালেমদের হাতে জীবন দিয়েছেন। তথাপি বাতিলের সাথে আপোষ করেননি। আজও যদি কেউ সমাজ পরিবর্তনে আকাংখী হন ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন, তাহ'লে তাঁকে অবশ্যই আপোষহীনভাবে নবীগণের তরীকায় দাওয়াত ও ইছলাহের কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ তাঁর প্রেরিত কিতাব ও দ্বীনকে অবশ্যই হেফাযত করবেন। আমাদের দায়িত্ব কেবল তাঁর দেখানো পথে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল মানবকল্যাণের সর্বাপেক্ষা বড় উৎস। এ দুই উৎসের আলোকধারায় চলার প্রতিজ্ঞা নিয়েই মানবজাতিকে তার জীবন পথ পাড়ি দিতে হবে। এর বাইরে পা ফেললেই তাকে শয়তানের বিছানো জালে জড়িয়ে যেতে হবে। যেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ হয়ত আর কখনোই সে পাবে না আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত।

আল্লাহ্র বিধান কায়েম হবে জন-ইচ্ছার উপরে ভিত্তি করে, অন্য কোনভাবে নয়। আর সেকারণ নবীগণ সর্বদা

জনগণের কাছে গিয়েছেন। তাদেরকে বুঝিয়েছেন, ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছেন। এভাবে ব্যক্তি জীবন আল্লাহ্‌র দাসত্বে অভ্যস্ত হ'লে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ। জনগণ স্বেচ্ছায় তা কবুল করবে। কোনরূপ প্রলোভন বা যবরদস্তির প্রয়োজন হবে না। অথচ করুণ বাস্তবতা এই যে, এদেশের শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ আজ পর্যন্ত জানেন না তাওহীদ কী? আল্লাহ্‌র দাসত্বের সারবত্তা কি? আল্লাহ্‌র বিধান সমূহ কি? তাতে দুনিয়া ও আখেরাতে লাভ কী? তাদের অনেকে ছালাত-যাকাত-ছিয়াম-হজ্জ ইত্যাদি পালন করেন। অনেকে এসব ইবাদতকে স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা মনে করেন কিংবা দলীয় সমর্থন আদায়ের কৌশল মনে করেন। এমতাবস্থায় সাধারণ লোকদের অবস্থা কী, তা আঁচ করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অতএব দ্বীন কায়েমের সুন্দর আকাংখাই যথেষ্ট নয়, বরং আকাংখা বাস্তবায়নে নবীগণের তরীকার অনুসারী হওয়া আবশ্যক। নবীগণ ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেননি। বরং শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সকল মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেওয়া এবং তাঁর দাসত্বে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। হেদায়াত পাওয়া ও শাসনক্ষমতা লাভের বিষয়টি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র হাতেই নিবদ্ধ। দাওয়াত দেওয়া ফরয। দাওয়াতকে বিজয়ী করা ফরয নয়। বরং সে দায়িত্ব আল্লাহ্‌র।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মুসলিমদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে আল্লাহ্‌র পথে আদেশ ও শয়তানের পথ থেকে নিষেধ করার জন্য *(আলে ইমরান ১১০)*। তাদের আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের দর্শন হ'ল 'তাওহীদে ইবাদত'। অর্থাৎ সার্বিক জীবনে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের রাজনৈতিক দর্শনও সেটাই। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রচলিত শিরকী রাজনীতির বদ্ধ জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র দাসত্ব বরণের মধ্যেই কেবল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রয়েছে। সমাজের কল্যাণকামী দূরদর্শী রাজনীতিকদের আমরা সেদিকেই আহ্বান জানাই। *[স.স.]*

বর্ষশেষের নিবেদনঃ

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে 'আত-তাহরীক' অত্র সংখ্যার মাধ্যমে তার যাত্রাপথে দীর্ঘ এক যুগ পূর্ণ করল। *আলহামদুলিল্লাহ।* মাঝে ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারী থেকে ২০০৮-এর আগষ্ট পর্যন্ত ৩ বছর ৭ মাস যে বিপদ সংকুল পরিবেশে 'আত-তাহরীক' পথ চলেছে, তা আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত ব্যতীত সম্ভব ছিল না। ভিতরের ষড়যন্ত্র ও বাইরে সরকারী নির্যাতন ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে 'আত-তাহরীক' তার আদর্শ ও লক্ষ্যে অবিচল থেকে একটি সংখ্যাও বন্ধ না হয়ে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল, সেজন্য আমরা প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রতি হৃদয়ভরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। অতঃপর 'আত-তাহরীক'-এর সাহসী সম্পাদকীয় বিভাগ, দরদী পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ী ভাই-বোনদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ আমাদের খুলূছিয়াতকে কবুল করুন এবং দ্বীনদার ভাই-বোনদের হৃদয় সমূহকে আমাদের প্রতি রুজূ করে দিন-আমীন!

পরিশেষে রামাযানের বরকতমণ্ডিত মাসে আমরা আমাদের শুভাকাংখী ভাই-বোনদের প্রতি প্রাণভরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সংগঠনের কলমী জিহাদে উৎসাহভরে অংশগ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। *[স.স.]*

রামাযানের এ পবিত্র মাসে আপনি আহলেহাদীছ আন্দোলনের জন্য অধিক সময় ও অর্থ ব্যয় করুন!

আছহাবুল উখদূদ-এর শিক্ষণীয় ঘটনা

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ- وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ- وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ- قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ- النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ- إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ- وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ- وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ- الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ- إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ-

১. শপথ নক্ষত্র শোভিত আকাশের (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের (৩) এবং সাক্ষ্যদাতার ও যার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া হয়। (৪) অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা (৫) বহু ইন্ধনযুক্ত আগুন ওয়ালারা। (৬) যখন তারা সেখানে উপবিষ্ট ছিল (৭) এবং বিশ্বাসীগণের সাথে যে আচরণ তারা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল। (৮) তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিল কেবল একারণে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল মহাপরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিত আল্লাহ্‌র উপরে। (৯) যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। (১০) নিশ্চয়ই যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের নির্যাতন করেছে, অতঃপর তারা তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং রয়েছে তীব্র দহন জ্বালা’।

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، (১-৩)

بروج -এর একবচন برج যার অর্থ খোলামেলা হওয়া ও প্রকাশিত হওয়া। এ কারণে নারীর পর্দাহীনতাকে تبرج বলা হয়। একই কারণে উঁচু টাওয়ারকে এবং গুম্বজকে ‘বুর্জ’ বলা হয়। তবে এখানে অর্থ হ’ল ‘তারকারাজি’। কেননা তা অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে এবং স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আল্লাহ এখানে তিনটি বস্তুর শপথ করেছেন। নক্ষত্র-শোভিত আকাশের, ক্বিয়ামত দিবসের এবং ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত শাহেদ ও মাশহূদের অর্থাৎ নবী ও আগে-পিছের সকল উম্মত ও ফেরেশতামণ্ডলীর। ইমাম বাগাভী বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে শাহেদ ও মাশহূদ অর্থ জুম‘আর দিন ও আরাফাহ্‌র দিন।

জনৈক ব্যক্তি হযরত হাসান বিন আলী (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে বলেন, هَلْ سَأَلْتَ أَحَدًا قَبْلِى ‘তুমি কি আমার পূর্বে কাউকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছ? লোকটি বলল, হ্যাঁ। ইবনু ওমর ও ইবনু যুবায়ের (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছেন, কুরবানীর দিন এবং জুম‘আর দিন’। তখন হাসান বললেন, না। বরং ‘শাহেদ’ অর্থ মুহাম্মাদ (ছাঃ)। অতঃপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন,

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاءِ شَهِيْدًا-

‘আর সেদিন কি অবস্থা হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হ’তে একজন সাক্ষ্যদাতাকে (অর্থাৎ তাদের নবীকে) ডেকে আনব এবং আপনাকে দাঁড় করাবো তাদের সকলের উপরে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে’ *(নিসা ৪/৪১)*।

অতঃপর তিনি বলেন, ‘মাশহূদ’ অর্থ ক্বিয়ামতের দিন। এর প্রমাণে তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন, ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ‘সেটি এমন এক দিন, যেদিন সকল মানুষ একাত্রিত হবে। আর সেদিনটি যে হাযির হওয়ার দিন’ *(হূদ ১১/১০৩)*।-(ইবনু কাছীর)। তাছাড়া অন্য আয়াতে বলা হয়েছে إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَّمُبَشِّراً وَّنَذِيْراً ‘হে নবী! আমরা আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি’ *(আহযাব ৩৩/৪৫)*।

বস্তুতঃ ক্বিয়ামতের দিন আগে-পিছের সকল উম্মত একত্রে সমবেত হবেন। যাদের স্বাক্ষ্যদাতা হবেন স্ব স্ব নবীগণ এবং সকলের উপরে সাক্ষী হবেন আমাদের নবী, শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। এছাড়া সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকবেন প্রত্যেক মানুষের সার্বক্ষণিক সাথী ও সাক্ষী ফেরেশতা মণ্ডলী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ ‘সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে, তার সঙ্গে থাকবে একজন চালক ও একজন কর্মের সাক্ষী’ *(ক্বাফ ৫০/২১)*।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ বলার পরেই وَشَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ বলাতে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার যথার্থতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ، إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ، (৪-৭)

Contents

ফাররা বলেন, পূর্বের আয়াত সমূহে বর্ণিত শপথের জওয়াব হিসাবে অত্র আয়াতগুলি নাযিল হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক ঘটনার খবর দিয়ে অত্র আয়াতগুলিতে যালেমদের উপরে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গর্তওয়ালারা অভিশপ্ত হয়েছে। যারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে মুমিন নর-নারীদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে এবং এই মর্মান্তিক দৃশ্য বসে বসে উপভোগ করেছে। এখানে قُتِلَ অর্থ لُعِنَ 'অভিশপ্ত হয়েছে'! আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, كل شيئ فى القران قُتِلَ فَهُوَ لُعِنَ 'কুরআনে যেখানেই قُتِلَ এসেছে, সেখানেই তার অর্থ হবে لُعِنَ অর্থাৎ 'অভিশপ্ত হয়েছে' *(কুরতুবী)*। ফাররা বলেন, قتل-এর পূর্বে একটি 'লাম তাকীদ' (لَ) উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَقُتِلَ 'অবশ্যই ধ্বংস হয়েছে গর্তওয়ালারা'। যেমন وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا 'সূর্য ও প্রভাতকালের শপথ'-এর পর একে একে ৭টি শপথ শেষে আল্লাহ বলছেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا 'যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করেছে, সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে' *(শাম্স ৯১/৯)*।

الْأُخْدُوْدِ অর্থ ভূগর্ভের বড় গর্ত। এর উৎপত্তি خَدٌّ থেকে, যার অর্থ মুখগহ্বর। এখানে অগ্নিগহ্বর বুঝানো হয়েছে।

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ، পূর্বের الاخدود হ'তে بدل الاشتمال হয়েছে। অর্থাৎ বহু ইন্ধনযুক্ত আগুনের গর্ত। 'গর্তওয়ালারা অভিশপ্ত হয়েছে' বলে তাদের পরকালীন ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। ইহকালে গর্তওয়ালা যালেমরা জিতে গেলেও মানবতার কাছে ওরা চিরদিনের জন্য পরাজিত হয়েছে এবং ইতিহাসে ঘৃণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে নিহত ঈমানদার নর-নারীগণ চিরকালের জন্য বরণীয় ও সম্মানিত হয়েছেন।

শানে নুযূল : ইমাম আহমাদ, মুসলিম (হা/৩০০৫); তিরমিযী (হা/৩৫৭৮ অনুচ্ছেদ ৭৬) প্রমুখ হযরত ছোহায়েব রূমী (রাঃ) প্রমুখাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে এ বিষয়ে যে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন সংক্ষেপে তা এই যে,

প্রাক-ইসলামী যুগের জনৈক বাদশাহ্র একজন জাদুকর ছিল। জাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য একজন বালককে তার নিকটে জাদু বিদ্যা শেখার জন্য নিযুক্ত করা হয়। বালকটির নাম আব্দুল্লাহ বিন ছামের (عبد الله بن الثامر)। যাতায়াতের পথে একটি গীর্জায় একজন পাদ্রী ছিল। বালকটি দৈনিক তার কাছে বসতো। পাদ্রীর বক্তব্য শুনে সে মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু সে তা চেপে রাখে। একদিন দেখা গেল বড় একটি হিংস্র জন্তু (সিংহ) রাস্তা আটকে দিয়েছে। লোক ভয়ে আগাতে পারছে না। বালকটি মনে মনে বলল, আজ আমি দেখব, পাদ্রীর দাওয়াত সত্য, না জাদুকরের দাওয়াত সত্য। সে একটি পাথরের টুকরা হাতে নিয়ে বলল,

اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضى الناس،

'হে আল্লাহ! যদি পাদ্রীর দাওয়াত তোমার নিকটে জাদুকরের বক্তব্যের চাইতে অধিক পসন্দনীয় হয়, তাহ'লে এই জন্তুটাকে তুমি মেরে ফেল, যাতে লোকেরা যাতায়াত করতে পারে'। অতঃপর সে পাথরটি নিক্ষেপ করল এবং জন্তুটি সাথে সাথে মারা পড়ল। এ খবর পাদ্রীর কানে পৌঁছে গেল। তিনি বালকটিকে ডেকে বললেন, يا بنى أنت افضل منى وإنك ستُبتلَى فإن ابُتليتَ فلا تدلَّ علَيَّ 'হে বৎস! তুমি আমার চাইতে উত্তম। তুমি অবশ্যই সত্ত্বর পরীক্ষায় পড়বে। যদি পড়ো, তবে আমার কথা বলো না'। বালকটির কারামত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তার মাধ্যমে অন্ধ ব্যক্তি চোখ ফিরে পেত। কুষ্ঠরোগী সুস্থ হ'ত এবং অন্যান্য বহু রোগ ভাল হয়ে যেত। ঘটনাক্রমে বাদশাহ্র এক সভাসদ ঐ সময় অন্ধ হয়ে যান। তিনি বহুমূল্য উপঢৌকনাদি নিয়ে বালকটির নিকটে আগমন করেন। বালকটি তাকে বলে, ما أنا أشفي أحدا إنما يشفي الله فإن أنت آمنتَ بالله دعوتُ الله فشفاك– 'আমি কাউকে রোগমুক্ত করি না। এটা কেবল আল্লাহ করেন। এক্ষণে যদি আপনি আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করব। অতঃপর তিনিই আপনাকে সুস্থ করবেন'। মন্ত্রী ঈমান আনলেন। বালক দো'আ করল। তিনি চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন। পরে রাজদরবারে গেলে বাদশাহ্র প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, আমার পালনকর্তা আমাকে সুস্থ করেছেন। বাদশাহ বললেন, তাহ'লে আমি কে? মন্ত্রী বললেন, لا بل ربي وربك الله 'না। বরং আমার ও আপনার পালনকর্তা হ'লেন আল্লাহ'। তখন বাদশাহ্র হুকুমে তার উপরে নির্যাতন শুরু হয়ে গেল। এক পর্যায়ে তিনি উক্ত বালকের নাম বলে দেন। তখন বালককে ধরে এনে একই প্রশ্নের একই জবাব পেয়ে তার উপরেও চালানো হয় কঠোর নির্যাতন। ফলে এক পর্যায়ে সে পাদ্রীর কথা বলে দেয়। তখন বৃদ্ধ পাদ্রীকে ধরে আনলে তিনিও একই জওয়াব দেন। বাদশাহ তাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে বললে তারা অস্বীকার করেন। তখন পাদ্রী ও মন্ত্রীকে জীবন্ত করাতে চিরে তাদের মাথাসহ দেহকে দু'ভাগ করে ফেলা হয়। এরপর বালকটিকে পাহাড়ের চূড়া

থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু তাতে বাদশাহ্র হুকুম বরদাররাই মারা পড়ে। অতঃপর তাকে নদীর মধ্যে নিয়ে নৌকা থেকে ফেলে দিয়ে পানিতে ডুবিয়ে মারার হুকুম দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানেও বালক বেঁচে যায় ও বাদশাহ্র লোকেরা ডুবে মরে। দু'বারেই বালকটি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেছিল, اللهم اكفنيهم بما شئت 'হে আল্লাহ এদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন যেভাবে আপনি চান'। পরে বালকটি বাদশাহকে বলে, আপনি আমাকে কখনোই মারতে পারবেন না, যতক্ষণ না আপনি আমার কথা শুনবেন'। বাদশাহ বললেন, কি সে কথা? বালকটি বলল, 'আপনি সমস্ত লোককে একটি ময়দানে জমা করুন। অতঃপর একটা তীর নিয়ে আমার দিকে নিক্ষেপ করার সময় বলুন, بسم الله رب الغلام 'বালকটির পালনকর্তা আল্লাহ্র নামে'। বাদশাহ তাই করলেন এবং বালকটি মারা গেল। তখন উপস্থিত হাযার হাযার মানুষ সমস্বরে বলে উঠলো آمنا برب الغلام 'আমরা বালকটির প্রভুর উপরে ঈমান আনলাম'।

তখন বাদশাহ বড় বড় গর্ত খুঁড়ে বিশাল বিশাল অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে সবাইকে হত্যা করেন। নিক্ষেপের আগে প্রত্যেককে ধর্মত্যাগের বিনিময়ে মুক্তির কথা বলা হয়। কিন্তু কেউ তা মানেনি। শেষদিকে একজন মহিলা তার শিশু সন্তান কোলে নিয়ে ইতস্ততঃ করছিলেন। হঠাৎ কোলের অবোধ শিশুটি বলে ওঠে اصبري يا أماه فإنكِ على الحق 'শক্ত হও হে মা! কেননা তুমি সত্যের উপরে আছো'। তখন বাদশাহ্র লোকেরা মা ও ছেলেকে একসাথে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী ঐদিন ৭০ হাযার মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।

গর্তওয়ালা কারা?

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী গর্তওয়ালা ঐ ব্যক্তি ছিলেন ইয়ামনের ইহুদী বাদশাহ ইউসুফ যুনাওয়াস আল-হিমইয়ারী। তিনি জানতে পারেন যে, নাজরানের পৌত্তলিক অধিবাসীরা সব তাওহীদবাদী খৃষ্টান হয়ে গেছে জনৈক বালক আব্দুল্লাহ ইবনুছ ছামিরের ইবাদত গুযারী ও কারামতে মুগ্ধ হয়ে। তখন সম্রাট নাজরানবাসীকে এখতিয়ার দিলেন, হয় তারা শিরকপন্থী ইহুদী হবে, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে। এতে নাজরানবাসী মৃত্যুকে বরণ করল। কিন্তু ঈমান ছাড়তে রাযী হ'ল না। তখন তাদেরকে বহু অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। কেবল একজন মাত্র ব্যক্তি দাওস যু ছা'লাবান (دوس ذو ثعلبان) কোনক্রমে পালিয়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী শামের রোম সম্রাট ক্বায়ছারকে খবর দেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ হাবশার শাসক নাজ্জাশীকে নির্দেশনামা পাঠান। নাজ্জাশী তখন আরিয়াত্ব ও আবরাহা নামক দুই সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। তারা সসৈন্যে গিয়ে ইয়ামনকে ইহুদী দুঃশাসন থেকে মুক্ত করেন। যা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকে। অত্যাচারী সম্রাট ইউসুফ যুনাওয়াস পালিয়ে গিয়ে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরে। উল্লেখ্য যে, তখন থেকে নাজরানে ঈসায়ী ধর্ম শিকড় গাড়ে। যা শেষনবীর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় এবং তারা পরে সবাই ইসলাম কবুল করে ধন্য হন।

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. (৮-৯) 'তারা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিল কেবল এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল মহা পরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিত আল্লাহ্র উপরে'। 'যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা। বস্তুত: আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন।' অর্থাৎ উক্ত অত্যাচারিত মানুষগুলির একমাত্র অপরাধ ছিল আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা। আর একারণেই তাদের উপরে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল। যদি তারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা বাপ-দাদার শিরকী ধর্মের উপরে টিকে থাকত এবং আল্লাহ্র উপরে ঈমান না আনতো, তাহ'লে তাদের উপরে এই যুলুম নেমে আসতো না।

এখানে আল্লাহ স্বীয় ছিফাত হিসাবে 'আযীয' ও 'হামীদ' এনেছেন। অতঃপর বলেছেন, যার হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা এবং যিনি সবকিছু দেখছেন'। একথাগুলির মধ্যে যালেমদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। বরং প্রকাশ্যেই বলে দেয়া হয়েছে যে, অত্যাচারী যতবড় শক্তিশালী হৌক না কেন তার অত্যাচার প্রতিরোধে তিনি 'আযীয' বা মহাপরাক্রান্ত। আর মযলূমের পক্ষে যালেমদের বদলা নেয়ার জন্য তিনি 'হামীদ' বা প্রশংসিত। আসমান ও যমীনের বাইরে পালাবার কোন ক্ষমতা যালেমদের নেই। আর এসবের উপরেই রয়েছে আল্লাহ্র একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিরংকুশ মালিকানা।

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ অর্থ عالم بأعمال خلقه لا تخفى عليه خافية 'তিনি তার সৃষ্ট জীবের কর্মসমূহ জানেন। তাকে লুকিয়ে কোন কিছুই করা সম্ভব নয়।' এর দ্বারা যালেম ও মযলূম উভয়কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। যালেম যেন যুলুম না করে এবং মযলূম যেন ধৈর্য হারিয়ে কুফরী না করে। বরং যালেমদের জানা উচিত যে, তাদের এই যুলুম হ'ল উম্মতের জাগৃতির সোপান।

(১০) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ– ‘নিশ্চয়ই যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের নির্যাতন করেছে, অতঃপর তারা তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং রয়েছে তীব্র দহন জ্বালা।’ অর্থাৎ গর্তওয়ালা কাফেররা যেসব নারী-পুরুষকে ঈমান আনার কারণে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। অথবা মক্কাবাসীরা শেষনবী ও তাঁর সাথীদের উপরে যে যুলুম করেছে এবং যুগে যুগে যালেমরা ঈমানদারগণের উপরে যে নির্যাতন করে থাকে, অথচ এরপরেও তারা তওবা করেনি, তাদের জন্য জাহান্নামে দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে। এক তো কুফরীর শাস্তি। দ্বিতীয় ঈমানদারগণকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ও নির্যাতন করার শাস্তি। জাহান্নামে এই দ্বিগুণ শাস্তি কিভাবে দেওয়া হবে, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন। তবে আমরা যেমন তিনশ’ পাওয়ারের হিটার ব্যবহার করি, আবার হাযার পাওয়ারের হিটার ব্যবহার করি থাকি। অনুরূপভাবে জাহান্নামের হিটারের সুইচ যার হাতে, তিনি কিভাবে কাকে সেখানে শাস্তি দিবেন, কত মাত্রায় দিবেন, সেটা তিনিই ভাল জানেন। হাসান বাছরী বলেন, انظروا الى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة– ‘আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণা দেখ! তার বন্ধু ঈমানদারগণকে যারা অন্যায়ভাবে হত্যা করল, তিনি তাদেরকেও তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানাচ্ছেন’ *(ইবনু কাছীর)*। অর্থাৎ তারা যদি তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহ’লে তিনি ঐ দুরাচার কাফেরদের ক্ষমা করে দেবেন। নইলে জাহান্নামে কঠিন শাস্তি দিবেন।

অত্র আয়াতে মুমিনদের ফিৎনায় নিক্ষেপকারী ও যুগে যুগে নির্যাতনকারী যালেমদের প্রতি যেমন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। তেমনি তাদেরকে যুলুম থেকে তওবা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এক গভীর দূরদৃষ্টি। কেননা যালেমরা যদি একবার ভেবে নেয় যে, তাদের পাপের কোন ক্ষমা নেই, তাহ’লে তারা যিদ বশে অধিক পাপকাজে উৎসাহী হবে। আর যদি মনে করে যে, তওবা করলে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন, তাহ’লে তারা দ্রুত অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে এবং তাদের জীবনের মোড় পবিবর্তন হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ‘হে রাসূল আপনি বলে দিন যে, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের নফসের উপরে যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গোনাহ মাফ করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়’ *(যুমার ৩৯/৫৩)*।

১০ম আয়াতে বর্ণিত জাহান্নামের আযাব ও দহন জ্বালার আযাবের অর্থ এটাও হতে পারে যে, যালেমদের আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে দু’জায়গাতেই হবে এবং সাধারণত: সেটাই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ‘আমরা অবশ্যই তাদেরকে বড় শাস্তির পূর্বে লঘু শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে’ *(সাজদাহ ৩২/২১)*। নি:সন্দেহে যালেমদের এই শাস্তি দুনিয়াতেই হবে। নইলে আখেরাতে তো আর তওবা করে ফিরে আসার সুযোগ নেই। আদ, ছামূদ, ফেরাঊন, আবু জাহল, আবু লাহাব সহ বিগতযুগের ও বর্তমান যুগের কোন যালেমই আল্লাহ্‌র এই শাস্তি থেকে রেহাই পায়নি, পাবেও না। বলা চলে যে, এটা আল্লাহ্‌র এক সাধারণ নীতি। এছাড়া আখেরাতের কঠিন শাস্তি তো আছেই। যা দুনিয়াবী শাস্তির তুলনায় হাযার গুণ বেশী। যেমন আল্লাহ বলেন, لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِن وَّاقٍ ‘দুনিয়ার জীবনে এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অবশ্যই আখেরাতের আযাব এর চাইতে কঠোরতম। আল্লাহ্‌র কবল থেকে তাদের রক্ষাকারী কেউ নেই’ *(রা’দ ১৩/৩৪)*।

শিক্ষণীয় বিষয়:

আছহাবুল উখদূদের কাহিনী বর্ণনা করে আল্লাহ পাক মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। যাহহাকের বর্ণনা মতে রাসূলের আবির্ভাবের মাত্র চল্লিশ বছর পূর্বে অর্থাৎ তাঁর জন্মবর্ষে ইয়ামনের বুকে ঘটে যাওয়া *(কুরতুবী ১৯/২৫৪)* এই মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক ঘটনা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ছাহাবা ও পরবর্তী উম্মতকে সাবধান করেছেন যেন তারা দুনিয়াবী লাভের চিন্তা করে কোন শাসন-নির্যাতনের মুখে ইসলাম থেকে বিচ্যুত না হয় এবং আখেরাত যেন হাতছাড়া না করে।

উক্ত ঘটনায় দেখা গেছে যে, ঐ বৃদ্ধ পাদ্রী ও মন্ত্রীকে মাথায় করাত দিয়ে জীবন্ত চিরে দু’ভাগ করে ফেলা হয়েছে। তথাপি তারা ঈমান ত্যাগ করেননি। ছোট্ট বালকটির ঈমান ও ধৈর্য আরও বিস্ময়কর। সে বাদশাহকে নিজের মৃত্যুর পদ্ধতি বলে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, মৃত্যু বরণের চেয়ে সত্যকে রক্ষা করা তার নিকটে অনেক বেশী মূল্যবান। বস্তুতঃ বালকটির এই সত্যনিষ্ঠা ও হাসিমুখে মৃত্যুবরণের দৃশ্য হাযার হাযার মানুষের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে এবং তারা সবাই সাথে সাথে মুসলমান হয়ে যায়। পরবর্তীতে তারাও ঈমানের বিনিময়ে হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন

Contents

করতে পিছপা হয়নি। একেই বলে 'জীবনের চেয়ে দীপ্ত মৃত্যু তখনি জানি, শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে যিন্দেগানি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ رواه الترمذي وله شواهد– 'শ্রেষ্ঠ জিহাদ হ'ল যালেম শাসকের সম্মুখে হক কথা বলা'।[১] তিনি আরও বলেন, لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ رواه الطبراني وله شواهد– 'তুমি শিরক করো না। যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়'।[২]

বালকটিকে হত্যার পরপরেই তার অনুসারী হাযার হাযার নারী-পুরুষকে শিরক বর্জন করে তাওহীদকে বরণ করার অপরাধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। রাসূলের যুগে খুবায়েব, আছেম, ইয়াসির-পরিবার, বীরে মা'উনার অসহায় শহীদ উনসত্তর জন্য ছাহাবী কি এর অন্যতম উদাহরণ নয়? যুগে যুগে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এরূপ অত্যাচার-নির্যাতন মুমিন নর-নারীর উপরে হ'তে থাকবে। এরপরেও ইসলাম যিন্দা থাকবে। বরং তা একদিন ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি মাটির ঘরে ও ঝুপড়ি ঘরে প্রবেশ করবে বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।[৩] ইসলামের বিজয় ও অগ্রযাত্রাকে রোখার ক্ষমতা যালেমদের হবে না। অতএব আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী গভীর ধৈর্য, দৃঢ় মনোবল ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে যথাযোগ্য প্রস্তুতি সহ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে *(আনফাল ৮/৬০)*।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত ইহুদী অত্যাচারী শাসক ইউসুফ যুনাওয়াসের ধ্বংসের পর ক্ষমতায় বসা খৃষ্টান গভর্ণর আবরাহা কা'বা গৃহের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে একই বছরে মক্কা অভিযান করেন এবং তিনিও আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে যান *(সূরা ফীল)*। অত্যাচারী ইহুদী শাসক ইউসুফ যুনাওয়াস এবং ক্ষমতাগর্বী খৃষ্টান শাসক আবরাহা উভয়ের ধ্বংসের ঘটনা একই বছরের। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মবর্ষের। দু'টি অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায় স্রেফ তাওহীদ ও শিরকের সংঘাতের কারণে। দু'টি ঘটনাতেই তাওহীদের বিজয় হয়। মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় এরূপ ঘটনাবলীকে 'ইরহাছাত' (من باب الارهاص)-এর অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়। যা ভবিষ্যৎ নবী আগমনের এবং ইসলামী বিজয়ের ভিত্তি ও নিদর্শন স্বরূপ ছিল। মানুষের সসীম জ্ঞান যা বুঝতে সর্বদা অক্ষম।

১. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭০৫ 'নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা' অধ্যায়; ছহীহুল জামে' হা/১১০০।*
২. *ত্বাবারাণী হা/১৫৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৩৯।*
৩. *আহমাদ, মিশকাত হা/৪২।*

Contents

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(১২তম কিস্তি)

সুলায়মান মানছূরপুরী প্রদত্ত সার-সংক্ষেপ:

হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর দ্বিতীয়া স্ত্রী রাহীল-এর প্রথম পুত্র ছিলেন ইউসুফ। যা হিব্রু শব্দ। আরবীতে যার অর্থ 'অধিক' (مزيد)। কেননা তাঁর জন্মের পর তাঁর মা বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে আরও সন্তান দাও!

১৭ বছর বয়সে তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়। তিন দিন তিনি কূয়ায় ছিলেন। ৬ বছর 'আযীযে মিছরের' গৃহে ছিলেন। ৭ বছর কারাগারে ছিলেন। ৩০ বছর বয়সে মিসরের একচ্ছত্র অধিপতি হন। ৪০ বছর বয়সে পিতা ইয়াকূবের সাথে ২৩ বছর বিচ্ছেদের পর মিসরে সাক্ষাত হয়। ইউসুফ (আঃ) তাঁকে তাঁর পরিবারবর্গসহ মিসরে আমন্ত্রণ জানান। মিসরে হিজরতকালে ইয়াকূব (আঃ)-এর বয়স ছিল ১৩০ বছর। ১৭ বছর মিসরে বসবাসের পর তিনি সেখানে ১৪৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইউসুফ (আঃ) স্বীয় পিতার লাশ রাজকীয় মর্যাদায় কেন'আন নিয়ে আসেন এবং ইবরাহীম ও ইসহাক্ব (আঃ)-এর পাশে দাফন করেন। এ ঘটনা ছিল খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক ১৬৮৬ বছর পূর্বেকার।

ইউসুফ (আঃ) সর্বমোট ৮০ বছর রাজত্ব করার পর ১১০ বছর বয়সে মিসরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল মিসরের 'ঊন' (اون) শহরের জনৈক ধর্মবেত্তা ও ভবিষ্যদ্বক্তা (كاهن)-র কন্যা 'আসনাথ' (آسناثـــ)-এর সাথে। উক্ত স্ত্রীর গর্ভে তাঁর দু'জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন মানসা (منسى) ও ফারাহিম (فراهم)।[১]

ঐতিহাসিক মানছূরপুরী বলেন, ইউসুফ (আঃ)-এর অবস্থার সাথে আমাদের নবী (ছাঃ)-এর অবস্থার পুরোপুরি মিল ছিল। দু'জনেই সৌন্দর্য ও পূর্ণতার অধিকারী ছিলেন। দু'জনকেই নানাবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়েছে। দু'জনের মধ্যে ক্ষমা ও দয়াগুণের প্রাচুর্য ছিল। দু'জনেই স্ব স্ব অত্যাচারী ভাইদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেছিলেন, لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই'। দু'জনেই আদেশ দানের ও শাসন ক্ষমতার মালিক ছিলেন এবং পূর্ণ কামিয়াবী ও প্রতিপত্তি থাকা অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছেন'।[২]

আমাদের বক্তব্য এই যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে সকল বক্তব্যের উৎস হ'ল ইস্রাঈলী বর্ণনা সমূহ। এটাও জানা আবশ্যক যে, ইহুদীরা ছিল আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকারকারী, অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যাকারী, আল্লাহ্র কিতাবসমূহকে বিকৃতকারী ও তার মাধ্যমে দুনিয়া উপার্জনকারী এবং নবীগণের চরিত্র হননকারী। বিশেষ করে ইউসুফ, দাঊদ, সুলায়মান, ঈসা ও তাঁর মায়ের উপরে যে ধরনের জঘন্য অপবাদ সমূহ তারা রটনা করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। অতএব ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে তাদের বর্ণিত অভব্য ও আপত্তিকর বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

সংশয় নিরসন:

সূরা ইউসুফের কতগুলি আয়াতের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমরা এখানে সেগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরব এবং গৃহীত ব্যাখ্যাটি পেশ করব।-

(১) আয়াত সংখ্যা ৪ : (أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً) 'এগারোটি নক্ষত্র'। জনৈক ইহুদীর প্রশ্নের উত্তরে রাসূলের বরাত দিয়ে উক্ত ১১টি নক্ষত্রের নাম সহ হাদীছ বলা হয়েছে। যাদেরকে ইউসুফ আকাশে তাকে সিজদা করতে দেখেন। অথচ হাদীছটি ভিত্তিহীন।

এখানে গৃহীত ব্যাখ্যা হ'ল, ইউসুফের বাকী ১১ ভাই হ'লেন ১১টি নক্ষত্র এবং তাঁর পিতা-মাতা হ'লেন সূর্য ও চন্দ্র, যারা একত্রে ইউসুফকে সম্মানের সিজদা করেন। যা বর্ণিত হয়েছে সূরা ইউসুফ ১০০ নম্বর আয়াতে।

(২) আয়াত সংখ্যা ৬ : (وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ) 'এবং তোমাকে বাণী সমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন'। এখানে একদল বিদ্বান বলেছেন, 'বাণী সমূহের নিগুঢ় তত্ত্ব' অর্থ আল্লাহ্র কিতাব ও নবীগণের সুন্নাত সমূহের অর্থ উপলব্ধি করা। এখানে গৃহীত ব্যাখ্যা হ'ল : স্বপ্ন ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা, যা বিশেষভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্র বাণী সমূহ, যা তাঁর কিতাব সমূহে এবং নবীগণের সুন্নাত সমূহে বিধৃত হয়েছে, সেসবের ব্যাখ্যাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে।

(৩) আয়াত সংখ্যা ৮ : (إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ) 'নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন'। ইউসুফের বিমাতা দশ ভাই তাদের পিতা হযরত ইয়াকূব (আঃ)-কে একথা বলেছিল শিশুপুত্র ইউসুফ ও তার ছোট

১. *সুলায়মান মানছূরপুরী, রহমাতুল লিল আলামীন (উর্দূ; দিল্লী, ১৪৯১/১৯৮০) ৩/১০৭ পৃঃ।*

২. *ঐ, ৩/১৩৩ পৃঃ।*

ভাই বেনিয়ামীনের প্রতি তাঁর স্নেহাধিক্যের অভিযোগ এনে। একই কথা তাঁকে পরিবারের অন্যেরা কিংবা প্রতিবেশীরাও বলেছিল, যখন ইউসুফের সাথে সাক্ষাতের পর তার ব্যবহৃত জামা নিয়ে ভাইদের কাফেলা কেন'আনের উদ্দেশ্যে মিসর ত্যাগ করছিল। পিতা ইয়াকূব তখন বলেছিলেন, إِنِّي لَأَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ 'আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি' *(ইউসুফ ৯৪)*। জবাবে লোকেরা বলেছিল, تَاللهِ إِنَّكَ لَفِيْ ضَلاَلِكَ الْقَدِيْمِ 'আল্লাহ্র কসম! আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্তিতেই পড়ে আছেন' *(ইউসুফ ৯৫)*।

এখানে 'ভ্রান্তি' (ضلل) অর্থ 'প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে না জানা'। যেমন শেষনবী (ছাঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى 'তিনি তোমাকে পেয়েছিলেন পথহারা। অতঃপর তিনি পথ দেখিয়েছেন' *(আয-যোহা ৭)*। অতএব গৃহীত ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, এখানে ضلال বা ভ্রান্তি কথাটি আভিধানিক অর্থে এসেছে পারিভাষিক অর্থে নয়। কেননা পারিভাষিক অর্থে ضلال বা ভ্রষ্টতার অর্থ ضلال في الدين 'ধর্মচ্যুত হওয়া'। নবীপুত্র হিসাবে ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের পিতা নবী ইয়াকূবকে নিশ্চয়ই ধর্মচ্যুত কাফের বলেনি।

৩. আয়াত সংখ্যা ১৫ : (فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَّجْعَلُوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَـذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ) 'অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে যাত্রা করল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হ'ল, তখন আমরা তাকে অহী (ইলহাম) করলাম যে, (এমন একটা দিন আসবে, যখন) অবশ্যই তুমি তাদেরকে তাদের এ কুকর্মের কথা অবহিত করবে। অথচ তারা তোমাকে চিনতে পারবে না'।

এখানে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন 'যখন তারা তাকে নিয়ে যাত্রা করল'-এর لَمَّا অর্থাৎ 'যখন'-এর জওয়াব নিয়ে। অর্থাৎ কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে না পরে এই ইলহাম হয়েছিল। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর ভাইয়েরা যখন রক্ত মাখা জামা নিয়ে পিতার নিকটে এসে কৈফিয়ত পেশ করে *(ইউসুফ ১৭)*, তখন ইউসুফকে সান্ত্বনা দিয়ে এ ইলহাম করা হয়।

এক্ষেত্রে গৃহীত ব্যাখ্যা হ'ল: (وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ)-এর واو এসেছে (لَمَّا)-এর জওয়াব হিসাবে এবং তা বাক্যে صلة হয়েছে। ফলে ব্যাখ্যা দাঁড়াবে এই যে, কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই এ ইলহাম করা হয়েছিল। আর এটি বাস্তবায়িত হয়েছিল বহু বৎসর পরে যখন ইউসুফের সঙ্গে তার ভাইদের সাক্ষাৎ হয়। অথচ তারা তাঁকে চিনতে পারেনি *(ইউসুফ ৫৮)*। ইউসুফ তার ভাইদের সেদিন বলেছিলেন, 'তোমাদের কি জানা আছে যা তোমরা করেছিলে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে? যখন তোমরা (পরিণাম সম্পর্কে) অজ্ঞ ছিলে'? 'তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? তিনি বললেন, আমিই ইউসুফ, আর এ হ'ল আমার (সহোদর) ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন... *(ইউসুফ ৮৯-৯০)*।

৪. আয়াত সংখ্যা ২৪ : (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ) 'উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল। আর সেও তার প্রতি কল্পনা করত, যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত..'।

এখানে প্রথম প্রশ্ন হ'লঃ ইউসুফ উক্ত মহিলার প্রতি কোনরূপ অন্যায় কল্পনা করেছিলেন কি-না। দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, তিনি যে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে 'প্রমাণ' (برهان) অবলোকন করেছিলেন সেটা কি?

প্রথম প্রশ্নের জওয়াব হ'ল দ্বিবিধ: (১) অনিচ্ছাকৃতভাবে কল্পনা এসে থাকতে পারে। যা বেগানা নারী-পুরুষের মধ্যে হ'তে পারে। কিন্তু বুদ্বুদের ন্যায় উবে যাওয়া চকিতের এই কল্পনা কোন পাপের কারণ নয়। কেননা তিনি নিজেকে সংযত রেখেছিলেন এবং ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ নবী হিসাবে যেটা তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিল। আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى– 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর সত্তাকে ভয় করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বিরত রাখে', 'নিশ্চয়ই জান্নাত তার ঠিকানা হবে' *(নাযে'আত ৪০-৪১)*। মুনাফিকদের কুপরামর্শে ওহোদের যুদ্ধ থেকে বনু হারেছাহ ও বনু সালামাহ পালিয়ে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু পালায়নি। যে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ 'যখন তোমাদের দু'টি দল সাহস হারাবার উপক্রম করেছিল, অথচ আল্লাহ তাদের অভিভাবক ছিলেন, আর আল্লাহ্র উপরেই বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিত' *(আলে ইমরান ১২২)*।

এখানে একই هَمَّتْ (কল্পনা করছিল) ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন এবং নিজেকে তাদের অভিভাবক বলে বরং তাদের প্রশংসা করেছেন। উল্লেখ্য যে, هَمٌّ বা কল্পনা দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক- هم

ثابت বা দৃঢ় কল্পনা, যা আযীয-পত্নী করেছিল ইউসুফের প্রতি। দুই- هم عارض অনিচ্ছাকৃত কল্পনা, যাতে কোন দৃঢ় সংকল্প থাকে না। ইউসুফের মধ্যে যদি এটা এসে থাকে বলে মনে করা হয়, তবে তাতে তিনি দোষী হবেন না। কেননা তিনি ঐ কল্পনার কথা মুখে বলেননি বা কাজে করেননি। বরং তার বিরুদ্ধে বলেছেন ও করেছেন।

দ্বিতীয় জওয়াব হ'ল এই যে, ইউসুফের মনে আদৌ কোন অন্যায় কল্পনা আসেনি। প্রমাণ মওজুদ থাকার কারণে এটা তাঁর চরিত্রে নিষিদ্ধ ছিল। মুফাসসির আবু হাইয়ান স্বীয় তাফসীর 'বাহরুল মুহীতে' একথা বলেন। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় আয়াতটির বর্ণনা হবে, لولا أن رَّآ برهان ربه لهَمَّ بِها 'যদি তিনি তার পালনকর্তার প্রমাণ না দেখতেন, তাহ'লে তার (অর্থাৎ উক্ত মহিলার) ব্যাপারে কল্পনা করতেন'। আলোচ্য আয়াতে لولا (যদি) শর্তের জওয়াব আগেই উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ বলা হয়েছে وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ أَنْ رَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ 'আর সেও তার প্রতি কল্পনা করত, যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত'।

আরবী সাহিত্যে ও কুরআনে এ ধরনের বাক্যের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন জান্নাতীগণ বলবেন, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ 'আমরা কখনো সুপথ পেতাম না, যদি না আল্লাহ আমাদের পথ প্রদর্শন করতেন' *(আ'রাফ ৪৩)*। অর্থাৎ لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي 'যদি আল্লাহ আমাদের হেদায়াত না করতেন, তাহ'লে আমরা হেদায়াত পেতাম না'।

ইউসুফের নিষ্পাপত্বঃ

ইউসুফ যে এ ব্যাপারে শতভাগ নিষ্পাপ ছিলেন, সে বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি দ্রষ্টব্য:

(১) ইউসুফ দৃঢ়ভাবে নিজের নির্দোষিতা ঘোষণা করেন। যেমন গৃহস্বামীর কাছে তিনি বলেন, هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي 'উক্ত মহিলাই আমাকে প্ররোচিত করেছিল' *(ইউসুফ ২৬)*। তার আগে তিনি মহিলার কুপ্রস্তাবের জওয়াবে বলেছিলেন, مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ 'আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন! তিনি (অর্থাৎ গৃহস্বামী) আমার মনিব। তিনি আমার উত্তম বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারীগণ সফলকাম হয় না' *(ইউসুফ ২৩)*। নগরীর মহিলাদের সমাবেশে গৃহকর্ত্রী যখন ইউসুফকে তার কুপ্রস্তাবে রাযী না হ'লে জেলে পাঠানোর হুমকি দেন, তখন ইউসুফ তার জওয়াবে বলেছিলেন, رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ 'হে আমার পালনকর্তা! এরা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তার চাইতে কারাগারই আমার নিকটে অধিক পসন্দনীয়' *(ইউসুফ ৩৩)*। এখানে তিনি তাদের চক্রান্ত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় ভিক্ষা করেন।

(২) উক্ত মহিলা নিজেই ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষী দেন। যেমন নগরীর মহিলাদের সমাবেশে তিনি বলেন, وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ 'আমি তাকে প্ররোচিত করেছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছিল' *(ইউসুফ ৩২)*। পরবর্তীতে যখন ঘটনা পরিষ্কার হয়ে যায়, তখনও উক্ত মহিলা বলেন, الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ 'এখন সত্য প্রকাশিত হ'ল। আমিই তাকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে ছিল সত্যবাদী' *(ইউসুফ ৫১)*।

(৩) তদন্তকালে নগরীর সকল মহিলা ইউসুফ সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দেন। তারা বলেন, حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ 'আল্লাহ পবিত্র। আমরা ইউসুফ সম্পর্কে মন্দ কিছুই জানি না' *(ইউসুফ ৫১)*।

(৪) গৃহকর্তা আযীযে মিছর তার নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ '(হে স্ত্রী!) এটা তোমাদের ছলনা মাত্র। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক' *(ইউসুফ ২৮)*। 'ইউসুফ! এ প্রসঙ্গ ছাড়। আর হে মহিলা! এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চিতভাবে তুমিই পাপাচারিনী' *(ঐ, ২৯)*।

(৫) গৃহকর্তার উপদেষ্টা ও সাক্ষী একইভাবে সাক্ষ্য দেন ও বলেন, وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ 'যদি ইউসুফের জামা পিছন দিকে ছেঁড়া হয়, তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী' *(ঐ, ২৭)*।

(৬) আল্লাহ স্বয়ং ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ 'এভাবেই এটা এজন্য হয়েছে, যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্যতম' *(ঐ, ২৪)*।

(৭) এমনকি অভিশপ্ত ইবলীসও প্রকারান্তরে ইউসুফের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়েছে। যেমন সে অভিশপ্ত হওয়ার

পর আল্লাহ্কে বলেছিল, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ، إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ– 'আমি অবশ্যই তাদের (বনু আদমের) সবাইকে পথভ্রষ্ট করব'। 'তবে তাদের মধ্য হ'তে তোমার মনোনীত বান্দাগণ ব্যতীত *(হিজর ৩৯-৪০; ছোয়াদ ৮২)*। এখানে একই শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ ইউসুফকে তাঁর 'মনোনীত বান্দাগণের অন্যতম' *(ইউসুফ ২৪)* বলে ঘোষণা করেছেন।

অত্র ২৪ আয়াতে বর্ণিত (السُّوْءَ وَالْفَحْشَاء) 'মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয়সমূহ' অর্থ কি? এ বিষয়ে বিদ্বানগণ বলেন, মুখের বা হাতের দ্বারা স্পর্শ করার পাপ এবং প্রকৃত যেনার পাপ। অর্থাৎ উভয় প্রকার পাপ থেকে আল্লাহ ইউসুফকে ফিরিয়ে নেন।

নিকৃষ্ট মনের অধিকারী ইহুদীরা ও তাদের অনুসারীরা, যারা ইউসুফের চরিত্রে কালিমা লেপন করে নানাবিধ কল্পনার ফানুস উড়িয়ে শত শত পৃষ্ঠা মসীলিপ্ত করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন, 'যেসব মূর্খরা ইউসুফের চরিত্রে কলংক লেপনের চেষ্টা করে, তারা যদি আল্লাহ্র দ্বীনের অনুসারী হবার দাবীদার হয়, তাহ'লে তারা এ ব্যাপারে আল্লাহ্র সাক্ষ্য কবুল করুক। অথবা যদি তারা শয়তানের তাবেদার হয়, তবে ইবলীসের সাক্ষ্য কবুল করুক'। আসল কথা এই যে, ইবলীস এখন এদের শিষ্যে পরিণত হয়েছে।

এক্ষণে আয়াতের গৃহীত ব্যাখ্যা দু'টির সারমর্ম হ'ল (১) আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রমাণ মওজুদ থাকার কারণে ইউসুফের অন্তরে আদৌ বাজে কল্পনার উদয় হয়নি (২) প্রমাণ দেখার কারণে কল্পনার বুদ্বুদ সাথে সাথে মিলে যায় এবং তিনি আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করেন ও দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ ঐ 'বুরহান' বা প্রমাণটি কি ছিল, যা তিনি দেখেছিলেন? এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস, আলী, ইকরিমা, মুজাহিদ, সুদ্দী, সাঈদ ইবনু জুবায়ের, ইবনু সীরীন, ক্বাতাদাহ, হাসান বাছরী, যুহরী, আওযাঈ, কা'ব আল-আহবার, ওহাব বিন মুনাব্বিহ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ বিদ্বান মণ্ডলীর নামে এমন সব উদ্ভট ও নোংরা কাল্পনিক চিত্রসমূহ তাফসীরের কেতাব সমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা পড়তেও ঘৃণাবোধ হয় ও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। শুরু থেকে এ যাবত কালের কোন তাফসীরের কেতাবই সম্ভবতঃ এইসব ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক গল্প থেকে মুক্ত নয়। উক্ত মুফাসসিরগণের তাক্বওয়া ও বিদ্যাবত্তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে বাধ্য হব যে, ইউসুফের প্রতি সুধারণা রাখা সত্ত্বেও তাঁরা প্রাচীন কালের ইহুদী যিন্দীক্বদের বানোয়াট কাহিনী সমূহের কিছু কিছু স্ব স্ব কিতাবে স্থান দিয়ে দুধের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছেন। যা এ যুগের নাস্তিক ও যিন্দীক্বদের জন্য নবীগণের নিষ্পাপত্বের বিরুদ্ধে প্রচারের মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে তা ধর্মভীরু মানুষের ধর্মচ্যুতির কারণ হয়েছে। সাথে সাথে এগুলি কিছু পেট পূজারী কাহিনীকারের রসালো গল্পের খোরাক হয়েছে। যা শুনে মানুষ ক্রমেই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অতএব ঈমানদারগণ সাবধান!!

'বুরহান' কি?

لَوْلاَ أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ 'যদি সে তার পালনকর্তার প্রমাণ না দেখত' এ কথার মধ্যে কোন্ প্রমাণ ইউসুফকে দেখানো হয়েছিল, সেটা বলা হয়নি। তবে কুরআনে মানুষের তিনটি নফসের কথা বলা হয়েছে। (১) নফসে আম্মারাহ। যা মানুষকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে (২) নফসে লাউয়ামাহ। যা মানুষকে ন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও অন্যায় কাজে বাধা দেয় এবং (৩) নফসে মুত্বমাইন্নাহ, যা মানুষকে ন্যায়ের উপর দৃঢ় রাখে, আর তাতে দেহমনে প্রশান্তি আসে। নবীগণের মধ্যে শেষের দু'টি নফস সর্বাধিক জোরালোভাবে কাজ করে। আর নফসে লাউয়ামাহ বা বিবেকের তীব্র কষাঘাতকেই এখানে 'আল্লাহ্র প্রমাণ' হিসাবে বলা হয়ে থাকতে পারে। যেমন হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উদাহরণ বর্ণনা করে তার মাথায় একজন আহ্বানকারীর কথা বলেছেন, যিনি সর্বদা মানুষকে ধমক দেন যখনই সে অন্যায়ের কল্পনা করে। তিনি বলেন, খবরদার! নিষিদ্ধ পর্দা উত্তোলন করো না। করলেই তুমি তাতে প্রবেশ করবে। এই ধমকদানকারীকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) واعظُ الله في قلبِ كلِّ مؤمنٍ 'প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়ে আল্লাহ্র উপদেশদাতা' হিসাবে অভিহিত করেছেন'। =*(রাযীন, আহমাদ, মিশকাত হা/১৯১ সনদ ছহীহ, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। ইউসুফের হৃদয়ে নিশ্চয়ই ঐ ধমকদাতা উপদেশ দানকারী মওজুদ ছিলেন যাকে (بُرْهَانَ رَبِّهِ) বা 'আল্লাহ্র প্রমাণ' বলা হয়েছে।

অতএব এখানে 'বুরহান' বা প্রমাণ বলতে যেনার মত জঘন্য অপকর্মের বিরুদ্ধে বিবেকের তীব্র ধিক্কার বোধকে বুঝানো হয়েছে। যা নবীগণের হৃদয়ে আল্লাহ প্রোথিত রাখেন। ইমাম জাফর ছাদিক বলেন, 'বুরহান' অর্থ নবুঅত, যাকে আল্লাহ নবীগণের হৃদয়ে গ্রথিত রাখেন। যা তার মধ্যে এবং আল্লাহ্র ক্রোধপূর্ণ কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। অতএব 'বুরহান' অর্থ নবুঅতের নিষ্পাপত্ব, যা ইউসুফকে উক্ত পাপ থেকে বিরত রাখে।

৫. আয়াত সংখ্যা ২৬ : (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا) 'আর মহিলার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল'। কিন্তু কে

সেই সাক্ষী? এ নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। যেমন কেউ বলেছেন এটি ছিল দোলনার শিশু, কেউ বলেছেন, মহিলার এক দূরদর্শী চাচাতো ভাই, কেউ বলেছেন, তিনি মানুষ বা জিন ছিলেন না, বরং আল্লাহ্র অন্য এক সৃষ্টি ছিলেন। ছাহাবী ও তাবেঈগণের নামেই উক্ত মতভেদগুলি বর্ণিত হয়েছে। অথচ কুরআন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে যে, 'ঐ ব্যক্তি ছিলেন মহিলার পরিবারের সদস্য' *(ইউসুফ ২৬)*। এটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে, লোকটি ছিলেন নিরপেক্ষ ও অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি এবং তিনি ছিলেন আযীযে মিছরের নিকটতম লোক। নইলে তিনি তার সঙ্গে অন্দরমহলে আসতে পারতেন না।

দুর্ভাগ্য যে, এ প্রসঙ্গে একটি হাদীছও বলা হয়ে থাকে। সেখানে বলা হয়েছে যে, চার জন শিশু দোলনায় থাকতে কথা বলেছে, তার মধ্যে ইউসুফের সাক্ষী একজন। চারজনের মধ্যে তিন জনের বিষয়টি সঠিক। কিন্তু ইউসুফের সাক্ষী কথাটি মিথ্যা। যার কারণে হাদীছটি যঈফ।[৩] ঐ তিন জন হ'লেন, ঈসা (আঃ), ২- জুরায়েজ নামক বনু ইস্রাঈলের জনৈক সৎ ব্যক্তি, যাকে এক দুষ্ট মহিলা যেনার অপবাদ দেয়। পরে তার বাচ্চা স্বয়ং জুরায়েজ-এর নির্দোষিতার সাক্ষ্য দেয় ও প্রকৃত যেনাকারীর নাম বলে দেয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। ৩- শেষনবীর জন্মগ্রহণের প্রায় ৪০ বছর পূর্বে সংঘটিত আছহাবুল উখদূদের ঘটনা, যেখানে এক নাস্তিক যালেম শাসক বহু গর্ত খুঁড়ে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে একদিনে প্রায় বিশ হাযার ঈমানদার নরনারীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। সে সময় একজন মহিলা তার কোলে থাকা দুধের বাচ্চাকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত করায় শিশু পুত্রটি বলে উঠেছিল إصبِرى يااُمَّهْ فإنكِ على الحق 'ছবর কর মা! কেননা তুমি সত্যের উপরে আছ'।[৪] এইসব ছহীহ হাদীছের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউসুফের সাক্ষীর নাম। অথচ কুরআন স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছে যে, সাক্ষী ছিলেন মহিলাটির পরিবারের একজন ব্যক্তি। তাছাড়া আরও বলে দিয়েছে উক্ত ব্যক্তির দূরদর্শিতাপূর্ণ পরামর্শ যে, যদি ইউসুফের জামা পিছন দিকে ছেঁড়া হয়, তাহ'লে সে সত্যবাদী' *(ইউসুফ ২৭)*। তাহ'লে কীভাবে একথা বলা যায় যে, ঐ সাক্ষী ছিল দোলনার শিশু বা আল্লাহ্র অন্য এক সৃষ্টি? যদি তাই হবে, তাহ'লে সেটাই তো যথেষ্ট ছিল। অন্য কোন তদন্তের দরকার ছিল না বা ইউসুফকে হয়ত জেলও খাটতে হ'ত না।

৬. আয়াত সংখ্যা ২৮ : (إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) 'নিশ্চয়ই তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক'। এই আয়াতের সঙ্গে যদি অন্য একটি আয়াত মিলানো হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে, إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفاً 'নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল সর্বদা দুর্বল' *(নিসা ৭৬)*। তাহ'লে ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, মহিলারা শয়তানের চাইতে মারাত্মক। ইমাম কুরতুবী এর পক্ষে একটি মরফূ হাদীছ এনেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, إِنَّ كَيْدَ النِّسَاءِ أَعْظَمُ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ 'নিশ্চয়ই নারীদের ছলনা শয়তানের ছলনার চাইতে বড়'। অথচ হাদীছটি যঈফ ও জাল।[৫] অথচ শয়তানকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন মানুষকে পথভ্রষ্ট করার। আর এটা করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য, কে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আর কে না পড়ে। পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে ভাল ও মন্দ রয়েছে। উভয়ে শয়তানের খপ্পরে পড়তে পারে। কিন্তু কেউই শয়তানের চাইতে বড় নয়। আলোচ্য আয়াতে দুষ্ট নারীদের ছলনার ভয়ংকরতা বুঝানো হয়েছে। যেকথা একটি ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র রাসূলও বলেছেন যে, 'জ্ঞানী পুরুষকে হতবুদ্ধি করার মোক্ষম মাধ্যম হ'ল নারী'। *=(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯ 'ঈমান' অধ্যায়)*। কেননা সাধারণ নীতি এই যে, নারীর প্রতি পুরুষ সহজে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এটা নয় যে, নারীদের ছলনা শয়তানের চাইতে বড়। এ ধরনের ব্যাখ্যা নারী জাতিকে অপমান করার শামিল।

৭. আয়াত সংখ্যা ৪২ : (اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ) 'যে কারাবন্দী সম্পর্কে ইউসুফের ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে সে বলে দিল যে, তুমি তোমার মনিবের কাছে আমার কথা আলোচনা করো। কিন্তু শয়তান তাকে তা ভুলিয়ে দেয় ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়'।

মালেক ইবনে দীনার, হাসান বাছরী, কা'ব আল-আহবার ওহাব বিন মুনাব্বিহ ও অন্যান্য বিদ্বানগণের নামে এখানে বিস্ময়কর সব তাফসীর করা হয়েছে। যেমন আইয়ূব রোগভোগ করেন সাত বছর, ইউসুফ কারাভোগ করেন সাত বছর, বুখতানছর আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি ভোগ করেন সাত বছর' *(কুরতুবী)*। আমরা বুঝতে পারি না আল্লাহ্র নবীগণের সাথে ইহুদী নির্যাতনকারী নিষ্ঠুর রাজা বুখতানছরের তুলনা করার মধ্যে কি সামঞ্জস্য রয়েছে?

---

৩. *আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৪৭৬২, ৪৭৭৫।*
৪. *আহমাদ, সনদ ছহীহ, রাবী ছোহায়েব (রাঃ), সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৮০।*
৫. *মারাসীলু ইবনে আবী হাতেম হা/৪২৯; কুরতুবী, ঐ, ২৮ আয়াত, ৯/১৫০ পৃঃ।*

Contents

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, ইউসুফ যখন কারাবন্দী সাক্ষীকে উক্ত কথা বলেন, তখন তাকে বলা হয়, হে ইউসুফ! তুমি আমাকে ছেড়ে অন্যকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করলে? অতএব শাস্তি স্বরূপ আমি তোমার কারাভোগের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলাম। তখন ইউসুফ কেঁদে উঠে বললেন, হে আমার পালনকর্তা! বিপদ সমূহের বোঝা আমার অন্তরকে ভুলিয়ে দিয়েছে। সেজন্য আমি একটি কথা বলে ফেলেছি। আর কখনো এরূপ বলব না'।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জিবরীল কারাগারে প্রবেশ করলেন এবং ইউসুফকে বললেন, বিশ্বপালক তোমাকে সালাম দিয়েছেন এবং তোমাকে বলেছেন যে, ইউসুফ! তোমার কি লজ্জা হয়নি যে, তুমি আমাকে ছেড়ে মানুষের কাছে সুফারিশ করলে? অতএব আমার সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কসম! অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েক বছর জেলে রাখব। ইউসুফ বললেন, এর পরেও কি তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট আছেন? জিব্রীল বললেন, হ্যাঁ আছেন। তখন ইউসুফ বললেন, তাহ'লে আমি কিছুরই পরোয়া করি না'।

অন্য একজন মুফাসসির বলেছেন, পাঁচ বছর জেল খাটার পরে এই ঘটনা ঘটে। ফলে শাস্তি স্বরূপ তাঁকে আরো সাত বছর জেল খাটতে হয়। এরপর তাঁর মুক্তির অনুমতি হয় এবং বাদশাহ স্বপ্ন দেখেন ও সেই অসীলায় তাঁর মুক্তি হয়'। এভাবে কেউ বলেছেন ১২ বছর, কেউ বলেছেন ১৪ বছর জেল খেটেছেন *(ইবনু কাছীর)*। তবে অধিকাংশের মতে ৭ বছর। আর কুরআনে রয়েছে কেবল بضع سنين যার অর্থ হ'ল কয়েক বছর, যা ৩ থেকে ৯ অথবা ১০ বছরের মধ্যে *(কুরতুবী)*।

মূলতঃ ইহুদী লেখকরা ইউসুফ (আঃ)-এর কারাভোগকে তাঁর অপরাধের শাস্তি হিসাবে প্রমাণ করার জন্য এরূপ গল্প বানিয়েছে। অথচ এটা আদৌ কোন অপরাধ নয়। কেননা ছহীহ হাদীছে এসেছে, 'আল্লাহ মানুষের সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ মানুষ মানুষের সাহায্যে থাকে'।[৬] অতএব অপরাধ হ'ল সেটাই যখন জীবিত ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তি বা কোন বস্তুর কাছে সাহায্য চায়, অথচ তার কোন ক্ষমতা নেই। মুসলিম তাফসীরকারগণও এক্ষেত্রে ধোঁকায় পড়েছেন। এমনকি উক্ত মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে রাসূলের নামে একটি হাদীছও বর্ণিত হয়েছে যে, رحم الله يوسف لو لم يقل الكلمة التي قالها ما لبث في السجن طول ما لبث، حيث يبتغي الفرج من عند غير الله– 'ইউসুফের উপর আল্লাহ রহম করুন! যদি তিনি ঐ কথা না বলতেন যা তিনি কারা সাথীকে বলেছিলেন, তাহ'লে এত দীর্ঘ সময় তাঁকে কারাগারে থাকতে হতো না। কেননা তিনি কারামুক্তির জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাহায্য কামনা করেছিলেন'।[৭] অথচ হাদীছটি মুনকার ও যঈফ এবং অত্যন্ত দুর্বল। যা থেকে কোন দলীল গ্রহণ করা যায় না *(হাশিয়া কুরতুবী; ইবনু কাছীর)*। এর বিপরীত ছহীহ হাদীছে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لولبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي 'ইউসুফ যতদিন জেল খেটেছেন, অতদিন যদি আমি জেল খাটতাম, তাহ'লে আমি বাদশাহ্‌র দূতের ডাকে সাড়া দিতাম'।[৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر 'যদি আমি হ'তাম, তাহ'লে দ্রুত সাড়া দিতাম এবং কোনরূপ ওযর করতাম না'।[৯]

বস্তুতঃ এটি ছিল নবী হিসাবে ইউসুফ (আঃ)-এর পরীক্ষা। আর নবীগণই দুনিয়াতে বেশী পরীক্ষিত হন, যা বহু ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[১০]

৮. আয়াত সংখ্যা ৫২ : (ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ) 'এটা এজন্য যাতে গৃহস্বামী জানতে পারেন যে, আমি তার অগোচরে তার সাথে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি'।

এখানে 'আমি' কে? গৃহকর্ত্রী না ইউসুফ? বড় বড় মুফাসসিরগণ লিখেছেন, ইউসুফ। এজন্য ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নামে একটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, বাদশাহ নগরীর মহিলাদের জমা করে তাদের কাছে ইউসুফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সবাই বলে যে, আমরা তার ব্যাপারে মন্দ কিছু জানি না। তখন আযীয-পত্নী বলেন, এখন সত্য প্রকাশিত হ'ল। আমিই তাকে প্ররোচিত করেছিলাম এবং সে ছিল সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তখন ইউসুফ বলল, এটা এজন্য যাতে গৃহকর্তা জানতে পারেন যে, আমি তার অসাক্ষাতে তার সাথে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি'। তখন জিবরীল ইউসুফকে গুঁতা মেরে বলেন, যখন ঐ নারীর প্রতি তুমি কুচিন্তা করেছিলে তখনও কি নয়? অর্থাৎ তখন কি তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করো নি? জবাবে ইউসুফ বলেন, আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয়ই মানুষের অন্তর মন্দ প্রবণ'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জিবরীল ইউসুফকে বলেন, যখন তুমি পায়জামা খুলেছিলে, তখনও কি বিশ্বাসঘাতকতা করোনি? ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলি যে স্রেফ বাজে কথা, তা যেকোন পাঠকই বুঝতে

৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ 'ইল্‌ম' অধ্যায়।*

৭. *কুরতুবী হা/৩৬৭০-৭১; ইবনু জারীর, ইবনু কাছীর, ত্বাবারাণী, ইবনু হিব্বান প্রভৃতি।*

৮. *বুখারী হা/৩৩৭২, ৩৩৮৭, ৪৬৯৪, ৬৯৯২; মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ।*

৯. *আহমাদ হা/৯২৯৮ রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ), হাদীছ হাসান।*

১০. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৯৯৪-৯৬।*

পারেন। অথচ এগুলি এমন এমন তাফসীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যা সব সময় আমরা মাথায় রাখি।[১১]

বস্তুতঃ ৫০, ৫১, ৫২ ও ৫৩ চারটি আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক বিচার করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ৫২ ও ৫৩ আয়াতের বক্তব্য হ'ল আযীযে মিছরের স্ত্রীর। কেননা ঐ সময় ইউসুফ ছিলেন জেলখানায়। তিনি কিভাবে মহিলাদের ঐ মজলিসে হাযির থাকলেন এবং উক্ত মন্তব্য করলেন? নগরীর মহিলাদের ও আযীয-পত্নীর স্পষ্ট স্বীকৃতির মাধ্যমে সত্য উদঘাটনের পরেই তো ইউসুফের মুক্তির পথ খুলে গেল এবং বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত সহচর করে নেব *(ইউসুফ ৫৪)*। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থকে পাস কাটিয়ে দূরতম অর্থ গ্রহণের পিছনে নবী বিদ্বেষী ইহুদী লেখকদের অপপ্রচারের ফাঁদে পা দেওয়া ছাড়া এগুলি আর কীইবা হ'তে পারে?

প্রাচীনতম মুফাসসির হিসাবে ইবনু জারীর ত্বাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীরে বহু দুর্বল বর্ণনা সমূহ জমা করেছেন, যা নবীগণের মর্যাদার বিপরীত। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবী, তাবেঈ ও অন্যান্য বিদ্বানগণের নামে সেখানে অসংখ্য যঈফ ও ভিত্তিহীন বর্ণনা সমূহ জমা করা হয়েছে।

যেমন ২৪ আয়াতাংশ (وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بِهَا)-এর তাফসীরে ইবনু আব্বাসের ৮টি সহ ছয়জন বিদ্বানের মোট ১৪টি উক্তি উদ্ধৃত করার পর তিনি বলেছেন, هذا قول جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤخذ تأويله 'এগুলি হ'ল কুরআন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ সকল বিদ্বানের ব্যাখ্যা সমূহ, যাঁদের থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয়ে থাকে'।[১২] অথচ এসব বিদ্বানগণের নামে উদ্ধৃত বক্তব্যগুলি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত বলে পরবর্তী বিদ্বানগণ স্বীকার করেননি।

এভাবে প্রধানতঃ ইবনু জারীরের তাফসীরের উপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী বহু খ্যাতনামা মুফাসসির ঐসব ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনাসমূহ অথবা এ সবের মর্ম সমূহ স্ব স্ব তাফসীরে স্থান দিয়েছেন। যেমন ওয়াহেদী, বাগাভী, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, জালালায়েন, বায়যাভী, কাশশাফ, আলূসী, আবুস সঊদ, শাওকানী প্রমুখ বিদ্বানগণ। যদিও তাঁদের অনেকেই এসবের সমর্থক ছিলেন না। তবুও তাঁদের তাফসীরে এসব বর্ণনা স্থান পাওয়ায় লোকেরা তাঁদের নামে সেগুলি অন্যদের নিকট বর্ণনা করে এবং জনগণ বিভ্রান্ত হয়। অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, নবীগণের শত্রু হিব্রুভাষী ইহুদী যিন্দীকদের কপট লেখনীগুলো আরবী ভাষী মুসলিম বিদ্বানগণের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। বিদ্বানগণের সরলতা এভাবেই অনেক সময় অন্যদের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

وأما ما ينقل أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة وأنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده وأمثال ذلك فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله و مالم يكن كذلك فهو مأخوذ عن اليهود الذين هم أعظم الناس كذبًا على الأنبياء وقدحاً فيهم، وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفاً واحداً–

'অতঃপর যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ তার পাজামা খুলে ফেলেছিলেন ও উক্ত নারীর উপর উদ্যত হয়েছিলেন এবং এ সময় তিনি তার পিতাকে দাঁতে নিজ আঙ্গুল কামড়ে ধরা অবস্থায় দেখেছিলেন- এধরনের কাহিনী সমূহের সবটাই ঐসমস্ত কথার অন্তর্ভুক্ত, যে বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোন খবর দেননি। আর তা আদৌ ঐরূপ নয়। বরং এগুলি ইহুদীদের কাছ থেকে গৃহীত, যারা নবীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে মানবজাতির মধ্যে সেরা। মুসলমানদের মধ্যে যারা এসব বিষয়ে বলে, তারা তাদের থেকে নকল করে বলে। অথচ তাদের কেউ এ বিষয়ে আমাদের নবী (ছাঃ) থেকে একটি হরফও বর্ণনা করেনি'।[১৩] তিনি আরও বলেন, وقد اتفق

---

১১. *এমনকি ১-সঊদী সরকার প্রকাশিত ও মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনুদিত করাচীর মুফতী মুহাম্মাদ শফী কৃত তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনেও বক্তব্যটি ইউসুফের বলে লেখা হয়েছে (পৃঃ ৬৬৯)। ২- ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বঙ্গানুবাদে ১৩১ নং টীকাতে বলা হয়েছে যে, অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে ৫২ ও ৫৩ নম্বর আয়াতে বর্ণিত কথাগুলি হযরত য়ূসুফের উক্তি (ঐ, পৃঃ ৩৬৭)। ৩- তাফসীর ইবনে কাছীরের অনুবাদে ডঃ মুজীবুর রহমানও ব্রাকেটে লিখেছেন, 'ইউসুফ বললেন' (ঐ, দারুস সালাম, রিয়াদ পৃঃ ৪৫৫)। ৪- মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী অনুদিত ঐ উর্দূ তাফসীরে একই অনুবাদ করা হয়েছে, যা সঊদী সরকার কর্তৃক পাকিস্তানের ছালাহুদ্দীন ইউসুফের তাফসীর সহ প্রকাশিত হয়েছে (ঐ, পৃঃ ৬৫৬)। ৫- সঊদী সরকার প্রকাশিত ইংরেজী অনুবাদেও (পৃঃ ৩১০) একই কথা লেখা হয়েছে। ৬- অথচ আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী তাঁর ইংরেজী তাফসীরে সঠিক অর্থ করেছেন (ঐ, পৃঃ ৫৭০)। ৭- অন্যদিকে মাওলানা মওদূদী কেবল এটি ইউসুফের উক্তি বলে সমর্থনই করেননি, উল্টা এর বিরোধিতা করার কারণে ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনু কাছীর প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বিদ্বানগণকে কটাক্ষ করে তাফসীর লিখেছেন (ঐ, বঙ্গানুবাদ ৬/১০৪ পৃঃ)।*

১২. *দ্রঃ তাফসীর ত্বাবারী (বৈরুতঃ ১৪০৭/১৯৮৭) ১২/১০৮-১১০ পৃঃ।*

১৩. *দাক্বায়েকুত তাফসীর ৩/২৭৩ পৃঃ।*

Contents

الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماقما– ‘লোকেরা এ বিষয়ে একমত যে, ইউসুফ থেকে কোন ফাহেশা কাজ হয়নি। তবে কিছু লোক বর্ণনা করেছে যে, তাঁর থেকে উক্ত কাজের প্রারম্ভিক কিছু নমুনা পাওয়া গিয়েছিল। যেমন তারা এ বিষয়ে কিছু বর্ণনা করে থাকে। যার কোনটাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে নয়। বরং কিছু ইহুদী থেকে তারা এগুলি বর্ণনা করে থাকে মাত্র’।[14]

উল্লেখ্য যে, সূরা ইউসুফ-এর ৪২ আয়াতটিকে লুফে নিয়ে একদল কাহিনীকার কল্পনার ঘোড়া দৌড়িয়ে এমনকি মহাকাব্য পর্যন্ত রচনা করেছেন। এ ব্যাপারে ফারসী ভাষায় কবি ফেরদৌসীর (মৃঃ ৪১৬ হিঃ/১০২৫ খৃঃ) ‘মাছনাবী ইউসুফ-যোলেখা’ কাব্য প্রসিদ্ধ। যদিও এটি তাঁর সময়কার অজ্ঞাত কোন কবির লেখনী বলে অনেকে ধারণা করেন। তারপর তা তুর্কী ভাষায় অনুদিত হয়। অতঃপর ফারসী ও তুর্কী ভাষা হ’তে তা এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত ও রূপান্তরিত হয়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। দিল্লীর সুলতান গিয়াছুদ্দীন আযম শাহের সময় (১৩৮৯-১৪১০ খৃঃ) পনের শতকের আদি মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মাদ ছগীর সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম বাংলায় ‘ইউসুফ-জুলেখা’ কাব্য রচনা করেন। বর্তমানে নামধারী কিছু মুফাসসিরে কুরআন গ্রামে ও শহরে তাফসীর মাহফিলের নামে কয়েকদিন ব্যাপী ইউসুফ-যুলায়খার রসালো কাহিনী শুনিয়ে থাকেন। অথচ ‘যুলায়খা’ নামটিরও কোন সঠিক ভিত্তি নেই। কুরআনে কেবল ‘আযীয-পত্নী’ বলা হয়েছে। নবী বিদ্বেষী ইহুদী গল্পকারদের খপপরে পড়ে মুসলমান গল্পকারগণ আজকাল রীতিমত মুফাসসিরে কুরআন বনে গেছেন।

অতএব জান্নাত পিয়াসী পাঠক, গবেষক, লেখক, আলেম, মুফতী ও বক্তাগণকে অবশ্যই সাবধান হ’তে হবে এবং মন্দটা বাদ দিয়ে ভালটা বাছাই করে নিতে হবে। নইলে ক্বিয়ামতের মাঠে জওয়াবদিহিতার সম্মুখীন হ’তে হবে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

[আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মজমূ‘আ ফাতাওয়া ‘তাফসীর’ অধ্যায়; মুহাম্মাদ আল-আমীন শানক্বীত্বী, তাফসীর আযওয়াউল বায়ান (বৈরূত: ‘আলামুল কুতুব, তাবি); ডঃ মুহাম্মাদ আবু শাহবাহ, আল-ইস্রাঈলিয়াত (কায়রোঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ ৪র্থ সংস্করণ ১৪০৮); ডঃ তাহের মাহমূদ, আসবাবুল খাত্বা ফিত তাফসীর (দাম্মাম, সঊদী আরব, দার ইবনুল জাওযী ১ম সংস্করণ ১৪২৫ হিঃ) প্রভৃতি]

ইউসুফের কাহিনীতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ:

(১) ইউসুফের কাহিনীতে একথা পূর্ণভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেই পরিণামে বিজয়ী করেন। এই বিজয় তো আখেরাতে অবশ্যই। তবে দুনিয়াতেও হ’তে পারে।

(২) আল্লাহ্র কৌশল বান্দা বুঝতে পারে না। যদিও অবশেষে আল্লাহ্র কৌশলই বিজয়ী হয়। যেমন অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে অতঃপর বিদেশী কাফেলার কাছে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দিয়ে ইউসুফের ভাইয়েরা নিশ্চিন্ত হয়ে ভেবেছিল, আপদ গেল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নিজস্ব কৌশলে ইউসুফকে দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন করলেন এবং ভাইদেরকে ইউসুফের কাছে আনিয়ে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করলেন’ *(ইউসুফ ৯১)*। যেটা ইউসুফ নিজে কখনোই পারতেন না।

(৩) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা ও সুন্দরভাবে ধৈর্য ধারণ করাই হ’ল আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। সেজন্যেই দেখা গেছে যে, ইউসুফ (আঃ) জেলে গিয়েও সর্বদা আল্লাহ্র উপরে ভরসা করেছেন ও সুন্দরভাবে ধৈর্য ধারণ করেছেন। অন্যদিকে পিতা ইয়াকূব (আঃ) সন্তান হারিয়ে পাগলপরা হ’লেও তাঁর যাবতীয় দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহ্র নিকটে পেশ করে ধৈর্য ধারণ করেছেন’ *(ইউসুফ ৮৬)*।

(৪) নবীগণ মানুষ ছিলেন। তাই মনুষ্যসুলভ প্রবণতা ইয়াকূব ও ইউসুফের মধ্যেও ছিল। ইউসুফের শোকে ইয়াকূবের বিরহ-বেদনা এবং আযীযের গৃহে চরিত্র বাঁচানো কঠিন হবে বিবেচনায় ইউসুফের কারাগারকে বেছে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশের মধ্যে উপরোক্ত দুর্বলতার প্রমাণ ফুটে ওঠে। কিন্তু তাঁরা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্টচিত্ত থাকার কারণে আল্লাহ্র অনুগ্রহে নিষ্পাপ থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক তাক্বওয়াশীল বান্দার প্রতি একইরূপ অনুগ্রহ করে থাকেন।

(৫) ইউসুফের কাহিনী কেবল তিক্ত বাস্তবতার এক অনন্য জীবন কাহিনী নয়। বরং বিপদে ও সম্পদে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা ও তাঁর উপরে একান্ত নির্ভরতার এক বাস্তব দলীল।

(৬) ইউসুফের কাহিনীর সার-নির্যাস হ’ল ‘তাওহীদ’ অর্থাৎ ‘তাওহীদে ইবাদত’। কেননা এখানে বাস্তব ঘটনাবলী দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া হয়েছে যে, কেবল আল্লাহ্র স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর দাসত্ব করা ও তাঁর বিধান মেনে চলার মধ্যেই বান্দার প্রকৃত মঙ্গল ও জগতের সার্বিক কল্যাণ নির্ভর করে। যেমন ইউসুফের সৎ ভাইয়েরা আল্লাহকে মানতো। কিন্তু তাঁর বিধান মানেনি বলেই তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও লজ্জিত হয়েছিল। অথচ ইউসুফ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আল্লাহ্র দাসত্বে ও তাঁর বিধান মানায় অটল থাকায় আল্লাহ তাঁকে অনন্য পুরস্কারে ভূষিত করেন ও মহা সম্মানে সম্মানিত করেন॥

[চলবে]

১৪. *মাজমূ‘আ ফাতাওয়া ‘তাফসীর’ অধ্যায় (কায়রোঃ ১৪০৪ হিঃ) ১৫/১৪৮-৪৯ পৃঃ।*

মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০০৯ ১২তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত

*আব্দুল ওয়াদূদ**

(শেষ কিস্তি)

চতুর্থ ভিত্তিঃ দাওয়াতের নিয়ম-পদ্ধতি ও মাধ্যম (أساليب وسائل الدعوة)

কথায় আছে, নিয়ম ও কৌশল জানা থাকলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ্র পথে দাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ। প্রত্যেক কাজের ন্যায় আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্যও কতগুলো নিয়ম পালন করতে হবে। তবেই লক্ষ্যপানে পৌঁছা যাবে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়ম-কানূনের অনুসরণ আবশ্যক।

দাওয়াতের উৎস:

(১) আল-কুরআনুল কারীম: কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী নবী এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দাওয়াতের বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। একজন দাঈ কুরআনের সেই আয়াতগুলো থেকে তার দাওয়াতের পদ্ধতি বেছে নিবেন। আল্লাহ বলেন,

وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيْ هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِيْنَ-

'আর আমি রাসূলগণের সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলেছি, যা দ্বারা আপনার অন্তরকে মযবূত করেছি। এভাবে আপনার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নছীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে' *(হূদ ১১/১২০)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত: অনেক হাদীছে নবীগণের দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী ও মাদানী জীবনে দাওয়াতের পদ্ধতি, বিভিন্ন ছাহাবীদেরকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ ও প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। একজন দাঈ এই হাদীছগুলো থেকে অবস্থা অনুযায়ী দাওয়াতের পদ্ধতি ঠিক করে নেবেন।

(৩) পূর্ববর্তী নেককার লোকদের জীবনী: ছাহাবী, তাবেঈ সহ পরবর্তীকালের নেককার আলেমগণ সমাজের ও রাষ্ট্রের মাঝে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়েছেন, যা আমরা তাঁদের জীবনী পাঠের মাধ্যমে জানতে পারি। একজন দাঈ তাঁদের জীবনী থেকে দাওয়াতের পদ্ধতি ঠিক করবেন। সঠিক পদ্ধতিতে দাওয়াত দিলেই দাঈ তার লক্ষ্যপানে পৌঁছতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ।

দাওয়াতের পদ্ধতি:

দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ-

'আপনি মানুষকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করুন। আর তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন' *(নাহল ১৬/১২৫)*। এ আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, দাওয়াতের পদ্ধতি তিনটি। যথা-

(১) হিকমত অবলম্বন করা: হিকমত হ'ল অবস্থা অনুযায়ী দাওয়াত দেওয়া। যেখানে কঠোর হওয়া দরকার সেখানে কঠোর, আর যেখানে সহজ হওয়া দরকার সেখানে সহজ ভাষায় কথা বলা। যেখানে চুপ থাকা দরকার সেখানে চুপ থাকা, যেখানে যুক্তি প্রদর্শনের দরকার সেখানে যুক্তি দেওয়া। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ،

'তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হ'তে দেখবে তখন সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) বাধা প্রদান করে। যদি এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখ দ্বারা বাধা প্রদান করে, যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তর দ্বারা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হ'ল ঈমানের দুর্বলতম স্তর'।[১৫] এই হাদীছ অনুযায়ী দাঈকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে ছাহাবীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন। এটা তাঁর দাওয়াতের হিকমত।

(২) সদুপদেশ দেওয়া: ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। এই ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কারো উপর চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। আল্লাহ্র বাণী, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেও এজন্য পাঠানো হয়নি যে, তিনি মানুষকে পিটিয়ে দ্বীনে দাখিল করাবেন। বরং রাসূলের কাজ ছিল কেবলমাত্র সত্য উপদেশ দেওয়া। আল্লাহ বলেন, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَّسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ- 'আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দাতা, আপনি তাদের শাসক বা দারোগা নন' *(গাশিয়া ৮৮/২১, ২২)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ، 'রাসূলুল্লাহ্র কাজ হচ্ছে শুধু স্পষ্টভাবে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া' *(আনকাবূত ২৯/১৮)*।

হক্ব বা সত্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসে। দাঈর কাজ হ'ল মানুষদের মাঝে হক্ব তুলে ধরা, যার ইচ্ছা হয় সেটা গ্রহণ করবে, আর যার ইচ্ছা হয় কুফরী করবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হক্ব তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আসে, তোমাদের যার ইচ্ছে তা বিশ্বাস করুক, আর যার ইচ্ছে অমান্য করুক। আমি অত্যাচারীদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে' *(কাহ্ফ ১৮/২৯)*।

---

১৫. *মুসলিম হা/৪৯; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৪।*

মূসা (আঃ) কিভাবে ফিরাঊনকে দাওয়াত দিবেন তার নিয়ম শিখিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলেন,

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى–

'তোমরা উভয়ে (মূসা ও হারূণ) ফিরাঊনের নিকটে যাও, নিশ্চয়ই সে আল্লাহদ্রোহী হয়ে গেছে। তোমরা তার সাথে খুব নম্রভাবে কথা বলবে। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বা-হা ২০/৪৩-৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ–

'আল্লাহ্র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলেন। যদি আপনি তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হ'তেন, তাহ'লে তারা আপনার আশপাশ হ'তে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং মাগফিরাত কামনা করুন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

(৩) **উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা:** হক্বের পথে ডাকলে সব মানুষ তাতে সাড়া দিবে এ ধারণা ঠিক নয়। পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন তাঁরা যখনই আল্লাহ্র দিকে মানুষকে ডেকেছেন তখন কিছু লোক নবীগণের দাওয়াত কবুল করেছেন আর অধিকাংশই গ্রহণ করেননি; বরং নবীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। অনুরূপভাবে আজকের দিনেও দাঈর দাওয়াত সকলে গ্রহণ করবে না বরং কিছু লোক দাওয়াত গ্রহণ না করার বাহানা হিসাবে দাঈর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে। এজন্য দাঈকে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে হবে যাতে বিতর্কের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে দাওয়াত গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। আল্লাহ বলেন, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، 'আর তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ، 'আহলে কিতাবদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করার সময় উত্তম পন্থা অবলম্বন করবে। তবে যারা যুলুম করেছে তাদের সাথে নয়' *(আনকাবূত ২৯/৪৬)*। ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে বিতর্ক হয়েছিল নমরূদের। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি সে লোককে দেখনি যে আপনার পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে, এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন। ইবরাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হ'লেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদিত করেন পূর্বদিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। তখন কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৫৯)*।

কুরআন মাজীদে দুই ধরনের বিতর্কের উল্লেখ আছে। বাতিল পন্থায় বিতর্ক এবং উত্তম পন্থায় বিতর্ক। বাতিল বিতর্কে কুরআন মাজীদ কাফির এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছে। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে প্রচলিত বিতর্ক বাহাছের মধ্যে কোন যুক্তিসঙ্গত দলীল ছাড়াই নিজের মতের উপর অটল থাকা এবং অন্যকে তা মানতে পীড়াপীড়ি করা, অপ্রাসঙ্গিক কথার সাথে আসল ব্যাপারকে জড়িত করার প্রবণতা, নিস্ফল বক্র বিতর্কে সময় নষ্ট করা, প্রতিপক্ষের বক্তব্য না নিজে শুনবে, না অপরকে শুনতে দিবে। সেই অর্থহীন নিস্ফল গলাবাজি যা সাধারণভাবে বর্তমান কালের তার্কিকদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদ এগুলোকে বাতিল বিতর্কের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছে এবং হক্বের অনুসারীদের কঠোরভাবে তা থেকে বিরত থাকতে বলেছে। তাদেরকে কেবলমাত্র উত্তম পন্থায় বিতর্ক করার অনুমতি দিয়েছে। জ্ঞানগত এবং কর্মগত উভয় দিক থেকে কুরআন এই উত্তম পন্থার ব্যাখ্যা করে দিয়েছে, যাতে প্রতিটি লোক তা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।[১৬]

বিতর্কের উদ্দেশ্য থাকবে যার সাথে বিতর্ক করা হবে তাকে সত্য দ্বীন বুঝানো। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ–

'ভাল এবং মন্দ সমান হ'তে পারে না। তোমরা উত্তম জিনিসের মাধ্যমে মন্দকে দূরীভূত কর। তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিল তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে' *(হা-মীম সাজদা ৪১/৩৪)*।

দাওয়াতের মাধ্যম:

দাওয়াতের মাধ্যম মোট তিনটি:

(১) الدعوة بالقول বা কথার মাধ্যমে দাওয়াত:

কথার মাধ্যমে দাওয়াত হ'ল মূল দাওয়াত। প্রত্যেক দাঈ নিজের ভাষায় সমাজের লোকদের নিকট দাওয়াত পৌঁছাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُوْلُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعاً، 'আপনি বলুন, হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি' *(আ'রাফ ৭/১৫৮)*।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। দাঈর দাওয়াত উপস্থাপনের উপর মানুষের দাওয়াত গ্রহণ অনেকটা নির্ভর করে। অনেক বক্তা নিজের ভাষার চাকচিক্য, অনুপম বাচনভঙ্গির কারণে মানুষকে সহজে

---

১৬. *মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী, দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা, অনুবাদ: মুহাম্মাদ মুসা, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, মে ১৯৯৫), পৃঃ ৮৪, ৮৫।*

Contents

আকৃষ্ট করতে পারেন যদিও তার বক্তৃতায় কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীছ খুঁজে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ভাষার চাকচিক্য ও সুন্দর উপস্থাপনের অভাবে অনেক বক্তা কুরআন-হাদীছ পেশ করলেও বক্তৃতার ময়দানে লোকজনকে আকৃষ্ট করতে পারেন না।

শৈশবকাল থেকেই মূসা (আঃ)-এর মুখে জড়তা ছিল। নবুওয়াত পাওয়ার পর তিনি তাঁর মুখের জড়তা দূর করতে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেন,

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ- وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ- وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِيْ- يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ-

'হে প্রভু! আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও এবং আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা ভালভাবে বুঝতে পারে' *(ত্বা-হা ২০/২৫-২৮)*।

দাওয়াত যার সামনে উপস্থাপন করা হবে তার ভাষায় হওয়া যরূরী। মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে তার জাতির নিকটে পাঠিয়েছিলেন যাতে তারা নিজের ভাষায় স্পষ্টভাবে দাওয়াত দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُوْلٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

'আমরা যখনই কোন রাসূল পাঠিয়েছি সে নিজ জাতির জনগণের ভাষায়ই পয়গাম পৌঁছিয়েছে যেন সে তাদের পরিস্কারভাবে বুঝাতে পারে' *(ইবরাহীম ১৪/৪)*।

হক্বের দিকে আহ্বানকারীর দাওয়াতের আসল ক্ষেত্র তার নিজের জাতির মধ্যেই হওয়া উচিৎ। নিজের জাতিকে গুমরাহীর মধ্যে রেখে অন্য জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শোভনীয় নয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ ইল্ম অর্জন করে নিজের কওমের লোকদের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ-

'প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হ'ল না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে' *(তওবা ৯/১২২)*।

এ কারণে জুম'আর খুৎবা স্বজাতির ভাষায় হওয়া যরূরী, যাতে লোকজন বুঝতে পারে। দাওয়াতের ভাষা হবে সুস্পষ্ট, অত্যন্ত মার্জিত, পরিচ্ছন্ন এবং সৌন্দর্য মণ্ডিত। সংক্ষিপ্ত কথাকে সংক্ষিপ্ত আকারে আর দীর্ঘ কথাকে দীর্ঘ আকারে উপস্থাপন করতে হবে। শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কথাকে তিনবার বলা যায়। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর আলোচনায় করতেন'।[১৭]

মূসা (আঃ)-এর সময়ে ফিরাঊন ছিল সবচেয়ে বড় কাফির। সে নিজেকে রব দাবী করেছিল। মূসাকে ফিরাঊনের নিকট পাঠিয়ে নরম স্বরে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى، وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى-

'ফিরাঊনের নিকটে যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে এবং (তাকে) বল, তুমি কি শুদ্ধাচারী হ'তে চাও? আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি যাতে তুমি তাকে ভয় কর' *(নাযি'আহ ৭৯/১৭-১৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নরম কথা ও আচরণ দেখে অনেকে ইসলাম কবুল করেছিল। আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ،

'আল্লাহ্র রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল অন্তরের হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন অন্তরের হ'তেন, তাহ'লে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

(২) الدعوة بالعمل বা কাজের মাধ্যমে দাওয়াত:

সৎ কাজের বাস্তবায়ন ও অসৎ কাজ না করার মাধ্যমে দাওয়াত দিতে হবে। দাঈ সৎ কাজ করবে ও অন্যকে সৎ কাজ করার আদেশ দিবে, তেমনি অসৎ কাজ নিজে না করে অন্যকেও না করার দাওয়াত দিবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হ'তে দেখবে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রতিহত করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথার) দ্বারা প্রতিহত করে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তর দ্বারা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আর এটা হ'ল ঈমানের দুর্বলতম স্তর'।[১৮]

(৩) الدعوة بالسيرة الحسنة বা উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দাওয়াত: দাঈর চরিত্র হবে উত্তম, যা দেখে মানুষ দাঈর দাওয়াত গ্রহণ করবে। দাঈর চরিত্র পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানের ছওয়াব অশেষ। সে ছওয়াব হাছিলের জন্য এবং আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালনের জন্য আমাদের প্রত্যেককে হক্বের দাওয়াত দিতে হবে। আর দাওয়াতকে সকলের নিকটে গ্রহণযোগ্য করার জন্য জেনে-শুনে কুরআন-হাদীছ মুতাবিক দাওয়াত দিতে হবে। তেমনি আহূত ব্যক্তিদের কাছে দাওয়াতকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য সহজ-সরল ভাষায় ও উত্তম পদ্ধতিতে দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে দ্বীনের একজন প্রকৃত দাঈ হিসাবে কবুল করুন- আমীন!

---

১৭. *বুখারী হা/৯৪, ৯৫*।

১৮. *মুসলিম হা/৪৯, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৪*।

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। ইহা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে উহা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[১] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[২]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৩] উহা সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৪] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৫] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৭] তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চৈকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী বলেন যে, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে দু'হাত তুলে সকলকে নিয়ে দো'আ করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। বরং এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৯]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[১০] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[১১] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবর্তী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[১২] মিশকাতের খ্যাতনামা ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة المسلمين কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[১৩]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশ' গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[১৪] সুতরাং বৃষ্টি বা অন্য কোন যরূরী কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[১৫] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[১৬]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি'।[১৭]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' *(অর্থঃ আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[১৮] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[১৯] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকে ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরঃ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[২০]

---

১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮।*
২. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।*
৩. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৮।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
৫. *নায়লুল আওত্বার ৪/২৫১।*
৬. *ঐ ৩/৫৫।*
৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৯।*
৯. *মির'আৎ ২/৩৩০-৩১।*
১০. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।*
১১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮।*
১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।*
১৩. *মির'আৎ ২/৩৩১।*
১৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।*
১৫. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮।*
১৬. *বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১।*
১৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।*
১৮. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫।*
১৯. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২২।*
২০. *মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৮১, হাকেম ১/২৯৮।*

Contents

বারো তাকবীর সম্পর্কিত কাছীর বিন আব্দুল্লাহ স্বীয় দাদা আমর ইবনু আউফ আল-মুযাসী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছটি নিম্নরূপ-

عَنْ كَثِيْرِبْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِى الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِمِىُّ–

অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও শেষ রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[২১] ইমাম মালেক ও আহমাদ তাকবীরে তাহরীমা সহ প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর বলেন। কিন্তু ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'এটাই সর্বাধিক স্পষ্ট বরং নির্দিষ্ট যে, ওটা তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত'।[২২] কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ফরয। আর এটি হ'ল সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ কূফার গভর্ণর সাঈদ ইবনুল 'আছ হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে ঈদায়নের তাকবীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিভাবে দিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করেন।[২৩] তিনি নিশ্চয়ই সেখানে তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেননি। তৃতীয়তঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ তাকবীরের আছার সমূহ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[২৪] চতুর্থতঃ শায়খ আলবানী উক্ত তাকবীর সমূহকে ঈদায়নের সাথে খাছ 'অতিরিক্ত তাকবীর' হিসাবে গণ্য করেছেন।[২৫] অতএব অতিরিক্ত তাকবীর কখনো তাকবীরে তাহরীমার সাথে যুক্ত হ'তে পারে না, যা ফরয। পঞ্চমতঃ উক্ত তাকবীরগুলি ছিল ক্বিরাআতের পূর্বে, ছানার পূর্বে নয়। অথচ তাকবীরে তাহরীমা ছানার পূর্বে হয়ে থাকে। অতএব ঈদায়নের ১২ তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর ছাড়াই হওয়া দলীল সম্মত।

উপরোক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন,

حَدِيْثُ جَدِّ كَثِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِىَ فِىْ هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِىِّ (ص)

'হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত।[২৬] তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لَيْسَ فِىْ هَذَا الْبَابِ شَيْئٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا وَبِهِ أَقُوْلُ

'ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও একথা বলে থাকি'।[২৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, বারো তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে 'হাসান' সনদে অনেকগুলি হাদীছ এসেছে। কিন্তু এর বিপরীতে শক্তিশালী বা দুর্বল সনদে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'। হাফেয হাযেমী বলেন, দু'টি হাদীছের মধ্যে যেটির উপরে খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেন, সেটিই অকাট্য। এটা জানা কথা যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ১২ তাকবীরের উপরে আমল করতেন। অতএব এটাই আমলযোগ্য (মির'আৎ ২/৩৪০)। হানাফী ফিক্বহ হেদায়াতে বর্ণিত হয়েছে, যদি ইমাম ৬ তাকবীরের বেশী ১২ তাকবীর দেন, তবে মুক্তাদী তার অনুকরণ করবে। অতএব এটি জায়েয। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাত[২৮] এবং নয় তাকবীর বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে[২৯] যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন।[৩০] সুতরাং ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর সঠিক আমল কি ছিল, সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

هَذَا رَأْىٌ مِّنْ جِهَةِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه وَالْحَدِيْثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْلَى أَنْ يُّتَّبَعَ وَبِاللهِ التَّوْفِيْقُ،

'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মরফূ হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম' আল্লাহ সবাইকে তাওফীক্ব দিন'।[৩১]

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। এটি নাজায়েয হ'লে নিশ্চয়ই তাঁরা এটা আমল করতেন না। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৩২]

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ছহীহ হাদীছের উপরে আমলের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী জাতি হওয়ার তাওফীক দান করুন! -আমীন!!

---

২১. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
২২. *মির'আৎ ২/৩৩৮।*
২৩. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৪. *ইরওয়া ৩/১১২।*
২৫. *ঐ ৩/১১৩।*
২৬. *জামে তিরমিযী (দিল্লীঃ ১৩০৮ হিঃ) ১/৭০ পৃঃ; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২, ইবনু মাজাহ (বৈরুতঃ তাবি) হা/১২৭৯।*
২৭. *বায়হাক্বী (বৈরুতঃ তাবি) ৩/২৮৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।*
২৮. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৪৩।*
২৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বোম্বাইঃ ১৯৭৯; ২/১৭৩ পৃঃ।*
৩০. *বায়হাক্বী ৩/২৯০ পৃঃ; নায়ল ৪/২৫৬ পৃঃ; মির'আৎ ২/৩৪৩ পৃঃ; আলবানী-মিশকাত হা/১৪৪৩।*
৩১. *বায়হাক্বী ৩/২৯১ পৃঃ;* ৩২. *মির'আৎ ২/৩৩৮, ৪১ পৃঃ।*

ফরিয়াদ শুধু আল্লাহ্র কাছে

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ধর্মানুসারীদের প্রথম শর্ত। যারা ধর্মবিধি মেনে চলে তারা ধর্মের সকল অনুষ্ঠান তর্কাতীতভাবে পালন করে থাকে। এটাই সুদৃঢ় ঈমানের লক্ষণ। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসই মানুষকে ধর্মাচরণে বাধ্য করে। প্রায় সকল ধর্মের মূলেই স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকে। 'প্রায়' কথাটা বলবার কারণ এই যে, বৌদ্ধ ধর্মে স্রষ্টা সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। তাই এ ধর্মকে শূন্যবাদী ধর্ম বলা হয়। বিভিন্ন ধর্মের স্রষ্টা একরকম নয়। ইসলাম ধর্মে আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। খ্রীষ্ট ধর্মের ত্রিত্ববাদ বলে পিতা-পুত্র-পবিত্রাত্মা মিলিয়ে স্রষ্টা। আর স্রষ্টার পুত্রই একমাত্র ত্রাণকর্তা। খ্রীষ্টমতে যিশু ঈশ্বরপুত্র। অবশ্য ইসলামী বিশ্বাসমতে ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র একজন নবী। তিনি আসমানী কিতাব ইঞ্জীল অনুসারে আল্লাহ্র দ্বীন ইসলামের প্রচারক ছিলেন। খ্রীষ্টানরা তার নাম দিয়েছে যিশু। আর বলেছে, তিনি ঈশ্বরপুত্র। ইঞ্জীলের নাম দিয়েছে বাইবেল। এ বাইবেল বস্তুতঃ কতিপয় পণ্ডিতের রচনা। এ কিতাব আসমানী কিতাব ইঞ্জীল নয়।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের নাম বেদ। হিন্দু ধর্মমতে বেদ ঈশ্বরের বাণী। তা ধ্যানযোগে পেয়েছেন ব্যাস নামক এক ঋষি। বেদ-এ 'একমের দ্বিতয়ম্' বলা হলেও, হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের সংখ্যা বহু। তবে মূল ঈশ্বরকে বলা হয় ব্রহ্ম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন জনে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই তিনকর্মের কর্তা। এরা সবাই ঈশ্বর। আবার এদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। তাদেরকে বলা হয় ঈশ্বরাবতার। ফলতঃ রাম, কৃষ্ণ, হরি ইত্যাদি নামের ঈশ্বরও রয়েছে এ ধর্মে।

ইসলাম ধর্মের শেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন। এই কিতাব কোন মানুষের রচনা নয়। এটি স্বয়ং মহান আল্লাহ্র কালাম। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর এই কিতাব ফিরিশতা জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। দীর্ঘ তেইশ বছরে তার নাযিল প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। সেই থেকে অদ্য পর্যন্ত আল-কুরআন একই রূপ রয়েছে। এই কিতাবকে বলা হয়েছে Code of life মানব জাতির জীবন বিধান। বলা হয়েছে, এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই। এই কিতাব দ্বারা কারা উপকৃত হবে, সৎ পথের দিশা পাবে, সে সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে 'এটা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনকারী মুমিনদের পথ প্রদর্শক'।

কুরআন পাকে সর্বশক্তিমান একক আল্লাহ্র কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ফেরেশতা, রাসূল, আসমানী কিতাব, জান্নাত-জাহান্নাম, ক্বিয়ামত এবং আখেরাতের কথা। এ সবই বিশ্বাসের ব্যাপার। তর্কাতীতভাবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে কুরআনে বর্ণিত অদৃশ্য বিষয় সমূহের উপর। এ ধরনের বিশ্বাসীগণই কুরআন পাকের মাধ্যমে সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান পাবে। তারাই পরকালে নাজাত পাবে।

সকল ধর্মেই সৎপথে চলবার উপদেশ রয়েছে এবং অসৎ কাজে নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। বৌদ্ধধর্মে হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন ইত্যাদি নিষিদ্ধ। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ বলে বৌদ্ধ সংঘে নারী-অন্তর্ভুক্তির বিধান নেই। খ্রীষ্টধর্মেও সদাচারের উপদেশ এবং কদাচারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হিন্দু ধর্মের বেলাতেও তাই। মনুসংহিতা (হিন্দু আইনবিধান) গ্রন্থে নারীর অবাধ বিচরণ নিষিদ্ধ রয়েছে। নারীদেরকে বিভিন্ন বয়সে পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীন থাকতে বলা হয়েছে। 'নারী ক্ষেত্র, পুরুষ বীজ' এ কথাও মনুসংহিতায় রয়েছে। ইসলাম মৌলিক ধর্ম। এ ধর্ম আল্লাহ মনোনীত করেছেন। এ ধর্মের বিধান সমূহ তার কিতাব দ্বারা সংবিধিবদ্ধ। কোন নবী-রাসূলও তার সংস্কার সাধনের অধিকার লাভ করেননি। আর অন্যান্য ধর্ম যুগে যুগে মনুষ্য কর্তৃক সংস্কারপ্রাপ্ত হয়েছে। নতুন নতুন ধর্মশাস্ত্রও তৈরী করেছে মানুষেরাই। আবার দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা প্রচার করেছেন বিভিন্নমুখী মতবাদ। ফলতঃ ঐ সকল ধর্মের সদানুষ্ঠানগুলো আর পুরোপুরি টিকে থাকতে পারেনি। এ সকল ধর্মের পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধর্মেও সংস্কার তথা পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। তাই ঐ সকল ধর্মে বহু যুগাবতারের আবির্ভাব ঘটেছে। ইসলাম ধর্মে এ সবের অবকাশ রাখা হয়নি। বলা হয়েছে, ইসলামের বিধান সমূহ সর্বযুগে কার্যকর। তার সকল বিধানই সর্বকালে মানুষের জন্য হিতকর। কুরআন পাকে বলা হয়েছে, 'কাফিররা ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহ সম্বন্ধে ঝগড়া করে না' *(মুমিন ৪০/৪)*। আরও বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে তারাই লাঞ্ছিত হবে' *(মুজাদালা ৫৮/২০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা উত্তম বাণী আল্লাহ্র কুরআন এবং সর্বপেক্ষা উত্তম হিদায়াত মুহাম্মাদের হিদায়াত। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নব-বিধান এবং প্রত্যেক নব-বিধানই বিদ'আত আর সব বিদ'আতের পরিণামই ভ্রষ্টতা'।[১৯]

পরিতাপের বিষয় এই যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করে একদল লোক ইসলাম ধর্মের সংস্কারের কথা বলে। শুধু তাই নয়, মুশরিক এবং খ্রীষ্টানদের বহু চালচলন মুসলমানদের মধ্যে প্রবিষ্ট করেছে। সংস্কারপন্থীরা একে বলে আধুনিকায়ন। অথচ মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যে কওমের অনুসরণ করে, সে তাদের দলভুক্ত'।[২০] কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*।

** সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।*

১৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১।*
২০. *আবুদাউদ, মিশকাত হা/....।*

Contents

অধুনা বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের মুসলমান পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নাফরমানী করে বিধর্মীদের অনৈসলামিক আমল আখলাক রপ্ত করে নিয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের মানুষ কিছু খ্রীষ্টানী এবং কিছু ভারতীয় পৌত্তলিকদের আমল-আখলাক অনুসরণ করছে। মুসলমান এখন দ্বিধা বিভক্ত। একদল মৌলবাদী, অন্যদল প্রগতিবাদী। প্রগতিবাদীদের একাংশ ইসলামিক এবং অনৈসলামিকের খিচুরী পাকিয়ে নিয়েছে। আরেক অংশ ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষরা খিচুরীর পক্ষপাতী নয়। ইসলামী আমল-আখলাকই তাদের দারুণ অপসন্দ। ইসলাম বর্জিত যা কিছু তা-ই তাদের পসন্দ।

আল্লাহ মানব জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য যে সৃষ্টি তার বংশ বিস্তার আবশ্যক, নতুবা ইবাদত জারী থাকবে কী করে? বংশ বিস্তারের লক্ষ্যে আল্লাহ প্রথম মানব আদম (আঃ)-এর জন্মের পর বিবি হাওয়াকে তার স্ত্রী রূপে সৃষ্টি করেন। কুরআন পাকে বলা হয়েছে, 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ' *(বাক্বারাহ ২২৩)*। আধুনিকা নারী এবং তাদের সমর্থক পুরুষেরা নারীকে ক্ষেত্র বলা অসম্মানজনক মনে করে। বস্তুতঃ নারী ক্ষেত্রই। তাই নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যক। নতুবা ক্ষেত্রের নিয়ম-শৃংখলা রক্ষিত হবে না। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, 'পুরুষের নারীর উপর কর্তৃত্ব আছে, কেননা আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এই হেতু যে, পুরুষ (তাদের জন্য) নিজের ধন ব্যয় করে। ফলে সাধ্বী নারীরা পুরুষের হুকুম মত চলবে এবং তাদের অনুপস্থিতিতেও আল্লাহ হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্ত রালেও তা (মান-ইজ্জত) রক্ষা করবে' *(নিসা ৪/৩৪)*।

এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আধুনিকা নারী এবং তাদের সমর্থক পুরুষদের বক্তব্য শোনা যায় যে, নারীকে পুরুষের অধীন করে তাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে। বাস্তবতা এই যে, নারীর বিবাহ পূর্ব সময়টা পিতা কিংবা পিতার অবর্তমানে কোন না কোন বৈধ পুরুষ অভিভাবকের রক্ষণাবেক্ষণে থাকতে হয়। বিবাহের পর স্বামী তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে। পুরুষের কর্তৃত্ব না মেনে নিলে নারীর নিরাপত্তার অভাব ঘটে, তা কে অস্বীকার করবে?

নারীরা একাকী পথে-ঘাটে বের হ'লে ধর্ষিতা হয়। পুরুষ কখনও ধর্ষিত হয় না। সুতরাং নারীর পক্ষে একাকী কোথাও যাওয়া বিপজ্জনক। নারী ধর্ষিতা হ'লে কিংবা স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লে অবৈধ সন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অবৈধ গর্ভধারণ মুসলমানদের সমাজে ও ধর্মে নিন্দিত। অবশ্য পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় অবৈধ সন্তানকে মেনে নেওয়া হচ্ছে তাদের Free Sex Culture-এর কারণে। ইসলামে বিবাহ বহির্ভূত দেহ-মিলন নিষিদ্ধ, জঘন্য পাপ। আল্লাহ বলেন, ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশত বেত মারো' *(নূর ২৪/২)*।

আমাদের দেশেও বর্তমানে হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করছে। এ ধরনের দু'ধর্মের নর-নারীতে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিষিদ্ধ পন্থায় বিয়ে করে যৌন জীবন-যাপন ব্যভিচারের শামিল। আমাদের দেশে মুসলমানদের ভিতরে খ্রীষ্টান এবং পৌত্তলিকদের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি প্রসারিত হচ্ছে দৈনন্দিন। নিম্নে তাদের কয়েকটি উল্লেখ করছি-

(১) সূদের ব্যবসা হারাম, অথচ তা অধুনা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

(২) পর্দা মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। কিন্তু বর্তমানে নারীদের বেপর্দার সয়লাব চলছে। বাড়ীর পরিবেশে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সহাবস্থান এবং পর্দাহীতা ব্যাপকতা পেয়েছে। কুরআন পাকে নর-নারীকে দৃষ্টি সংযত এবং যৌনাঙ্গের হেফাযতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা লংঘিত হচ্ছে বেপর্দার কারণে। ফলতঃ দৈহিক এবং মানসিক উভয়বিধ ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাতে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। সংসারে দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩) নৃত্য-গীত, অভিনয় ইসলামে নিষিদ্ধ। এসব বিজাতীয় বিনোদন এবং সংস্কৃতি। এসবে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। নর-নারীকে ব্যভিচারের পথে টেনে নেয়। নৃত্যশৈলী শরীরের অঙ্গ-ভঙ্গী, যাতে শিল্পীর প্রতি মানুষকে কামনাসক্ত করে। সংগীতে অশ্লীলতা রয়েছে। গানের সুরের আকর্ষণ মানুষের মনকে বিচলিত করে। তার ফল শুভ হয় না কখনও। সিনেমা, টেলিভিশন, মঞ্চে নাটকের অভিনয় হয়। নারী-পুরুষে প্রেমের অভিনয়, চুম্বন-আলীংগন কিছুই বাদ যায় না অভিনয়ে। ইসলামী শরী'আতে এসব মহাপাপের কর্ম। আবার দেখা যাচ্ছে, যারা এসব কাজে লিপ্ত, তারা ব্যভিচারী, মদ্যপ, ধর্মবিধি বর্জিত জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। এরা নিজেরাতো গোল্লায় গেছেই, উপরন্তু তরুণ প্রজন্মকে তাদের দর্শক-শ্রোতা বানিয়ে তাদের ইহকাল-পরকাল বরবাদ করে দিচ্ছে।

(৪) মুসলমানদের বিজাতীয় পোষাক পরা নিষিদ্ধ। অধুনা বিজাতীয় পোষাক পরিধানের ধূম লেগে গেছে। নারীরাও চুল খাটো করে পুরুষের মতো শরীর অর্ধ অনাবৃত রেখে পোষাক পরছে। লজ্জা নিবারণের জন্য পোষাক। অথচ পোষাকে এখন আর লজ্জা নিবারণ হচ্ছে না।

(৫) মুসলমানকে উত্তম নাম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমান অধুনা হিন্দু-খ্রীষ্টানের নাম রাখছে ছেলে-মেয়েদের।

সুতরাং প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দেশের মুসলমান এখন সর্বদিক দিয়ে খ্রীষ্টান এবং পৌত্তলিকদের শিক্ষা-সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচারের দিকেই শনৈঃশনৈঃ ধাবিত হচ্ছে। দ্বীনদার মুসলমানদের পক্ষে এসবের প্রতিবাদ করা কর্তব্য। অথচ প্রতিবাদ করাও এখন মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধা দিতে গেলে সংঘাত বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই ফরিয়াদ শুধু আল্লাহ্র কাছে। আল্লাহ সবাইকে ঈমান নছীব করুন- আমীন!!

যাকাত ও ছাদাক্বা

আত-তাহরীক ডেস্ক

‘যাকাত’ অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ঐ দান যা আল্লাহ্র নিকটে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যাকাত দাতার মালকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে। ‘ছাদাক্বা’ অর্থ ঐ দান যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। পারিভাষিক অর্থে যাকাত ও ছাদাক্বা মূলতঃ একই মর্মার্থে ব্যবহৃত হয়।

যাকাত ও ছাদাক্বার উদ্দেশ্য:

যাকাত ও ছাদাক্বার মূল উদ্দেশ্য হ’ল দারিদ্র্য বিমোচন ও ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ-

‘আল্লাহ তাদের উপরে ছাদাক্বা ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদের গরীবদের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হবে’।[১]

ইবাদতে মালী:

ইসলাম মুসলিম উম্মাহ্কে পৃথিবীর বুকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এজন্য যাকাতকে ‘ইবাদতে মালী’ তথা অর্থনৈতিক ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম ইবাদতে বদনী বা দৈহিক ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধাচারী ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বা পুঁজি ভেঙ্গে দিয়ে তা জনসাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয় ও হকদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

‘আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কাফের ও পাপীকে ভালবাসেন না’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*।

যাকাতের প্রকারভেদ:

যাকাত চার প্রকার মালে ফরয হয়ে থাকে। ১. স্বর্ণ-রৌপ্য বা সঞ্চিত টাকা-পয়সা ২. ব্যবসায়রত সম্পদ ৩. উৎপন্ন ফসল ৪. গবাদি পশু। টাকা-পয়সা একবছর সঞ্চিত থাকলে শতকরা আড়াই টাকা বা ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত বের করতে হয়। ব্যবসায়রত সম্পদ ও গবাদি পশুর মূলধনের এক বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। উৎপন্ন ফসল যেদিন হস্তগত হবে, সেদিনই যাকাত (ওশর) ফরয হয়। এর জন্য বছরপূর্তি শর্ত নয়।

যাকাতের নিছাব:

১. স্বর্ণ-রৌপ্যে পাঁচ উক্বিয়া বা ২০০ দিরহাম। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, একালে স্বর্ণভিত্তিক নিছাব নির্ধারণ করাই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়।[২] গহনাও স্বর্ণের যাকাত হিসাবে গণ্য।

২. ব্যবসায়রত সম্পদ-এর নিছাব স্বর্ণ-রৌপ্যের ন্যায়। চলতি বাজার দর হিসাব করে নিছাব পরিমাণ হ’লে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. খাদ্য শস্যের নিছাব পাঁচ অসাক্ব যা হিজাযী ছা‘ অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত হয়। এতে ওশর বা এক দশমাংশ নির্ধারিত। সেচা পানিতে হ’লে নিছফে ওশর বা ১/২০ অংশ নির্ধারিত।

৪. গবাদি পশু: (ক) উট ৫টিতে একটি ছাগল (খ) গরু-মহিষ ৩০টিতে ১টি দ্বিতীয় বছরে পদার্পণকারী বাছুর (গ) ছাগল-ভেড়া-দুম্বা ৪০টিতে একটি ছাগল।[৩]

যাকাতুল ফিৎর:

এটিও ফরয যাকাত, যা ঈদুল ফিৎরের ছালাতে বের হওয়ার আগেই মাথা প্রতি এক ছা‘ বা মধ্যম হাতের চার অঞ্জলী (আড়াই কেজি) হিসাবে দেশের প্রধান খাদ্যশস্য হ’তে প্রদান করতে হয়।

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা‘ খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে জমা দেয়ার নির্দেশ দান করেছেন’।

(খ) উপরোক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, ফিৎরা ছোট-বড়, ধনী-গরীব সকল মুসলিম নর-নারীর উপরে ফরয। উহার জন্য ‘ছাহেবে নিছাব’ অর্থাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ বাদে ২০০ দিরহাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৭ তোলা স্বর্ণের হিসাবে আনুমানিক ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকার মালিক হওয়া শর্ত নয়।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মদীনায় ‘গম’ ছিল না। মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ’লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা‘ ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরীসহ অন্যান্য ছাহাবী মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। ইমাম নববী

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৭২ ‘যাকাত’ অধ্যায়।*

২. *ইসলামের যাকাত বিধান ১/২৫২ পৃঃ।*

৩. *বিস্তারিত নিছাব দ্রঃ ‘বঙ্গানুবাদ খুৎবা’ অধ্যায় দেখুন।*

৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫ ও ১৮১৬।*

(রহঃ) বলেন, 'যাঁরা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তাঁরা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর 'রায়'-এর অনুসরণ করেন মাত্র'।[৫]

ছাদাক্বা ব্যয়ের খাত সমূহঃ

ইমাম কুরতুবী বলেন, কুরআনে 'ছাদাক্বাহ' শব্দটি মুৎলাক্ব বা এককভাবে এলে তার অর্থ হবে ফরয ছাদাক্বা।[৬] পবিত্র কুরআনে সূরায়ে তওবা ৬০নং আয়াতে ফরয ছাদাক্বা সমূহ ব্যয়ের আটটি খাত বর্ণিত হয়েছে। যথা:

১. **ফক্বীরঃ** নিঃসম্বল ভিক্ষাপ্রার্থী, ২. **মিসকীনঃ** যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন মিটাতেও পারে না, মুখ ফুটে চাইতেও পারে না। বাহ্যিকভাবে তাকে সচ্ছল বলেই মনে হয়, ৩. **'আমেলীনঃ** যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ, ৪. **ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তিগণ।** অমুসলিমদেরকে ইসলামে দাখিল করাবার জন্য এই খাতটি নির্দিষ্ট, ৫. **দাসমুক্তির জন্য**। এই খাত বর্তমানে শূন্য। তবে অনেকে অসহায় কয়েদী মুক্তিকে এই খাতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছেন *(কুরতুবী)*, ৬. **ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিঃ** যার সম্পদের তুলনায় ঋণের অংক বেশী। কিন্তু যদি তার ঋণ থাকে ও সম্পদ না থাকে, এমতাবস্থায় সে ফক্বীর ও ঋণগ্রস্ত দু'টি খাতের হকদার হবে, ৭. ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। খাতটি ব্যাপক। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বা জিহাদের খাতই প্রধান। আল্লাহ্র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা দান ও বিজয়ী করার জন্য যেকোন ইসলামী পথে ব্যয় হবে, ৮. **দুস্থ মুসাফিরঃ** পথিমধ্যে কোন কারণবশতঃ পাথেয় শূন্য হয়ে পড়লে পথিকগণ এই খাত হ'তে সাহায্য পাবেন। যদিও তিনি নিজ দেশে বা বাড়ীতে সম্পদশালী হন। ফিৎরা অন্যতম ফরয যাকাত হিসাবে তা উপরোক্ত খাত সমূহে বা ঐগুলির একাধিক খাতে ব্যয় করতে হবে। খাত বহির্ভূতভাবে কোন অমুসলিমকে ফিৎরা দেওয়া জায়েয নয়।[৭]

বায়তুল মাল জমা করা সুন্নাত

ফিৎরা ঈদের এক বা দু'দিন পূর্বে বায়তুল মালে জমা করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতেন। ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্বে খলীফার পক্ষ হ'তে ফিৎরা জমাকারীগণ ফিৎরা সংগ্রহের জন্য বসতেন ও লোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে ফিৎরা জমা করত। ঈদের পরে হকদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হ'ত।[৮]

যাকাত-ওশর-ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদি ফরয ও নফল ছাদাক্বা রাষ্ট্র কিংবা কোন বিশ্বস্ত ইসলামী সংস্থা-র নিকটে জমা করা, অতঃপর সেই সংস্থা-র মাধ্যমে বণ্টন করাই হ'ল বায়তুল মাল বণ্টনের সুন্নাতী তরীকা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ব্যবস্থাই চালু ছিল। তাঁরা কখনোই নিজেদের যাকাত নিজেরা হাতে করে বণ্টন করতেন না। বরং যাকাত সংগ্রহকারীর নিকটে গিয়ে জমা দিয়ে আসতেন। এখনও সঊদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি দেশে এ রেওয়াজ চালু আছে। কেননা নিজ হাতে নিজের যাকাত বণ্টন করার মধ্যে একাধিক মন্দ দিক নিহিত রয়েছে। যেমন- ১. এর দ্বারা সীমিত সংখ্যক লোক উপকৃত হয়। ২. স্বজনপ্রীতির আধিক্য হ'তে পারে। ৩. নিজের মধ্যে 'রিয়া' ও অহংকার সৃষ্টি হ'তে পারে। ফলে যাকাত কবুল না হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিবে। ৪. এর দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বড় ধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ৫. দেশের অন্যান্য এলাকার হকদারগণ মাহরূম হয়। ৬. যারা আসতে পারে, তারাই পায়। যারা চায় না বা আসতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয়। ৭. একাধিক যাকাত দাতার নিকটে সমর্থ লোকেরা ভিড় করে এবং বেশী পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা দৌড়াতে অসমর্থ, তারা বঞ্চিত হয়।

পরিশেষে বলব, বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহে মুসলমানদের সঞ্চিত হাযার হাযার কোটি টাকার বার্ষিক শতকরা আড়াই টাকা হারে যদি যাকাত নেওয়া হয় এবং দেশের মোট উৎপন্ন ফসলের ১/১০ বা ১/২০ অংশ ওশর হিসাবে আদায় করা হয়, অনুরূপভাবে এলাকার কুরবানী ও ফিৎরা সমূহ স্ব স্ব বায়তুল মালে জমা করে তা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যয়-বণ্টন ও বিনিয়োগ করা হয়, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ যাকাত ও ছাদাক্বাই হ'তে পারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

৫. ফাৎহুল বারী (কায়রো: ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ।
৬. ঐ, তাফসীর ৪/১৬৮ পৃঃ।
৭. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬; মির'আত হা/১৮৩৩-এর ব্যাখ্যা, ১/২০৫-৬।
৮. দ্রঃ বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর আলোচনা, মির'আত ১/২০৭ পৃঃ।

Contents

কবিতা

ধনীর ইফতারী

-আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

সুখ সাগরের ঊর্মি দোলায় সবটা জীবন কাটলো যার,
পারবে কি ভাই জানতে সেজন অর্থহীনের দুঃখটার?
দিনটা ভরে ছিয়াম পালন অস্ত বেলায় ইফতারী,
নামগুলো সব ঠিক রাখা দায় বহুত রকম দেয় সারি।
ঠাণ্ডা পানি খাদ্য খাদক ভর্তি রাখা বর্তনে,
হাযার টাকা ব্যয় হয়ে যায় ইফতারীতে সবক্ষণে।
করলে বহুত জোগাড় এত তবুতো মন ভরছে না,
ফানটা বোতল, চাটনি চেটেও কিছু পেটে ধরছে না।
গোশত পোলাও কোপতা কাবাব কোনটা রেখে কোনটা খাও,
সবটুকুতে একটু করে তোমার সুখের মুখ ডুবাও।
দু'চোখ তুলে একটু দেখ ফুটপাতে ঐ দাঁড়িয়ে কে?
খুব যে করুণ তার চাহনী দেখছে বারে খাদ্যকে!
ডাকতে যদি পারো তাকে তোমার খাবার বর্তনে
মর্যাদাটা পড়বে না তো একটু তোমার কর্তনে!
ঐ চাতকের ইফতারীতে লইতে যদি সঙ্গে তোমার,
রইতো খোলা তোমার তরে জান্নাতেরই মুক্ত দ্বার।

শব-ই-কদর

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পবিত্র মহিমান্বিত রজনী
আজ শব-ই-কদর
ক্ষমা কর প্রভু কুল মুসলিমে
তব দুয়ারে দাঁড়িয়ে নফর।
ক্ষমার দুয়ার অবারিত আজ
পাপী-তাপী আয় নাহি কোন লাজ
যত বড় পাপীই হও না কেন
ধুয়ে-মুছে হবে সরফরাজ।
আমি তো মুছল্লী কমজোর,
তাইতো ঘুম আসে না হ'তে ভোর
তবুও হাযির হয়েছি জামা'আতে
এতেই করো ক্ষমা যত পাপ মোর।
মুখে বলি সার্বভৌমত্ব এক আল্লাহ্‌র
কার্যতঃ ইবাদত করি কি তার?
ভয় হয় বৃথা যাবে শব-ই-কদর,
কেঁদে হই না যতই বেকারার।
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবা, বলবো কি আর
ঈমানের প্রশ্নে নাহি দিত ছাড়,
তুমি আমি কি করি দেখ না ভেবে
হাযার শব-ই-কদর করবে কি পার?
অভাবী হ'লে অনুগত প্রজা
কর রেয়াত দেন দয়ালু রাজা,
বিদ্রোহী হ'লে কেমন আচরণ,
ভেবে দেখ না কি তার সাজা।
আজ মুসলিম! নহে অনুগত
শয়তানের তাবেদার ঈমানে ক্ষত,
খাঁটি মুসলিমের এ নে'মত কেমনে
আশা করে ঐ ভণ্ড পামর যত।
শুধু মুখে বলেই করবে আশা
তাইতো শিখেছ প্রতারণার ভাষা,
এ হ'লে নে'মত শব-ই-কদর
পাবার কামনা তোর হবে দুরাশা।

খুশির ঈদ

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

অন্তরে অন্তরে আজ
ঈদ আনন্দের দোলা
ধনী-গরীব নেই ভেদাভেদ
সবার দুয়ার খোলা।
মুসলমানের মিলন মেলায়
আসল খুঁশির ঈদ,
সবার মাঝে গড়তে সে যে
সাম্যবাদের ভিত।
ইসলাম হ'ল শান্তির ধর্ম
নেই তো অহংকার,
বছর ঘুরে খুশির এই ঈদ
আসুক বারে বার।
পথ চেয়ে 'মা' বসে আছে
আসবে খোকা ফিরে,
শহর ছেড়ে বিদেশ ঘুরে
মায়ের আপন নীড়ে।
ঈদের খুশির বইছে বাতাস
উতাল পাতাল ঢেউ,
এমন খুশির ঈদ যেন ভাই
পর করে না কেউ।

রোযা ঈদ

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

রামাযান শেষে পুলক নিয়ে
এল রোযার ঈদ,
পুলক বর্ষে ঈদের নিশিতে
কেউ যাব নাক নিদ।
একটি মাস ছওম রাখলাম
পুণ্য পাবার আশে,
রামাযানের শেষে ঈদ এল
শান্তির ধারা বেশে।
এই ঈদেতে দ্বন্দ্ব ভুলে
ঈদগাহেতে যাব,
ঈদের ছালাত পড়ে এসে
ফিরনি পায়েশ খাব।
ঈদের দিনে ধনী-গরীব
সবাই মোরা আপন,
পুণ্যে ভরা ছওম ও ঈদ
হর্ষে ভরায় মন।
ঈদের দিনে কারো নেত্রে
আসছে নাক নিদ,
মোদের মাঝে হর্ষ নিয়ে
এল রোযার ঈদ।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. নবীর নাম ইউসুফ (আঃ) এবং সূরার নাম ইউসুফ।
২. ২৭টি সূরার ৭৫টি স্থানে।
৩. ৪টি বংশ ধারা থেকে *(আলে ইমরান ৩/৩৩)*।
৪. ইবরাহীম (আঃ)।
৫. আল্লাহ্‌র বান্দা। ইয়াকূব (আঃ)-এর।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (প্রাণী বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১. সর্বদা পরিবর্তনশীল।
২. প্রোটোজোয়া।
৩. প্রথম প্রাণী।
৪. প্রতিকূল পরিবেশে।
৫. এক কোষী প্রাণী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. ছহীফা অর্থ কি? আল্লাহ পাক কাদেরকে ছহীফা প্রদান করেছিলেন?
২. রাসূলদের নিকট আল্লাহ প্রেরিত কিতাব সমূহের মধ্যে প্রধান কিতাব কয়টি?
৩. মূসা (আঃ)-এর উপরে অবতীর্ণ কিতাবের নাম কি?
৪. দাঊদ (আঃ)-এর উপরে অবতীর্ণ কিতাবের নাম কি?
৫. ঈসা (আঃ)-এর উপরে অবতীর্ণ কিতাবের নাম কি?
৬. শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের নাম কি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১. ম্যালেরিয়া শব্দের অর্থ কি?
২. ম্যালেরিয়া জীবাণু কি ধরনের জীব?
৩. ম্যালেরিয়া জীবাণুর কয়টি প্রজাতি আছে?
৪. ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ প্রথম কোন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন?
৫. ম্যালেরিয়া শব্দটি কে প্রথম ব্যবহার করেন?

** সংগ্রহেঃ শিহাবুদ্দীন আহমাদ*
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি প্রশিক্ষণ

ডাংগীপাড়া, পবা, রাজশাহী ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার: অদ্য সকাল ১০-টায় ডাংগীপাড়া মিছবাহুল উলূম ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার সম্মানিত সুপার জনাব তোযাম্মেল হক্বের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা রাখেন সোনামণি নওদাপাড়া মারকায শাখার পরিচালক রবীউল আওয়াল। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আকাবুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ফারজানা।

জায়গিরগ্রাম, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৪ জুলাই শুক্রবার: অদ্য সকাল ৯-টায় জায়গিরগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার পরিচালক জনাব মুস্তাফীযুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন সোনামণি চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার উপদেষ্টা জনাব শরীফুল ইসলাম, সহ-পরিচালক জনাব নেফাউর রহমান ও ওমর ফারূক প্রমুখ। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আবু সুফিয়ান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে ইখলাছুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনাব আব্দুল্লাহিল কাফী। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণিদের মাঝে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিশ্বনাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ২৪ জুলাই শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক বিশেষ সুধী সমাবেশ ও সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সম্মানিত সভাপতি ও যেলা সোনামণির প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশ ও প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হুসাইন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি আবু রায়হান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি মওদূদ আহমাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার সভাপতি জনাব শরীফুল ইসলাম।

ভুগরইল, রাজশাহী ১৭ আগষ্ট সোমবার: অদ্য বাদ আছর মধ্য ভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র, দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ছাত্র ও অত্র মসজিদের মক্তবের শিক্ষক সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফরীদুয্যামান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে নাবীলা আক্তার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি আব্দুল্লাহ আল-মুইত।

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ভারতের দখলে বাংলাদেশের ৩৫০০ একর জমি

ভারতের দখলে রয়েছে বাংলাদেশের ৩ হাযার ৫০৬ একর জমি। দখলকৃত এই জমি ছাড়াও ভারতের রয়েছে বাংলাদেশের ১১১টি ছিটমহল। ছিটমহলের জমির পরিমাণ ১৭ হাযার ১৫৮.১৩ একর। ভারতের সীমান্তরক্ষী বিএসএফ গত ১২ বছরে বাংলাদেশের ৩ হাযার নাগরিককে নির্যাতন করেছে। তাদের মধ্যে নিহত হয়েছে ৯১০ জন। বাংলাদেশের আপত্তি সত্ত্বেও বাংলাদেশ সীমান্তে ভারত ৩ হাযার ২শ' কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ২ হাযার কিলোমিটার বেড়া নির্মাণ শেষ করেছে।

উত্তরাঞ্চলে ২০ লাখ মাদকাসক্ত

উত্তরাঞ্চলের সড়ক-মহাসড়ক মাদক পাচারের নিরাপদ রুট। বাসে ও ট্রাকের মালামালের সঙ্গে এতদঞ্চলে মাদক আসছে। উত্তর সীমান্ত পার হয়ে প্রতিদিন প্রায় ১০ লাখ বোতল ফেনসিডিল আসে। আসে হেরোইন এবং নেশা জাতীয় ট্যাবলেট ও ইনজেকশন। মাদকদ্রব্যের অবাধ বাণিজ্যে উত্তর জনপদের পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর, নাটোর, নওগাঁ, রংপুর ও জয়পুরহাট যেলায় মাদকাসক্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। উত্তরাঞ্চলের ১৬ যেলার শহর-বন্দর ও গ্রামগঞ্জে মাদকাসক্তের সংখ্যা ২০ লাখেরও বেশী। এদের মধ্যে ১৫ লাখেরও বেশী ফেনসিডিল আসক্ত। ৩ লাখ নেশা জাতীয় ট্যাবলেট, ইনজেকশন ব্যবহার করে।

সয়াবিন থেকে দুধ

পুষ্টিমান ও গুণগত মানের দিক থেকে কাছাকাছি অথচ খুব কম খরচে দুধ উৎপাদিত হবে সয়াবিন থেকে। সয়াবিন থেকে প্রতি লিটার এ দুধের উৎপাদনে খরচ পড়বে মাত্র সাত টাকা। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরী বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম বাংলাদেশে প্রচলিত দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রায় ১০টি পদ্ধতির সমন্বয়ের মাধ্যমে সয়াদুধ তৈরির একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। এ পদ্ধতি অনুসারে তৈরী দুধ দ্বারা দই, রসগোল্লা ও রসমালাই তৈরী করা যাবে এবং তরল দুধ হিসাবেও পান করা যাবে।

এনজিও ঋণে রাজশাহীতে হাযার পরিবার নিঃস্ব

রাজশাহীর পবা উপযেলার গ্রাম-গঞ্জে বিভিন্ন এনজিওর বিতরণকৃত ঋণের অতিরিক্ত সূদের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে ঋণগ্রহীতারা। এনজিও কর্মকর্তা এবং কর্মীদের বিভিন্নভাবে হয়রানি ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কয়েক হাযার পরিবার বাড়ি, ভিটেমাটি, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি বিক্রি করে সর্বশান্ত হয়ে পড়েছে। সে সঙ্গে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় শত শত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়েছে। জানা গেছে, উপযেলার প্রতিটি গ্রামে আশা, কারিতাস, পিডিও, এসডিও, ঠেঙ্গামারা, নিস্কৃতি, পদক্ষেপ, ভার্ক, গ্রামীণ ব্যাংক সহ বিভিন্ন এনজিও গ্রামের খেটে খাওয়া দিনমজুর, কৃষক, যুবক-যুবতীকে কোনপ্রকার খোঁজ-খবর না নিয়েই চড়া সূদে ঋণ দিচ্ছে। এমনকি একই পরিবারে ৭-৮টি এনজিওর ঋণের টাকা দিচ্ছে। আর এ টাকার কিস্তি প্রতি সপ্তাহে পরিশোধ করতে না পেরে জমিজমা, বাড়ি-ভিটা বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হচ্ছে, কেউবা এনজিওর অত্যাচারে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

রাস্তা না বাড়ালে বসবাসের অনুপযোগী হবে ঢাকা

যেকোন মেগাসিটিতে মোট ভূমির ২২ থেকে ২৫ শতাংশ রাস্তা থাকা প্রয়োজন। ঢাকায় রাস্তা আছে মাত্র ৮ শতাংশ। চাহিদার তুলনায় এ পরিমাণ ২শ' শতাংশ কম। নগর পরিকল্পনাবিদ ও পরিবহন বিশেষজ্ঞদের মতে গাড়ির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, রাস্তার পরিমাণ না বাড়ালে এবং বিকল্প রাস্তা তৈরী না করলে রাজধানী ঢাকা এক সময় বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। এমনকি যানজটের কারণে ঢাকা অচল হয়ে পড়ারও আশংকা করা হচ্ছে। জানা যায়, প্রায় সোয়া কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই শহরে রাস্তা আছে মাত্র ৩ হাযার ২ কিলোমিটার, যা প্রয়োজনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ। এসব রাস্তার মধ্যে মাত্র ৪শ' ৬২ কিলোমিটার সড়ক দিয়ে ভারি যানবাহন চলতে পারে। বাকী রাস্তাগুলো সরু বা সংকীর্ণ।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ৭০% ছাত্রী উপবৃত্তি বঞ্চিত

নানা শর্ত জুড়ে দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা, শ্রেণী কক্ষে ৭৫ শতাংশ নম্বর প্রাপ্তির শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে উপবৃত্তি প্রাপ্তিতে। এর ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মেয়ে উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি দিতে বাধ্য হচ্ছে। রাজধানীর সিংহভাগ প্রতিষ্ঠানে এ প্রবণতা দেখা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুসন্ধানে এ তথ্য বের হয়ে এসেছে।

অপুষ্টিজনিত কারণে ঘণ্টায় ১০ শিশুর মৃত্যু হচ্ছে

অপুষ্টিজনিত কারণে দেশে প্রতিদিন পাঁচ বছরের কম বয়সী ২৪০টি অর্থাৎ ঘণ্টায় ১০টি শিশু মারা যাচ্ছে। এছাড়া অপুষ্টির কারণে শিশু কম ওযন নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে তাদের ওযন বাড়ছে না, শিশু খাটো হচ্ছে। সর্বশেষ বাংলাদেশ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য জরিপে দেখা যায়, পাঁচ বছরের কম বয়সী ৪১ শতাংশ শিশুর ওযন বয়সের তুলনায় কম। আর বয়সের তুলনায় উচ্চতা কম ৪৩ শতাংশ শিশুর। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলছেন, মায়ের দুধেই এর সমাধান নিহিত আছে। কারণ মায়ের দুধে ২০০টি পুষ্টি উপাদান আছে। পৃথিবীর আর কোন একক খাদ্যে এত পুষ্টি নেই। এই খাদ্যের কোন বিকল্প নেই।

দারিদ্র্যসীমার নীচে সাড়ে ৬ কোটি মানুষ

দেশে নগর-মহানগরে ৪ হাযার ৮শ' বস্তি রয়েছে, যেখানে বাস করছে প্রায় ৩৫ লাখ মানুষ। এছাড়া দেশে এখনও ৬ কোটি ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। বেসরকারী সংগঠন 'অন্বেষণ'-এর এক মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

দেশে সোয়াইন ফ্লু আক্রান্তের সংখ্যা দেড়শ' ছাড়িয়ে গেছে

দেশে সোয়াইন ফ্লু আক্রান্তের সংখ্যা দেড়শ' ছাড়িয়ে গেছে। গত ২৮ আগষ্টে আরো ১৯ জনের শরীরে সোয়াইন ফ্লু ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৩ জনে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুর্নীতি

যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর দুর্নীতি তদন্তে গত ২৩ জুলাই রাজনীতিবিদ, সরকারী কর্মকর্তা এবং ইহুদী ধর্ম যাজকসহ ৪৪ জন গ্রেফতার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেন নিউজার্সির তিন মেয়র এবং রাজ্যের বিচার বিভাগের দুই সদস্য। এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে রাজনৈতিক দুর্নীতি, কিডনী পাচার এবং অর্থ আত্মসাতের মতো নানা কেলেংকারি। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- নিউজার্সির মেয়র পিটার কাম্মারানো, সেককাস মেয়র ডেনিস এলওয়েল, জার্সি সিটির ডেপুটি মেয়র লেওনা বেলডিনি, রিজফিল্ড মেয়র এন্থনি সুয়ারেজ, রাজ্যের বিচার বিভাগীয় সদস্য হারভে স্মিথ ও ডেনিয়েল ভ্যান পেট, নিউজার্সির র‍্যাবাই এলিহু বেন হেইম, নিউইয়র্কের র‍্যাবাই সউল কাসিম ও মোরদেশাই ফিস এবং নিউজার্সির র‍্যাবাই এডমুন্ড নাউম। ব্রুকলিনের র‍্যাবাই লেভি আইজ্যাকের বিরুদ্ধে এক দশক ধরে কিডনী পাচারের অভিযোগ রয়েছে। ১০ হাযার ডলারে কিডনী কিনে তা ১,৬০,০০০ ডলারে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

ভারতে মাওবাদীরা মুক্তাঞ্চল গঠন করতে চলেছে

ভারতের মাওবাদীরা কেরালা থেকে আসাম পর্যন্ত নিজেদের জন্য একটি মুক্তাঞ্চল বা লাল করিডর গড়তে চাইছে। এর মধ্যে তারা ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্র প্রদেশ, উড়িষ্যা ও বিহারের জঙ্গলমহলে মুক্তাঞ্চল তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড়ে মাওবাদীরা একহাযার ৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে একটি মুক্তাঞ্চল গড়ে নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চায়। একই সঙ্গে তারা সমান্তরাল একটি শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে চাচ্ছে। এ লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি যেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলে মাওবাদীরা সন্ত্রাসবিরোধী জনগণের কমিটির ছত্রছায়ায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মাওবাদীরা যুবক ও কিশোরদের নিয়ে গড়ে তুলছে পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি (পিএলজিএ)। উল্লেখ্য, ভারতের ১১টি রাজ্যে মাওবাদীরা এখনো শক্তিশালী। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যে মাওবাদী দমনের উদ্যোগ নিলেও তাদের দমাতে পারছে না। বরং প্রশাসন তাদের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে।

কিউবায় তরুণদের মধ্যে এইডস ছড়িয়ে পড়ছে

কিউবায় তরুণদের মধ্যে এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ দিনের পর দিন বাড়ছে। কিউবার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলছে, ২০০৮ সালে দেশটিতে ১ হাযার ৩০০ জনেরও বেশী লোক এইচআইভি আক্রান্ত হয়েছে। চলতি বছর আরো ১ হাযার ৪০০ জন আক্রান্ত হয়েছে। ১ কোটি ১০ লাখ জনসংখ্যার দেশ কিউবায় ১৯ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণরা এখন সবচেয়ে বেশী হুমকির মুখে।

অং সান সুচির আরো তিন বছর কারাদণ্ড

মিয়ানমারের আদালত গত ১১ আগষ্ট রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে সে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী অং সান সুচিকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। রায়ে সুচিকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। তবে সামরিক জান্তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে সাজার মেয়াদ ১৮ মাস করা হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশী মানুষ প্রাণ হারায় ভারতে

ভারতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতি ঘণ্টায় ১৩ জন নিহত হয়, যা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ চীনের চেয়েও বেশী। দেশটির অপরাধ বিষয়ক জাতীয় ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, ২০০৭ সালে ভারতে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে প্রায় এক লাখ ১৪ হাযার, যা ২০০৬ সালের চেয়ে ৬ দশমিক ১ শতাংশ বেশী। ভারতের অন্ধ্র প্রদেশে সবচেয়ে বেশী মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। উল্লেখ্য, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র (ডব্লিউএইচও) প্রতিবেদন মতে, ২০০৬ ও ২০০৭ সালে ১৭৮টি দেশে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, বিশ্বে প্রতিবছর মোট ১২ লাখ মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়।

বিহারে স্কুলে গেলে প্রতিদিন এক রুপী

ভারতের বিহার রাজ্যে গরীব শিশুদের স্কুলে আসায় উৎসাহ জোগাতে প্রতিদিন এক রুপী করে দেয়া শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। এভাবে শিক্ষার হার বাড়ানোই উদ্দেশ্য। বিহারের আদিবাসী কল্যাণবিষয়ক মন্ত্রী জিতান রাম মালজিহি বলেছেন, অর্থের পরিমাণ কম হ'তে পারে, কিন্তু এতে দরিদ্র শিশুরা স্কুলে ফিরবে। উল্লেখ্য, সরকারী তথ্যানুযায়ী ভারতের জনসংখ্যার কমপক্ষে ৪০ শতাংশ দিনে ১ ডলার ২৫ সেন্টেরও কম অর্থে জীবন ধারণ করে থাকে।

এশিয়ায় মারাত্মক খাদ্য ঘাটতির আশংকা

পানি ও কৃষি ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন ঘটানো না গেলে এশিয়াকে ধারাবাহিক খাদ্য সংকট এবং সামাজিক অসন্তোষের সম্মুখীন হতে হবে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এবং আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ঐ রিপোর্টে আরো বলা হয়, ২০১০ সালের মধ্যে এশিয়ায় অতিরিক্ত দেড়শ' কোটি লোক বসবাস করবে। এর ফলে খাদ্য সরবরাহের উপর আরো চাপ সৃষ্টি হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ

দক্ষিণ কোরিয়া গত ২৫ আগষ্ট তাদের প্রথম রকেট সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করেছে। সফটওয়্যার সমস্যার কারণে উৎক্ষেপণের মাত্র আট মিনিট আগে তা স্থগিত করার ছয়দিন পর ঐদিন তা উৎক্ষেপণ করা হয়। রাশিয়ার সহযোগিতায় দক্ষিণ কোরিয়ার একটি উপগ্রহ কক্ষপথে উৎক্ষেপণের প্রকল্পটি ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত সাতবার বিলম্বিত হয়।

তামাক সেবনে বিশ্বে ৬০ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটবে

তামাক সেবন থেকে ক্যান্সার, হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট এবং আরো অনেক রোগে আক্রান্ত হয়ে আগামী বছর ৬০ লাখ লোকের মৃত্যু ঘটবে। বিশ্বের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ২৫ আগষ্ট একথা বলা হয়েছে। 'ওয়ার্ল্ড লাং ফাউন্ডেশন' এবং 'আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি'র এই নতুন হিসাবে দেখা গেছে, তামাকের ব্যবহারের কারণে চিকিৎসা ব্যয়, উৎপাদনশীলতা এবং পরিবেশের ক্ষতি মিলিয়ে বছরে সরাসরি বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রায় ৫শ' মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়ে থাকে। বিশ্বে প্রতি ১০ জনে ১ জন তামাক সেবনে মারা যায়। বিশ্বের ১শ' কোটি মানুষ ধূমপান করে, যার মধ্যে ৩৫ শতাংশ উন্নত দেশে আর ৫০ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশে।

ভারতে ৩৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে

বর্তমানে ভারতে ৩৮ শতাংশ লোক চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এই হার বর্তমানের ২৭ দশমিক ৫ ভাগের চেয়ে ১০ ভাগ বেশী। বর্তমানে ভারতে ২৯ কোটি ৭০ লাখ লোক চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে।

মুসলিম জাহান

পিএলও'র নতুন নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত

'প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনে'র (পিএলও) পার্লামেন্ট তাদের নির্বাহী পরিষদের ছয়জন নতুন সদস্য নির্বাচিত করেছে। পিএলও'র একজন মুখপাত্র বলেন, নির্বাচিত ছয় জনের মধ্যে রয়েছেন সম্প্রতি ফাতাহ 'আন্দোলনে'র নেতৃত্ব থেকে সরে যাওয়া প্রবীণ নেতা আহমাদ কোরেই, শীর্ষ আলোচক সায়েব এরাফাত ও আইন পরিষদ সদস্য হালাল আমরাবি। ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস নির্বাহী কমিটিতে নেতৃত্ব প্রদান করছেন। আব্বাসের ফাতাহ গোষ্ঠীসহ ফিলিস্তীনী জাতীয়তাবাদী উপদলগুলো পিএলও গ্রুপে অন্তর্ভুক্তি। তবে 'হামাস' এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পদ বাড়ছে

সম্পদের হিসাবে বিশ্বের একশটি ইসলামিক ব্যাংকের আমানত পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২০০৮ সালে ৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন দ্য এশিয়ান ব্যাংকার-এর বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়, গত বছর শীর্ষ একশটি ইসলামী ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮ হাযার কোটি মার্কিন ডলার, যা ২০০৭ সালে ছিল ৩৫ হাযার কোটি মার্কিন ডলার। একই সময়ে এশিয়ার ৩শ' বৃহত্তম ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব ব্যাংকের সম্পদ বৃদ্ধির হার ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ পিছিয়ে পড়েছে। দ্য এশিয়ান ব্যাংকার ম্যাগাজিন জানায়, ২০০৮ সালে অর্থনৈতিক বিশৃংখলায় বেশির ভাগ পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান পঙ্গু হয়ে পড়লেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রাধান্য ও আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্যাগাজিনের সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী ইমানুয়েল ডালিয়েল বলেন, আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে গতিশীলতা ও শক্তিশালী তদারকি ব্যবস্থার কারণে ইসলামী অর্থনীতির জনপ্রিয়তা বিস্ময়করভাবে বাড়ছে।

পরমাণু চুল্লি পরিদর্শনের অনুমতি দিল ইরান

পারমাণবিক কর্মসূচী পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার মতে, ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরীতে ব্যবহার করা সম্ভব এমন সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন হার কমিয়েছে। এছাড়া নাতান্স ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ কেন্দ্রে সংস্থাটির নযরদারী আরো বাড়ানোর ব্যাপারেও সম্মত হয়েছে তেহরান। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা আইএইএ ২৮ আগষ্ট এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের আরাক নামের আইআর-৪০ পারমাণবিক চুল্লিতেও প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে ইরান সরকার। এছাড়া সংস্থাটি বলছে, নাতান্স পারমাণবিক কেন্দ্রে ইরান সম্প্রতি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সেন্ট্রিফিউজ স্থাপন করছিল। এ ধরনের যন্ত্রপাতি সেখানে বাড়ানোও হয়েছে, তবে সেগুলোতে উৎপাদন হার কমিয়েছে দেশটির সরকার। আগামী নভেম্বরে নাতান্স পারমাণবিক কেন্দ্রের মালসামান খতিয়ে দেখার পরিকল্পনা রয়েছে আইএইএ'র।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

যুদ্ধ করবে ক্লান্তিহীন রোবট

জলে-স্থলে এমন যোদ্ধাই তো দরকার, যে কখনও ক্লান্ত হয় না, কখনও ঘুমায় না কিংবা যার শরীর থেকে এমনকি রক্তও বের হবে না। তা যোদ্ধা হিসাবে যত বড়ই হোক, একজন মানুষ কখনও এসব মানবীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত নয়। রোবট প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠান 'প্যাকবট' নামে এমন কিছু রোবট বাজারে এনেছে, যেসব রোবটের মধ্যে ওপরের সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। মেরিল্যান্ডের নেভাল এয়ারফিল্ডের একটি প্রদর্শনীও করে ফেলেছে তারা। এ ধরনের রোবট অনায়াসে পাথরের উপর উঠে যেতে পারবে। যান্ত্রিক বাহুতে বহন করতে পারবে বিস্ফোরক দ্রব্য।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ও হালকা মানব

নেপালের খগেন্দ্র থাপা মাগার বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ও হালকা মানব। তার উচ্চতা ৫০ সেন্টিমিটার এবং ওযন ৫ কেজি। তিনি গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান করে নিয়েছেন।

বিশ্বের প্রথম মহাকাশ বন্দর

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোতে নির্মিত হচ্ছে বিশ্বের প্রথম মহাকাশ বন্দর। এ বন্দর নির্মাণের মধ্য দিয়ে মহাকাশ গবেষণায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। এতে ব্যয় হবে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার। এতে ৩ হাযার মিটার রানওয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ক্যান্সারের প্রসারণ বিরোধী নয়া চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবন

মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলছেন, তারা স্যালিনোমাইসিন নামে একটি যৌগ উদ্ভাবন করেছেন যা ক্যামোথেরাপির চেয়ে ১শ' গুণ বেশী ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করতে সক্ষম।

পৃথিবীর সমান গ্রহ

গ্রহ শিকারী স্পেস টেলিস্কোপ কেপলার পৃথিবীর সমান গ্রহের ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞানীরা গ্রহটির নাম দিয়েছেন হ্যাট-পি-৭। পৃথিবী থেকে প্রায় এক হাযার আলোকবর্ষ দূরে একটি নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করছে এই গ্রহ। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল, গ্রহটি তার নক্ষত্র থেকে আমাদের পৃথিবীর সূর্যের দূরত্বের চেয়ে প্রায় পঁচিশগুণ কাছে। আর নক্ষত্রটিকে প্রদক্ষিণ করছে মাত্র ২.২ দিনে।

ডুবুরি ধান

প্লাবন ভূমিতে পানির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত বাড়তে পারে এমন এক উচ্চ ফলনশীল নতুন জাতের ধানের জিন আবিষ্কার করেছেন জাপানের বিজ্ঞানীরা। এই জিন সংযোজনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ধান গাছ এত দ্রুত বাড়তে পারে যে, জমিতে বন্যার পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি পানির ওপর মাথা তুলে থাকতে পারে। সেজন্য এই ধানের নাম দেয়া হয়েছে 'স্নোরকেল রাইস' বা ডুবুরি ধান। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে বিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লোকজন বন্যার কারণে কোন ধান চাষ করতে পারে না। পানি জমে মরে যায়। এশিয়া ও আফ্রিকার ৪০ শতাংশ ফসলই এভাবে নষ্ট হয়। নতুন উদ্ভাবিত ডুবুরি ধান এই সমস্যার সমাধান করবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কর্মী প্রশিক্ষণ

খুলনা ১৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার: অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবরচাকা মোহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে দিনব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলী হাফেয, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল কুদ্দূস প্রমুখ।

মাসব্যাপী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৩ আগষ্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে মাসব্যাপী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের উদ্বোধন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। মাসব্যাপী দাওয়াতী কর্মসূচীর অংশ হিসাবে প্রতিদিন বাদ আছর হ'তে ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলবে ইনশাআল্লাহ। এর প্রথম অংশে রয়েছে কুরআন শিক্ষা ক্লাস এবং দ্বিতীয়াংশে বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

যুবসংঘ

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ

ঢাকা ৩০ ও ৩১ জুলাই: 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ঢাকা যেলা কার্যালয়ে দুই দিনব্যাপী আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, নরসিংদী ও কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা অংশ নেয়। ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি যহুরুল হক যায়েদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুরসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৩ ও ১৪ আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়া কমপ্লেক্সে গত ১৩ ও ১৪ আগষ্ট দুই দিন ব্যাপী আঞ্চলিক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি অধ্যাপক শহীদুয্যামান ফারূকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সীমান্ত আদর্শ ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মহিদুল ইসলাম প্রমুখ। ১৪ আগষ্ট শুক্রবার জুম'আর পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

সাহারবাটি, মেহেরপুর ২০ ও ২১ আগষ্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে যেলার গাংনী থানাধীন সাহারবাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গত ২০ ও ২১ আগষ্ট দুই দিন ব্যাপী আঞ্চলিক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। প্রশিক্ষণে মেহেরপুর যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে এবং রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার কর্মীরাও অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিন বাদ আছর অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং পরদিন জুম'আর পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।

আখালিয়া, নরসিংদী ২১ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বিকাল সাড়ে ৪-টায় নরসিংদী যেলার আখালিয়া শাখার ইসলামী পাঠাগারে ২১ দিন ব্যাপী 'ছালাত ও দো'আ শিক্ষা'র সমাপনী দিনে এক আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীর হামযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ

Contents

আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমীনুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মাহফূযুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, বর্তমান সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন। অনুষ্ঠানে ছালাত ও দো'আ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে অধ্যাপক জালালুদ্দীন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ ছাড়াও দুই শতাধিক ছাত্র ও সুধী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন আখালিয়া জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মতীউর রহমান, পাঁচরুখী জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন, ডহরীর টেক জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মোস্তাফীযুর রহমান।

কর্মী সমাবেশ

গাযীপুর ৩১ জুলাই শুক্রবার: অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার আহ্বায়ক মাওলানা হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ খসরু পারভেজ। সমাবেশ শেষে মুহাম্মাদ হাতেমকে সভাপতি, আব্দুল মালেককে সহ-সভাপতি এবং কাযী মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নাটোর ১১ আগস্ট মঙ্গলবার: অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগাতিপাড়া উপযেলার বাঁশবাড়ী সাংগঠনিক এলাকার উদ্যোগে বাঁশবাড়ী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সঊদী প্রবাসী আব্দুল ওয়াহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য ডা. মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক্ব প্রমুখ।

মারকায সংবাদ

নওদাপাড়া মাদরাসার ইয়াতীমখানা পুনরায় চালু

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত রাজশাহী মহা নগরীর নওদাপাড়াস্থ **'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (কমপ্লেক্স)'**-এর ইয়াতীম বিভাগ পুনরায় চালু হয়েছে। গত ২৮ আগষ্ট রোজ শুক্রবার বাদ আছর কমপ্লেক্সের পশ্চিম পার্শ্বস্থ বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে ইয়াতীম বিভাগ পুনরায় চালুকরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিলে কমপ্লেক্সের নির্বাহী সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক **অধ্যাপক আব্দুল লতীফ** আনুষ্ঠানিকভাবে ইয়াতীম বিভাগ উদ্বোধন করেন।

সমবেত সুধীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, ২০০৫ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'ইয়াতীম বিভাগ' পুনরায় চালু করতে পেরে আমরা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তিনি বলেন, অত্র কমপ্লেক্সের ইয়াতীম বিভাগের ছাত্র বর্তমানে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে এবং এ বছর সেখানে মাস্টার্সে সুযোগ পাওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এই গৌরব আমাদের সকলের। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে আমরা ৫০ জন ইয়াতীম নিয়ে এই বিভাগ চালু করছি। তবে সত্বর এই সংখ্যা ১০০তে উন্নীত করা হবে ইনশাআল্লাহ। ইয়াতীমদের থাকা-খাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা ও যাতায়াত সহ সার্বিক ব্যয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহন করা হবে। এ জন্য আমরা দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের উদার সহযোগিতা কামনা করছি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. এস.এম. আযীযুল্লাহ, অত্র কমপ্লেক্সের শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী, টিটিসি রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল জনাব আয়নুল হক, স্থানীয় সুধী মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে ছয় শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

মানবতার শেষ আশ্রয় হ'ল ইসলাম

-আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২৭ আগষ্ট : অদ্য ৫ রামাযান বৃহস্পতিবার স্থানীয় সাফা ওয়াং কম্যুনিটি সেন্টারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আয়োজিত ইফতার-পূর্ব আলোচনা সভায় প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উপস্থিত তিন শতাধিক ছাত্র কর্মীর উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তোমাদের পিতা-মাতারা তোমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য পাঠিয়েছেন, নোংরা রাজনীতির ঘেরাটোপে পড়ে শহীদ বা গাযী হওয়ার জন্য পাঠাননি। তিনি বলেন, মানবতার শেষ আশ্রয় হ'ল ইসলাম। আর ইসলাম বলতে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে বুঝায়। মানুষকে এক সময় সব ছেড়ে এখানে ফিরে আসতেই হবে। তিনি 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মী ও ছাত্র বৃন্দকে যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত এগিয়ে নেবার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাবেক সভাপতি ডঃ এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ডঃ সাখাওয়াত হোসাইন, মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘে'র সভাপতি ইমামুদ্দীন ও সেক্রেটারী আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের সভাপতি আব্দুছ ছবূর।

যেকোন বাধা মুকাবিলায় আদর্শের উপর দৃঢ় থাকুন

-আমীরে জামা'আত

বেরাইদ, ঢাকা ২৮ আগষ্ট : অদ্য ৬ রামাযান শুক্রবার বেরাইদ পূর্ব পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, পবিত্র রামাযান এসেছে আমাদেরকে তাক্বওয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য। প্রকৃত তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিদের শয়তানী চক্রান্তের মুকাবিলায় সর্বদা কঠিন পরীক্ষা সমূহের সম্মুখীন হ'তে হয়। এতদসত্ত্বেও যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহভীতির উপর দৃঢ় থাকবে তাদের জন্যই রয়েছে জান্নাত। দুনিয়া পূজারীরা তাদের অপদস্থ করলেও প্রকৃত অর্থে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত। এ প্রসঙ্গে তিনি বিগত যুগে আছহাবুল উখদূদের মর্মান্তিক ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, এ যুগে যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে মানুষকে আহ্বান জানাবে, বিরোধীদের নানা অপবাদ, চক্রান্ত ও নির্যাতন তাদের সহ্য করতে হবে। তবে শুভ পরিণাম সর্বদা মুত্তাক্বীদের জন্যই থাকবে।

জুম'আর ছালাত শেষে মুছল্লীদের দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি পুনরায় সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন ও সকলকে সংগঠনের অধীনে থেকে সুশৃংখলভাবে জামা'আতী যিন্দেগী যাপনের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় চেয়ারম্যান জনাব মাহফূযুর রহমান তাঁর স্বাগত বক্তব্যে আমীরে জামা'আতের আগমনে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান এবং সকলকে সংগঠনভুক্ত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ব্যক্ত করেন ও ৭ থেকে ১৩ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের অত্র সংগঠনে অনতিবিলম্বে যোগ দিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন' এবং বেরাইদ শাখা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় তিনি স্থানীয় এম.পি জনাব এ.কে.এম. রহমাতুল্লাহ্র আমন্ত্রণে তাঁর বাসায় ইফতার করেন এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আলহাজ্জ মোশাররফ হোসাইনের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ শেষে রাতেই ঢাকায় ফেরেন।

বিশ্ববিদ্যালয়কে কুরআন গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত করুন

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৯ আগষ্ট : অদ্য ৭ রামাযান শনিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলাদেশ পাবলিক লাইব্রেরী সেমিনার কক্ষে আয়োজিত ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে এবং কুরআনই বিশ্বমানবতার জন্য সবচেয়ে বড় নে'মত। জনগণের কাছে কুরআনী বিধান সমূহ পৌঁছে দেওয়া, তাদেরকে বুঝানো ও তা বিশদভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব হ'ল মুসলিম উম্মাহ্র। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কুরআন-হাদীছ গবেষণার কোন সুযোগ নেই। ফলে এক সময়ে বিজ্ঞানে নেতৃত্বদানকারী মুসলিম উম্মাহ আজ বিজ্ঞানে পশ্চাদপদ জাতিতে পরিণত হয়েছে। তিনি ছাত্রদেরকে বর্তমানের প্রতারণাপূর্ণ, ক্ষমতালোভী ও রক্তপিপাসু রাজনীতির খপপর হ'তে দূরে থেকে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান এবং তাদেরকে ৬টি গুণ অর্জনের উপদেশ দেন। তিনি যুবসংঘের কর্মীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ছাত্রদের নিকট জামা'আতবদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার আহ্বান পৌঁছে দেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নাম নয়, বরং এটি একটি দাওয়াত বা আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলন বিভিন্ন মাযহাব, তরীকা, ইযম ও দলীয় সংকীর্ণতার গণ্ডীভাঙ্গা আন্দোলন। তিনি বলেন, সবকিছু ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই মানুষের মুক্তি নিহিত।

অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ ছিদ্দীকুর রহমান নিযামী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যারা ইসলামপন্থী বলে পরিচিত, তারা গণতন্ত্রের সাথে কিভাবে আপোষ করেন, আমরা বুঝতে পারি না। কেননা দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের ধারক। তিনি বলেন, সবার মধ্যে আমরা আপোষকামিতার রোগ দেখতে পাচ্ছি। আমি এখানে এসে বিভিন্ন বক্তব্য শুনে আনন্দিত হয়েছি এটা জেনে যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' একটি আপোষহীন ইসলামী আন্দোলন। তিনি বলেন, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে কখনো আপোষ হয় না। সত্য একদিন বিজয়ী হবেই। তিনি বলেন, আমি আরও আনন্দিত হয়েছি এজন্য যে, ভেবেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ আন্দোলনে হোসায়েন আল-মাহমূদ একা। কিন্তু এখন দেখছি অগণিত 'হোসায়েন' তৈরী হয়ে গেছে'। উল্লেখ্য যে, অনুষ্ঠানে 'যুবসংঘে'র তিন শতাধিক ছাত্র কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সভাপতি আরবী বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র হোসায়েন আল-মাহমূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও সার্জারী বিভাগের প্রধান জনাব ডাঃ সহিদুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব রোকনুজ্জামান, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সেক্রেটারী জনাব তাসলীম সরকার, আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন ও ঢাকা যেলা সভাপতি জনাব যহূরুল হক যায়েদ প্রমুখ। এছাড়াও বিশিষ্ট মেহমানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বারের প্রবীণ আইনজীবী এডভোকেট আব্দুল মতীন, খুলনার মাওলানা মুরাদ বিন আমজাদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব হারূনুর রশীদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ফরীদুদ্দীন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন ইংরেজী ২য় বর্ষের ছাত্র ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আহলেহাদীছ যুবসংঘের অর্থ সম্পাদক মেহেদী আরিফ।

Contents

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪৪১) ছিয়াম অবস্থায় থুথু গিলে ফেললে, রক্ত বের হলে এবং অনিচ্ছায় বমি হলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় কি?

-ফয়েয
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত কারণ সমূহে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কারো অনিচ্ছায় বমি হ'লে ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে। তার স্থলে একটি ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২০০৭; ছহীহ তিরমিযী হা/৭২০)*। থুথু গিলে ফেললে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ উহা ভিতরের বস্তু। ছিয়াম অবস্থায় বাহির থেকে খাওয়া বা পান করা নিষিদ্ধ। রক্ত বের হ'লেও ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০২)*। তবে শারীরিক দুর্বলতা থাকলে শিঙ্গা লাগানো থেকে বিরত থাকবে *(বুখারী, মিশকাত হা/২০১৬)*।

প্রশ্নঃ (২/৪৪২) অনেক স্থানে জুম'আ এবং দুই ঈদের দিনে সম্মিলিতভাবে কবর যিয়ারত করা হয়। কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি কী?

-ইসমাঈল
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকাডাকি করে কবর যিয়ারত করা ঠিক নয়। নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে কবর যিয়ারত করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কবর যিয়ারত মানুষের মরণকে স্মরণ করায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)*। একাকী কবর যিয়ারত করা ভাল। রাসূল (ছাঃ) সাধারণত একাই কবর যিয়ারত করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৬)*। একাকী কবর যিয়ারত করতে গেলে হাত তুলে দো'আ করবে *(মুসলিম ১/১১৩ পৃঃ)*। একাধিক ব্যক্তি গেলে মৃত ব্যক্তির জন্য সবাই নিজ নিজ দো'আ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪)*। প্রচলিত প্রথায় সম্মিলিতভাবে কখনো দো'আ করবে না। এই প্রথা বিদ'আত।

প্রশ্নঃ (৩/৪৪৩) মোবাইল ফোনের মেমোরী থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনলে এবং অন্যকে শুনালে ছওয়াব হবে কি?

-আব্দুস সাত্তার
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে কুরআন তেলাওয়াত শুনলে ও শুনালে নেকী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন কুরআন তোমাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয়' *(আ'রাফ ২০৪)*। এতে বুঝা যায় যে, কুরআন শুনলে আল্লাহ্‌র দয়া হয়। তবে কুরআন নিজে তেলাওয়াত করা উচিত। এতে প্রতি হরফে দশ নেকী হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২; তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪৪) ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে কি?

-রায়হানুল ইসলাম
সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাতের জন্য যেসব খাত উল্লেখ করেছেন এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(তওবা ৬০)*। এমনকি উক্ত টাকা দ্বারা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থাও করা যাবে না *(মুগনী ৪/১২৫)*। একদা ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, যাকাতের টাকা দিয়ে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা এবং কাফন-দাফন করা যাবে কি? তিনি উত্তরে বলেন, না *(মুগনী ৪/১২৬ পৃঃ, মাসআলা নং ৪৩১)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৪৫) নিজে কোন আমল না করে অন্যকে তার নছীহত করা কি ধরনের অপরাধ?

-ফারূকুযযামান
বাঁকাল মাদরাসা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নিজে কোন আমল না করে অন্যকে করতে বলা মস্ত বড় অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন সে কথা বল যা তোমরা কর না? আল্লাহ্‌র নিকট ইহা অত্যন্ত ক্রোধের কারণ যে, তোমরা এমন কথা বলবে যা তোমরা কর না' *(ছফ ৩-৪)*। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নামে দিবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪৪৬) জনৈক পীর ছাহেব তাবীয দিয়ে ১০ টাকা করে হাদিয়া নেন। জিজ্ঞেস করলে বলেন, শাফেঈ মাযহাব মতে তাবীয দেয়া জায়েয। এর সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

Contents

-সাঈদ আল-মাহমূদ
কিসমত ঘোড়াগাছা, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ তাবীয-কবয করা শেরেকী কাজ যা পরিহার করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় তাবীয ব্যবহার করা শিরক *(আহমাদ, আবুদাঊদ,মিশকাত হা/৪৫৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হ/৪৯২)*। উল্লেখ্য, কোন ব্যক্তি বা কোন মাযহাব শরী'আতের দলীল নয়। তাই কোন কিছুর বৈধতার জন্য কোন ব্যক্তি বা মাযহাবকে দলীল হিসাবে পেশ করা উচিত নয়। তাছাড়া শাফেঈ মাযহাবে তাবীয দেওয়া জায়েয একথার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (৭/৪৪৭) জনৈক বক্তা বলেন, মানুষের আয়ু ও খাবার নির্ধারিত আছে। ৬০ বছরের খাবার ৪০ বছরে খেয়ে নিলে ৬০ বছরের সমান ইবাদতের সুযোগ থাকে না আর ৬০ বছরের খাবার ৮০ বছরে খেলে ইবাদতের সুযোগ বেশী হয়ে যায়। একথা কি ঠিক?

-সুমন
কন্দনা, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ বান্দার আয়ু ও রূযী সবই তাক্বদীরে পূর্ব নির্ধারিত। অতএব যখন তার আয়ু শেষ হবে, তখন বুঝতে হবে তার রূযীও শেষ হয়ে গেছে ।

প্রশ্নঃ (৮/৪৪৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার পরিবারের নিকট এসে দেখল তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছে। তখন সে ময়দানের দিকে বের হল। অতঃপর তার স্ত্রী যখন দেখল তার স্বামী খাদ্যের তালাশে বের হ'লেন, তখন সে আটা পিষার চাক্কির কাছে গেল এবং চাক্কির এক পাট অপর পাটের উপর রাখল। অতঃপর চুলার কাছে গিয়ে আগুন জ্বালাল। তারপর দো'আ করল, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রিযিক দান কর। তারপর সে চাক্কির পাশে রক্ষিত পাত্রটির প্রতি লক্ষ্য করল ও দেখল যে তা ভর্তি হয়ে গেছে। অতঃপর সে রুটি তৈরী করার জন্য চুলার কাছে গিয়ে দেখে যে, সেখানকার পাত্রটি রুটিতে পরিপূর্ণ। তারপর স্বামী ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কি কারো নিকট হ'তে কিছু পেয়েছ? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। আমরা আমাদের রবের কাছ থেকে পেয়েছি। অতঃপর লোকটি চাক্কির নিকট গিয়ে পাটটি খুলে রাখল এবং নবী (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা সব খুলে বলল। তিনি শুনে বললেন, চাক্কির পাটটি না সরালে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা ঘুরতে থাকত এবং আটা বের হ'তে থাকত (আহমাদ হা/১০৬০৬; মিশকাত হা/৫৩১১)। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-তামান্না তাসনীম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ হাদীছটি 'হাসান' *(আহমাদ, মিশকাত 'তাওয়াককুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ; হেদায়াতুর রুওয়াত হা/৫২৪১; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৯৩৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪৯) জুম'আর দিন পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা উত্তম। এ কথার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডা. ওমর ফারূক
ভগিরথপুর, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত কথা সঠিক নয়। যেকোন দিন কবর যিয়ারত করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)*। জুম'আর দিন কবর যিয়ারতের ফযীলত সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯-৫০; বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান মিশকাত হা/১৭৬৮ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫০) নামের প্রথমে মুহাম্মাদ লেখা যাবে কি? অনেকেই যরূরী মনে করে। আবার অনেকে বলে মুহাম্মাদ লিখলে গুনাহ হবে। কোনটি সঠিক?

-আব্দুল আলীম
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ নামের শুরুতে 'মুহাম্মাদ' লেখায় কোন দোষ নেই। বৃটিশ আমলে হিন্দুদের শ্রীর স্থানে মুসলিমদের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ লিখা হ'ত। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব দেশে মুসলিম বিদ্বানগণের নামের শুরুতে 'মুহাম্মাদ' লিখতে দেখা যায়। যেমন মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ দারায, মুহাম্মাদ আহমাদ বাশমীল, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, মুহাম্মাদ সুলায়মান আল-আশক্বার প্রমুখ। মুসলমানের নাম শুধু 'মুহাম্মাদ' বা শুধু 'আবুল কাসেম' রাখা যাবে। তবে দু'টি একত্রে না রাখাই উত্তম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৫১; তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৭৬৯, ৪৭৭২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪৫১) কুরআন নিয়মিত রাতে না পড়লে কুরআন সুফারিশ করবে না। অনুরূপ সূরা মুলক রাতে শোওয়ার পর না পড়ে দিনে পড়লে কবরের শাস্তি মাফ হবে না। একথা কি ঠিক?

-আব্দুল মুত্তালিব
চাঁদপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন যখনই তেলাওয়াত করা হোক ক্বিয়ামতের মাঠে তা সুফারিশ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)*। অন্য হাদীছে রাত্রির কথাও এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কুরআন ক্বিয়ামতের মাঠে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এই ব্যক্তিকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। আপনি তার ব্যাপারে আমার সুফারিশ কবুল করুন। ফলে তার সুফারিশ কবুল করা হবে' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩ 'ছওম' অধ্যায়)*। এর দ্বারা রাতের নিরিবিলি পরিবেশে অধিক মনোযোগের সাথে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

সূরা মুল্‌কের বিষয়টিও অনুরূপ। রাত্রে পড়া শর্ত নয় *(তিরমিযী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪০; মিশকাত হা/২১৫৪)*। তবে এক হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) সূরা সাজদা ও মুল্‌ক না

পড়ে রাতে ঘুমাতেন না *(তিরমিযী হা/৩০৬৬; মিশকাত হা/২১৫৫)*। উল্লেখ্য, সূরা সাজদা ও মুল্ক রাত্রিতে পাঠ করলে অন্যান্য সূরার তুলনায় ৬০ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যায় বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(দারেমী, মিশকাত হা/২১৭৬)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪৫২) কিরামান ও কাতেবীন দুইজন ফেরেশতা মানুষের হিসাব লিখেন। এ কথা কি ঠিক?

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কিরামান কাতেবীন দু'জন ফেরেশতার নাম নয়। এর অর্থ সম্মানিত লেখকগণ। অনেক ফেরেশতা হিসাব লিখেন। তারা সকলেই সম্মানিত লেখক হিসাবে অভিহিত।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৫৩) ঈদের ছালাতের পর পরস্পরে কোলাকুলি করা কি জায়েয?

-মুকাম্মাল
দিনাজপুর।

উত্তর: ঈদের ছালাতের পর কোলাকুলি করা ঠিক নয়। এর পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে নতুন আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবরাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬০-এর আলোচনা ১/২৫২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৫৪) গল্প-উপন্যাস পড়া কিংবা লেখা যাবে কি?

-দীপু এবং তুহিন
জয়পুরহাট।

উত্তর: গল্প ও উপন্যাস চরিত্র গঠন ও শিক্ষামূলক হ'লে পড়া বা লেখা যাবে। যেমন প্রয়োজনে শিক্ষামূলক কবিতা পড়া যায়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা কবিতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'ইহা কিছু বাক্য মাত্র। অতএব এর ভালটি ভাল এবং মন্দটি মন্দ' *(দারাকুৎনী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৮০৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'বক্তব্য ও কবিতা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব অশ্লীল গল্প ও উপন্যাসের বই লেখা যাবে না এবং পড়া যাবে না। এতে চরিত্রের অবনতি ঘটবে।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৫৫) প্রশ্নঃ বিভিন্ন মসজিদে তারাবীহ্‌র ছালাতে মুনাজাতের সময় 'ইয়া মজীরু ইয়া মুজীরু' বলে যে দো'আ পড়া হয় তার ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারূনুর রশীদ
শাসনগাছা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রথমত: প্রচলিত দলবদ্ধ পদ্ধতিতে মুনাজাত করা শরী'আত সম্মত নয়। দ্বিতীয়ত: বর্ণিত দো'আর প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

(১৬/৪৫৬) অনেক স্থানে দুই বা তিন জন ব্যক্তি ঈদের খুৎবা প্রদান করেন। এটা কি সুন্নাত সম্মত?

আব্দুর রাযযাক
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ঈদের খুৎবা একজন দেওয়াই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাই খুৎবা দিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯; নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৪৬)*। দুই বা তিনজন ব্যক্তি ঈদের খুৎবা দিয়েছেন মর্মে রাসূল (ছাঃ) এবং চার খলীফাসহ ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। অতএব খতীব ব্যতীত অন্যদের ঈদের মাঠে বক্তৃতা করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৫৭) জনৈক ব্যক্তি মসজিদের কিছু আসবাবপত্র চুরি করে। এখন সে অত্যন্ত অনুতপ্ত। সে আল্লাহ্‌র কাছে কিভাবে ক্ষমা পেতে পারে?

-বাবলু
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ চুরি করা কবীরা গোনাহ, যা তওবা ছাড়া ক্ষমা হবে না। আর মসজিদের জিনিষ চুরি করা আরো বড় গোনাহ। জনৈক ছাহাবী গণীমতের একটি চাদর চুরি করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জাহান্নামী বলে ঘোষণা দেন *(মুসলিম হা/৩২৩; মিশকাত হা/৪০৩৪)*।

এমতাবস্থায় মসজিদের সম্পদ ফেরত দিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে এবং এটাই হ'ল বিধান। সম্পদ ফেরত দেওয়ার কোন উপায় না থাকলে আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করতে পারেন। তিনি বলেন, 'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন' *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৫৮) সূরা মুল্‌কের ৩নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্ন হ'ল, সাত আসমানের কোন্‌টি কী দ্বারা তৈরী?

- আবুবকর ছিদ্দীক্ব
ও নাযীর
চক নারায়ণপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আসমানের সাত স্তরের সঠিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো স্পষ্ট হয়নি। অনুরূপভাবে কোন আসমান কী দিয়ে তৈরী, তারও ব্যাখ্যা অজানা। এ বিষয়ে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। তবে কুরআন আসমানকে 'দুখান' বলেছে *(হা-মীম সাজদাহ ১১, দুখান ১০)*। যার অর্থ ধূম্রকুঞ্জ। অতএব আমাদের কেবল এটুকুতেই বিশ্বাস রাখতে হবে। অন্য আয়াতে 'কঠিন সপ্তস্তর' *(নাবা ১২)* বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐসব আসমানের গঠন প্রকৃতি এমন, যা ভেদ করা কঠিন ও দুরূহ। আমরা কেবল আসমানের নীচের স্তরটিই দেখতে পাই, যাকে কুরআনে 'সুরক্ষিত ছাদ' *(আম্বিয়া ৩২)* বলা হয়েছে। বায়ুমণ্ডল আমাদের জন্য সেই

Contents

মযবুত ছাদ হিসাবে কাজ করছে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'প্রটেকশন শীল্ড' বলা হয়। যার মধ্যকার 'ওযোন স্তর' পৃথিবীকে সূর্যের ক্ষতিকর 'অতি বেগুনী রশ্মি' থেকে রক্ষা করে এবং মহাকাশ থেকে প্রতিদিন গড়ে দুই কোটির উপরে নিক্ষিপ্ত বিরাট বিরাট উল্কাপিণ্ড থেকে পৃথিবীকে সাক্ষাৎ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। কেননা তা বায়ুমণ্ডলে এসে নিঃশেষ হয়ে যায় আল্লাহ্‌র হুকুমে। আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশ ব্যতীত সাত আসমানের স্তর ও সীমানা পেরিয়ে যাওয়া জিন ও মানুষের সাধ্যের অতীত *(রহমান ৩৩)*। মানবজাতির মধ্যে একমাত্র শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এইসব স্তর ভেদ করে 'অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জসমূহ' *(রহমান ৩৫)* এড়িয়ে মে'রাজে গিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র হুকুমে। উল্লেখ্য যে, বায়ুমণ্ডলের উপরে রয়েছে বায়ুশূন্য ইথার জগত। যেখানে রয়েছে নীহারিকাপুঞ্জ ও অসংখ্য গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি। যেসব নক্ষত্র এত বড় বড় যে, আমাদের বিশাল সূর্য তাদের কাছে বিন্দুতুল্য। বহু দূরে থাকায় এগুলি ছোট ও মিটি মিটি দেখা যায়। ১৯৩৩ সালে প্রাপ্ত হিসাব মতে সবচাইতে দূরবর্তী নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে ১৪ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার হ'লে এক বছরে তার গতি কত দূরে যায়, অনুমান করতেও মাথা ঘুরে যায়। অতএব এক আসমানের অবস্থাই যখন এই, তখন সাত আসমানের অবস্থান ও দূরত্ব কত, তা হিসাব করা আপাততঃ মানুষের অসাধ্য।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৫৯) কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করা যাবে কি?

-সাখাওয়াত চৌধুরী
চর পাকেরদহ, মাদারগঞ্জ
জামালপুর।

উত্তরঃ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করা যাবে শর্ত সাপেক্ষে। শেয়ার ব্যবসা দু'ধরনের- (১) হারামের উপর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর শেয়ার অথবা হারাম উপার্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত শেয়ার। যেমন সূদী কারবার করে এরূপ কোম্পানী বা ব্যাংক। এ ধরনের কোম্পানী বা ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। (২) হালাল বস্তুর কারবার করে বা উৎপাদন করে এরূপ কোম্পানীর শেয়ার হ'লে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে কোন শারঈ বাধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে যে, এর মধ্যে যেন সূদ আদান প্রদান, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও জুয়ার সংমিশ্রণ না থাকে।

প্রশ্নঃ (২০/৪৬০) ডি.ভি. লটারীর মাধ্যমে আমেরিকা গিয়ে অর্থ উপার্জন করা বৈধ কি?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ডি.ভি. লটারী বৈধভাবে আমেরিকা যাওয়ার জন্য আমেরিকান সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি পদ্ধতি। এর জন্য কোন প্রকার ঘুষ দিতে হয় না। হাযার হাযার লোক এজন্য দরখাস্ত করে । ফলে চাহিদার চেয়ে লোকসংখ্যা বেশী হয়ে যায়। অতঃপর লটারীর মাধ্যমে তাদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ লোক বাছাই করা হয়। এরূপ লটারী বৈধ *(দ্রঃ বুখারী হা/২৬৮৮ 'কিতাবুশ শাহাদাত'; আবুদাঊদ হা/৩১৩৮; নাসাঈ হা/৩৪৮৮; ইবনু মাজাহ হা/২৩৪৮)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪৬১) 'দেবর মরণ সমতুল্য'-এর তাৎপর্য কী? প্রাপ্ত বয়স্ক ভাইয়ের সামনে বোন ওড়না ছাড়া যেতে পারে কি? ছেলে মায়ের সাথে কত বছর পর্যন্ত একই বিছানায় ঘুমাতে পারে?

-আব্দুল হান্নান
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'দেবর মরণ সমতুল্য' এর তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) আল-মুফহিম গ্রন্থে বলেন, স্বামীর নিকটাত্মীয় লোকেরা তার স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করাটা নিকৃষ্ট কর্ম হিসাবে মৃত্যু সমতুল্য। যেমন আরবরা বলে থাকে 'সিংহ হ'ল মৃত্যু সমতুল্য'। কঠোর ভাষায় বলার কারণ হল, স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য লোকেরা বিষয়টিকে হালকা মনে করে। অন্যদিকে দেবর ভাইয়ের স্ত্রীর নিকট যাওয়াটা দ্বীন ধ্বংসের কারণ। কেননা স্বামীর পক্ষ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হ'লে ত্বালাকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কিংবা যদি ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ে তাহ'লে ভাইয়ের স্ত্রীকে পাথর মেরে হত্যা করাও হ'তে পারে। এজন্য একে মৃত্যু বলা হয়েছে *(আলোচনা দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী, হা/১১৭১ 'দুগ্ধ পানের অনুচ্ছেদ সমূহ')*। সাধারণ পর্দাসহ সাবালিকা বোন ভাইয়ের সামনে যাবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২ 'পোষাক' অধ্যায়)*। দশ বছর পর্যন্ত সন্তান মায়ের সাথে এক বিছানায় থাকতে পারে। তারপর বিছানা পৃথক করে দিতে হবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪৬২) মাযহাব কয়টি ও কি কি? সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব কোনটি? দেশের আইন কাঠামো কোন মাযহাব অনুসারে গঠন হয়ে থাকে? আহলেহাদীছরা পরকালে মুক্তি পাবে কি?

-আবুল আকরাম
নরদাশ, বাগমারা, , রাজশাহী।

উত্তরঃ অনেক মাযহাব থাকলেও হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী এই চারটি মাযহাব অধিক প্রসিদ্ধ। তবে ইসলামে এ সমস্ত মাযহাবের কোন গুরুত্ব নেই। দুনিয়াবী স্বার্থে একশ্রেণীর লোক এগুলোর সূচনা করেছে। সঠিক পথের মানদণ্ড হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। উক্ত প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের চার ইমামেরও একই দাবী ছিল, 'ছহীহ হাদীছই আমার মাযহাব' *(হাশিয়া ইবনু আবেদীন ১/৬৩ পৃঃ)*। তাই ইসলামের বিধান আমল করতে গিয়ে যাদের সিদ্ধান্ত ছহীহ হাদীছের সাথে মিলে যাবে, তারাই প্রকৃতপক্ষে চার

ইমামের আসল অনুসারী হিসাবে গণ্য হবে। এই দৃষ্টিকোন থেকে আহলেহাদীছগণই সর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রগামী এবং তাদের গৃহীত নীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইসলামী বিধি-বিধানকে রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে চালু করার উদ্দেশ্যে কোন ইসলামী শাসক যদি কুরআন এবং ছহীহ হাদীছকে রাষ্ট্রের সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহ'লে সে দেশের আইন কাঠামো সেভাবেই গঠিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ইসলামী আইন চালু নেই। তাই কোন মাযহাব অনুযায়ীই দেশ চলে না। তবে সরকারের ধর্মীয় বিধান সমূহ অঘোষিতভাবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী চলে। কেননা সরকারী কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশনে, বায়তুল মুকাররম মসজিদে, পুলিশ বা সেনাবাহিনীর ধর্মীয় শিক্ষক পদে কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহের ইমাম-মুওয়াযযিন পদে কখনোই কোন আহলেহাদীছকে নেওয়া হয় না। এছাড়া ইফতারের সময়সূচী তৈরী, ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ, সরকারীভাবে তৈরী ও প্রকাশিত ধর্মীয় পাঠ্য বই সমূহে কোথাও কোন সচেতন আহলেহাদীছ বিদ্বানকে গ্রহণ করা হয় না।

পরকালে মুক্তি পাওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর প্রকৃত অনুসরণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, '...আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি বাদে সবগুলোই জাহান্নামী হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেটি কোন দল? তিনি বললেন, আজকে আমি এবং আমার সাথীগণ যার উপরে রয়েছি' (যুগে যুগে যারা তার উপর থাকবে) *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৪১ হাকেম ১/১২৯)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, আলবানী, তাহকীক্ব মিশকাত হা/১৮৬)*।

অতএব যারা যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্ মাফিক চলে তারাই আখেরাতে মুক্তি পাবে। আর এর সর্বাপেক্ষা বড় হকদার হচ্ছেন আহলেহাদীছগণ। ইনশাআল্লাহ তাঁরাই সর্বপ্রথম পরকালে মুক্তি পাবেন।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৬৩) মি'রাজ রজনীতে আল্লাহর নবী সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলে তাকে জান্নাত, জাহান্নাম, হাউয কাওছার দেখানো হয়। ঐ রজনীতে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সবকিছুকে স্থির করে দেওয়া হয়। এটা কি ঠিক?

-জালালুদ্দীন
পশ্চিম ডগরী, গাযীপুর।

উত্তরঃ মি'রাজের রাতে রাসূল (ছাঃ) জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৭৪; ছহীহ জামে'উছ ছাগীর হা/১২৮; আল-ইসরা ওয়াল মি'রাজ, পৃঃ ৬২)*। তাঁকে হাউযে কাওছারও দেখানো হয়েছে *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩৩৬০)*। ঐ রজনীতে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সবকিছুকে স্থির করে দেওয়া হয় মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। এটি বানোয়াট কথা।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৬৪) আযানের পর হাত তুলে দো'আ পড়া যাবে কি?

-আব্দুল গাফফার
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আযান দেওয়ার পর হাত তুলে দো'আ করা ঠিক নয়। সমাজে প্রচলিত উক্ত প্রথার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং আযান শেষে কেবল দরূদসহ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত নির্দিষ্ট দো'আ পড়বে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭; বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯)*। *রেডিও-টিভিতে পঠিত বানোয়াট দো'আ নয়।*

প্রশ্নঃ (২৫/৪৬৫) জনৈক বক্তা আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করল সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। যে আলেমদের সাথে মুছাফাহা করল সে আমার সাথে মুছাফাহা করল। যে আলেমদের সাথে বসল সে যেন আমার সাথে বসল, আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার সাথে বসল সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার সাথে বসল। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মামুন
রায়দৌলতপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এটি একটি জাল হাদীছ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৬৬) অনেক আলেমের মুখে শোনা যায়, জানাযার ছালাতে লোকসংখ্যা বেশী হলে মৃত ব্যক্তির মঙ্গল হয় এবং যারা জানাযায় শরীক হয় তাদেরও অধিক নেকী হয়। একথা কি সঠিক?

-রবীউল ইসলাম
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে লোকসংখ্যা বেশী হওয়া ভাল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মৃত ব্যক্তির উপর যদি একশ' জন মুসলমান জানাযা পড়ে, আর প্রত্যেকেই যদি তার জন্য সুফারিশ করে (ক্ষমা প্রার্থনা করে), তাহ'লে তাদের সুফারিশ কবুল করা হয়' *(মুসলিম হা/৯৪৭; মিশকাত হা/১৬৬১ 'জানায়েয' অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, শিরকের সাথে জড়িত নয় এমন ৪০ জন মুমিন ব্যক্তি যদি কোন মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহ'লে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬০)*। উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, জানাযায় লোকসংখ্যা অধিক হ'লে মৃতের পক্ষে সুফারিশটা যোরদার হয় *(তালখীছু আহকামিল জানাইয, পৃঃ ৪৯)*। তবে জানাযায় লোক বেশী করার জন্য মাইকিং

Contents

করা, শোক সংবাদ প্রচার করা, বাজারে ও মসজিদে মসজিদে ঘোষণা দেওয়া নাজায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শোক সংবাদ প্রচারে নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৭)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৬৭) অনেক ইমাম বাচ্চাদেরকে ছালাতের সামনের কাতার থেকে বের করে পিছনে সরিয়ে দেন। এটা কি জায়েয?

-আব্দুল্লাহ আল-আযাদ
ঘণ্টাঘর, রাণীর বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতে কাতারে দাঁড়ানোর নিয়ম হ'ল, জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিগণ ইমামের পিছনে কাছাকাছি দাঁড়াবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*। অতঃপর স্বাভাবিক নিয়মে ছোট বড় সবাই দাঁড়াবে । উল্লেখ্য, প্রথমে বড়রা দাঁড়াবে তারপর ছোটরা দাঁড়াবে মর্মে আবুদাউদে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সনদ যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১১৫)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৬৮) যে ব্যক্তি রামাযান মাসে একটি নফল আমল করল সে অন্য মাসে একটি ফরয কাজ করার নেকী পেল। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আমল করল সে অন্য মাসের সত্তরটি ফরয আমল করার নেকী পেল। উক্ত হাদীছটি কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সনদ ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ হাদীছটি ইমাম বায়হাক্বী সংকলিত 'শু'আবুল ঈমানে বর্ণিত হয়েছে *(হা/৩৭১৭)*। বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫৮৯; আলবানী, মিশকাত হা/১৯৬৫ 'ছওম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৬৯) সাত দিনের পূর্বে কোন সন্তান মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

-ইকরামুল ইসলাম
শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ সাত দিনের পূর্বে বাচ্চা মারা গেলে আক্বীক্বা দেওয়ার প্রয়োজন নেই *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃঃ 'আক্বীক্বা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৭০) অনেক স্থানে ক্বদরের রাত্রিগুলোতে তারাবীহর ছালাতের পরও ৮ কিংবা ১২ রাক'আত অতিরিক্ত ছালাত আদায় করা হয়। এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ ক্বদরের রাত্রির জন্য তারাবীহ ব্যতীত পৃথক ৮ বা ১২ রাক'আত কোন ছালাত নেই। বিতরসহ ১১ তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাতেই দীর্ঘ ক্বিরাআত, রুকূ ও দীর্ঘ সিজদা করার মাধ্যমে আদায় করবে। কুরআন কম মুখস্থ থাকলে একই সূরা বার বার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করবে *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২০৫)*। এছাড়া কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও যিকর-আযকারে মগ্ন থাকবে। রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলোতে রাসূল (ছাঃ) দৃঢ় প্রস্তুতি নিয়ে পরিবার-পরিজন সহ ইবাদতে রত থাকতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৮৯-২০৯০)*। কিন্তু শবেক্বদর উদযাপনের নামে ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা, ভাল খানা-পিনার ব্যবস্থা করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৭১) যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহফ পাঠ করবে সে ৮ দিন পর্যন্ত সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে যদিও তার মাঝে দাজ্জাল এসে যায়। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?

-আব্দুল হান্নান
শাসনগাছা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি যঈফ। এর সনদে দুই জন দুর্বল রাবী আছেন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০১৩)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৭২) নিয়মিত তাহিয়াতুল ওযূর ছালাত আদায় করেন এমন ব্যক্তি মসজিদে এসে যদি দেখেন যে কেবল সুন্নাত পড়ার সময় আছে, তখন তার করণীয় কী হবে? সুন্নাত আদায় করবেন, না তাহিয়াতুল ওযূর ছালাত আদায় করবেন?

-সোহেল রানা
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ আদায় করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৭৩) মসজিদের ইমাম ও মুওয়াযযিন বেতন নিতে পারেন কি?

-আব্দুল্লাহ
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ এগুলো অতি সম্মানিত দায়িত্ব। সমাজকেই তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। সেকারণ সম্মানী হিসাবে ভাতা নিয়ে এসব খিদমত করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করেছি, অতঃপর তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছি। এরপর যা সে গ্রহণ করবে তা খিয়ানত হবে *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৭৪) রামাযান মাসে অনেক স্থানে বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে মৃত মাতাপিতার মাগফিরাতের জন্য কুরআন খতম করানো হয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের যুগে এই আমল চালু ছিল কি?

Contents

-সোহেল
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ রামাযান মাসে হোক কিংবা রামাযানের বাইরে হোক মৃত ব্যক্তির জন্য আলেম-ওলামা বা মাদরাসার ছাত্রদেরকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম করানো একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ নিয়ম চালু ছিল না *(যাদুল মা'আদ ১/৫২; নায়লুল আওত্বার ৪/৯২)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৭৫) লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার আশংকায় আমাদের মসজিদে শুধু মাগরিবের ছালাতে মুনাজাত করা হয়। আর অন্য চার ওয়াক্তে করা হয় না। শুধু এক ওয়াক্ত মুনাজাত করা কি জায়েয?

-মুখলেছুর রহমান
শরীফপুর, জামালপুর।

উত্তর: মুছল্লী সংখ্যা কমে যাওয়ার ভয়ে বিদ'আতী কোন আমল জায়েয করা যাবে না। অন্য চার ওয়াক্তে যে কারণে মুনাজাত করা হয় না মাগরিবের সময়ও ঐ একই কারণ রয়েছে। উক্ত অভ্যাস অবশ্যই বর্জনীয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/৪৪৬৮)*। আল্লাহ বলেন, তুমি মানুষকে ভয় কর। অথচ আল্লাহ হ'লেন ভয় করার অধিক হকদার' *(আহযাব ৩৭)*। বিদ'আত দূর করার জন্য মুছল্লীদের বুঝানোই হ'ল বড় কৌশল। নিজে বিদ'আত করে বিদ'আত দূর করা যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৭৬) অনেক মসজিদে তারাবীহ্‌র ছালাতে প্রতি চার রাক'আত পর পর 'সুবহানা যিল মুলকি ওয়াল মালাকূতি.... বলে সরবে বড় দো'আ পড়ে থাকে । উক্ত দো'আর প্রমাণে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আসিফ আব্দুল্লাহ
মির্জাপুর, রাজশাহী।

উত্তর: উক্ত দো'আ তারাবীহর সময় পড়তে হবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তাছাড়া দো'আটি যে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তার সনদ নিতান্তই দুর্বল *(রওযাতুল মুহাদ্দিছীন হা/৫৭০৯, ১২/২০৯ পৃঃ)*। সুতরাং এই দো'আ বর্জনযোগ্য।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৭৭) শবে মি'রাজের রাতে নাকি আমাদের নবী আল্লাহ্‌র সাথে দেখা করেছেন এবং কথা বলেছেন। একথা কি সত্য?

-আহমাদ
ধামতী মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মি'রাজের রাতে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহকে দেখেননি। বরং তাঁর 'নূর' দেখেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯)*। কারণ মানুষের চক্ষু আল্লাহকে দেখতে পারে না *(আন'আম ১০৩)*। তবে তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৩ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ; মাজমূ'উ ফাতাওয়া ১৬/২১০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৭৮) মসজিদের নামে চার শতক জমি মৌখিকভাবে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানে ঈদের ছালাত আদায় করা হচ্ছে। উক্ত জমি ঈদগাহের নামে রেজিস্ট্রী করে দেয়া যাবে কি?

-আব্দুল হাফীয
শেখহাটি, নড়াইল।

উত্তর: উক্ত জমি মসজিদের প্রয়োজন না থাকলে ঈদগাহের নামে রেজিস্ট্রী করে দেয়া যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৭৯) আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার কারণে মসজিদে গিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করতে পারি না। বাড়িতে যোহরের ছালাত আদায় করি। অনেক সময় সুন্নাতও পড়তে পারি না এতে পাপ হবে কি?

-সুলায়মান
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় বাড়ীতে যোহরের ছালাত আদায় করাতে কোন গুনাহ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চার শ্রেণীর মানুষের উপর জুম'আ ফরয নয়। তার এক শ্রেণী হচ্ছে রোগী' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৭৭; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০৬৭)*। সুন্নাত পড়তে না পারলেও কোন গুনাহ হবে না। কেননা 'মানুষের সাধ্যের বাইরে আল্লাহ কষ্ট দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬; তাগাবুন ২৬; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৮০) আমরা অল্প সংখ্যক আহলেহাদীছ লোক মসজিদে গেলে মাযহাবীদের সাথে দ্বন্দ্ব হয়। এ অবস্থায় আমরা পৃথক মসজিদ তৈরী করতে পারি কি? উল্লেখ্য, দুই মসজিদের ব্যবধান হবে আনুমানিক ১০০ গজ।

-আব্দুর রশীদ
কাযীপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় পৃথক মসজিদ করা উচিত নয়। এতে মুসলিম সমাজে বিভক্তি বৃদ্ধি পাবে, যা 'মসজিদে যেরারের' অন্যতম কারণ *(তওবা ১০৭)*। তাই সাধ্যমত মিলেমিশে একই মসজিদে ছালাত আদায় করা উত্তম হবে। মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। সেখানে সকল মুছল্লীকে পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও সহমর্মী থাকতে হবে এবং সবাইকে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমলের প্রতি আগ্রহী হ'তে হবে।

Contents

YEAR TABLE (12Th Vol.) বর্ষসূচী-১২ (Oct. 2008 to Sept. 2009)

(১২তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৮ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত)

Contents

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি ২. প্রবন্ধ ৩৮টি ৩. ছাহাবী চরিত ১টি ৪. মনীষী চরিত ১টি ৫. অর্থনীতির পাতা ১টি ৬. সাময়িক প্রসঙ্গ ২টি ৭. নবীনদের পাতা ৫টি ৮. হাদীছের গল্প ১টি ৯. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৪টি ১০. চিকিৎসা জগৎ ৯টি ১১. কবিতা ৪৩টি ১২. মহিলাদের পাতা ১টি ১৩. ক্ষেত-খামার ৭টি ১৪. প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

Contents

প্রশ্নোত্তর

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents